বিষ্ণুপুরাণ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

—— • ═ ∘:∘✱∘:∘ ═ • ——

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

প্রকাশিত।

(কলিকাতা, ৮ নং নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট হইতে

প্রকাশিত।)

—— ∘:∘✱∘:∘ ——

কলিকাতা।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

দ্বারা মুদ্রিত নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮

ইং ১৮৮৬

ইতি প্রথম অংশ।

ইতি দ্বিতীয় অংশ।

ইতি তৃতীয় অংশ।

ইতি চতুর্থ অংশের সূচীপত্র।

———

ইতি পঞ্চম অংশ।

ইতি ষষ্ঠ অংশ।

ইতি বিষ্ণুপুরাণের সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

ষষ্ঠ অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

কলির বিবরণ।

মৈত্রের প্রার্থনানুসারে পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! ব্রহ্মার দিনাবসানে প্রকৃত প্রলয় সময়ে যেরূপে জগতের সংহার হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে দ্বিজোত্তম! মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি এবং মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিবা রাত্রি হয়। এই রূপে চার হাজারযুগে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগ। দিব্য বার বৎসরে এই চতুর্যুগ হইয়া থাকে। কল্পের প্রথমে সত্যযুগ, শেষে কলিযুগ আর সমুদায় চতুর্যুগ একই রূপ। সত্যযুগে ব্রহ্মা সৃষ্টি ও কলিযুগে সংহার করেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! যখন চার পোয়া পাপ হয় সেই কলিযুগের কথা বিস্তার করিয়া বলুন্

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এই কলিযুগের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। কলিকালের মানবেরদেব প্রবৃত্তি, আচার ব্যাবহার, বর্ণের ও আশ্রেমর কিছুই ঠিক নাই। বেদের বিবিধ মত ক্রিয়া কাণ্ড বিবাহাদি করে না

গুরু শিষ্যের ব্যবহার ঠিক থাকে না। পতি পত্নীর পরস্পরের ব্যবহার বিপরীত। অগ্নিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাতে হোমাদি করা কলিতে রহিত হইবে। কলিকালে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করুক্ না বলবান্ হইলে রাজা হইবে। বিবাহে জাতিভেদ থাকিবে না। হে মৈত্রেয়! কলিকালে দীক্ষিত না হইয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। লোক রঞ্জনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইবে। বচন মাত্রেই শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। মনের কল্পিত দেবতার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রম সৃষ্টি হইবে। উপবাস। আযাস ও ধনদান ইত্যাদি ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। মানবেরা অল্প ধনে গর্ব্বিত হইবে। স্ত্রীলোকের কেশে মাত্র গৌরবের সীমা থাকিবে না। সুবর্ণ, মণি, রত্ন ইত্যাদি ক্ষয় হইয়া রমণীদের কেশমাত্র অলঙ্কার হইবে। কলিকালে ধনহীন ভর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া ধনবান্‌কে স্বামিত্বে বরণ করিবে। সে কালে অধিক ধন দান করিতে পারিলে সকলের প্রভু হইবে। কৌলিন্য প্রথা থাকিবে না। গৃহাদি নির্ম্মাণকে ধন সঞ্চয় বলিয়া মনে করিবে। মন ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র থাকিবে। নিজের উপভোগে ধন ব্যয় হইবে। কলিকালের রমণীরা স্বেচ্ছচারিণী ও রমণীয় বস্তুতে স্পৃহান্বিতা হইবে। তৎকালে অন্যায় পূর্ব্বক ধনো উপার্জ্জন করিবে। বন্ধুগণকে একটি কড়ি মাত্র দিবেক না কলিকালে শূদ্রে ও ব্রাহ্মণে প্রভেদ থাকিবেক না। দুগ্ধ দেওয়া অনুসারে গাভিদের স্নেহ ও সেবা করিবে। অনাবৃষ্টি হইবে। মানবেরা কাতরে ফলমূলাদি আহার করিবে

ধন হীন হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিবে। সুখ ও আমোদ কিছুই থাকিবে না। কলিকালে মানবেরা স্নান না করিয়া ভোজন করিবে। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পূজা ও অতিথিসৎকার করিবে না।

কলিকালে রমণীরা হ্রস্বকায়, লোলুপ, অতিরিক্ত আ-হারী, বহু সন্তান প্রসবকারী ও অল্প ভাগ্যশালী হইবে। দুই হাতে মাথা চুলকাইবে, গুরুজন বা ভর্ত্তার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে না। আহার ও বেশভূষায় কাল কা-টাইবে। মিথ্যা কথা ও কটু বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে-মন দুষ্টা হইবে তদ্রূপ পুরুষের সহিত আসক্তা হইবে এবং অসদ্ব্যবহার করিবে।

কলিকালে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়া, কর্ম্ম ও বেদ পাঠ করিবে। গৃহস্থেরা হোম ও সৎপাত্রে দান করিবে না। বাণপ্রস্থ, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীরা পিতা পুত্র ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত মিত্রতা করিবে। রাজাগণ সকলের ধন হরণ করিবে। অশ্ব, হস্তী, রথ আদি ধন থাকিলে কলিকা-লের রাজা হইবে। দুর্ব্বলেরা বলবানের ভৃত্য, নিজ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সেবা ও কারুকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অধম শূদ্রেরা পাষণ্ডের ন্যায় তিলক ফোঁ-টা করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। রাজার রাজকরে ব্যথিত হইয়া প্রজারা কুৎসিৎ অন্ন খাইবে। এই রূপে বেদ বিধি সৎকর্ম্ম সমুদায় লুপ্ত হইয়া পাষণ্ড হইলে বালকগণ অকালে কালকবলে পতিত এবং আয়ু অল্প হইয়া বার বৎসরে বৃদ্ধ এবং বিশ বৎসরে মৃত্যু হইবে। স্ত্রীর পাঁচ,

ছয় ও সাত বৎসরে গর্ভ এবং পুরুষের আট, নয় ও দশ বৎসর বয়সে সন্তান হইবে।

হে মৈত্রেয়! যখন পাষণ্ডের বৃদ্ধি দেখিবে তখনই কলির প্রাদুর্ভাব জানিবে। যখন লোকে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে না তখনই জানিবে যে কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাষণ্ডেরা প্রবল হইয়া বেদ নিন্দা, পাষণ্ড মত প্রচলিত, শস্য সকলে অল্পফল, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, শমী বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষ সকল নিষ্ফল, ধান্য সূক্ষ্ম, গাভি দুগ্ধ অভাবে ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার এবং উশীর মাত্র অনুলেপন হইলে কলির আগমন হইয়াছে জানিবে।

কলিকালের মানবেরা শ্বশুর, শাশুরী, সুন্দরী ভার্য্যা ও শ্যালকের বাধ্য ও মান্য করিবে, পিতা মাতা কেহই নহে। সদাই পাপ কর্ম্মে রত থাকিবে। কলিকালের মানবেরা সত্বহীন, শৌচহীন ও শ্রীহীন হইয়া সদাই দুঃখ ভোগ করিবে। হে বিপ্র! কলিকালে বেদ অধ্যয়ন, বষট্‌কার, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি রহিত হইয়া যাইবে। কতকগুলিন লোক একটি পবিত্র স্থানে বাস করিবে অল্প তপস্যা বা অল্প আয়াসে পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥
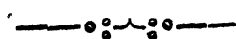
দ্বিতীয় অধ্যায়।

অল্প ধর্ম্মে অধিক ফল ও ব্যাসের নিকট মুনিগণের গমন।

পরাশর কহিলেন, হে মহাভাগ। বেদব্যাস যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা মুনিগণ সমবেত হইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছে কিসে মানবেরা অল্প ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে অধিক ফল পায় এবং কেমন ব্যক্তি সেই পুণ্য সুখের অধিকারী হয়।

হে মৈত্রেয়! এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বেদব্যাসের নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন ভগবান্ বেদব্যাস জাহ্নবী জলে স্নান করিতেছেন। মহর্ষিগণ প্রতীক্ষা করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিলেন।

কলিতে ধর্ম্ম বিষয় প্রশংসা।

তার পর বেদব্যাস স্নান করিতে করিতে মুনিগণকে শুনাইয়া এক বার উঠিয়া কলিযুগই সাধু ও উৎকৃষ্ট বলিয়া, জলে ডুব দিয়া আবার উঠিয়া কলিকালের শূদ্রগণ তোমরাই ধন্য বলিয়া জলে গিয়া নিমগ্ন হওত পুনরায় তটে উঠিয়া বলিলেন, কলিকালের রমণীরাই ধন্য, তাহাদের অপেক্ষা ধন্য আর কেহই নাই।

তার পর স্নান করিয়া বেদব্যাস আশ্রমে গমন করিলে মুনিগণ পূজা করিয়া নিকটস্থ হইলেন, বেদব্যাস আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন আমাদের সন্দেহ ভঞ্জনের কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক্। আপনি যে স্নান

করিতে করিতে বার বার উঠিয়া বলিলেন, কলিকালই সাধু, কলিকালের শূদ্রেরা ধন্য ও কলিকালের নারীগণ ধন্য ও সাধু এই কথা যদি কোন গোপন না থাকে তাহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহর্ষিগণের এই কথা শুনিয়া বেদব্যাস ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন্। সত্যযুগে দশ বৎসরে, ত্রেতায় এক বৎসরে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিযুগে এক দিবারাত্রে সিদ্ধ বা ফল হইয়া থাকে। এই জন্য কলিযুগের প্রশংসা করিলাম। সত্যযুগে একাগ্র চিত্তে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল হয়, কলিতে বিষ্ণু নাম উচ্চারণে সেই ফল পাওয়া যায়। যাগ যজ্ঞ যত কিছু কলিকালে এক মাত্র হরি সংকীর্ত্তনে সেই ফল পাইয়া পূণ্যলোকে গমন করে। কলিকালের শূদ্রেরা এক মাত্র দ্বিজের শুশ্রূষা করিয়া যজ্ঞের ফলভাগী ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই জন্য আমি শূদ্রগণকে ধন্যবাদ দিয়াছি! খাদ্যাখাদ্য ও পেয়াপেয় সম্বন্ধে কলিকালে শূদ্রগণের কোনও বিচার নাই। পুরুষেরা মহাক্লেশে পুণ্য লোকে গমন করে, স্ত্রীগণ অল্প আয়াসে পতির সঙ্গে পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকে এই জন্য কলিকালের স্ত্রীগণকে ধন্যবাদ দিলাম। হে দ্বিজগণ! আপনারা যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে বলিলাম।

পরাশর কহিলেন, ব্যাসের কথায় মুনিগণের সংশয় দূর হইলে ব্যাসকে পূজা করিয়া স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে মহাভাগ! আমিও তোমার নিকট এই গুপ্ত বিষয় প্র-

কাশ করিলাম। যদিও কলিকাল দূষিত তথাচ কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে সংশয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে। এক্ষণে প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

কাল নিরূপণ।

পরাশর কহিলেন, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এই তিন প্রলয়কাল হয় তাহার না নৈমিত্তিক ও ব্রহ্ম প্রলয়। ব্রহ্মার শত বৎসর গত হইলে যে মহাপ্রলয় হয় তাহার নাম প্রাকৃতপ্রলয়। মোক্ষের নাম আত্যন্তিক প্রলয়। পরাশর কহিলেন, একটি লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিলে যে সময় লাগে তাহাই মানবের এক নিমেষ।

১৮ নিমেষে — ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় — ১ কলা।

১৫ কলায় — ১ নাড়ী অর্থাৎ দণ্ড।

চার মাষায় সোণার এক অঙ্গুল ভার করিয়া মগধ দেশ প্রচলিত এক প্রস্থ অর্থাৎ দুই সের জল ধরে এমন ধাতুপাত্রের নিম্নে এরূপ ছিদ্র করিবে যেন উক্ত ভার মাত্র গলিয়া যায় যত সময়ের মধ্যে ঐ জল ছিদ্র দিয়া নির্গত হয় তাহাকে নাড়িকা বলে।

২ নাড়িকায় - ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে - ১ অহোরাত্র।

৩০ অহোরাত্রে - ১ মাস হয়। ১২ মাসে - ১ বৎসর। এক মাসে দেবতাদের এক দিন রাত্র। এই রূপ ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর হয়। দেবতাদের বার হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ হয়। চার হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প, ইহার মধ্যে চৌদ্দ মন্বন্তর হইয়া থাকে। তার পর অতি ভয়ানক ব্রাহ্ম ও নৈমিত্তিক লয় হয়। চার হাজার যুগের অবসানে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে প্রজা ক্ষীণ হইয়া শেষে জগৎ সংহার হেতু বিষ্ণুতে লীন হয়।

এই প্রলয় কালীন সূর্য্যের সপ্তরশ্মিতে সমুদায় জল শোষণ করত ত্রিলোক পাতাল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে থাকেন। হে দ্বিজ! বৃক্ষ লতাদি সমুদায় দগ্ধ হইয়া গেলে পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় বোধ হয়।

হে মুনিসত্তম! রুদ্ররূপী জনার্দ্দন সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখ বায়ুতে নানা বর্ণের মেঘের সৃষ্টি করেন। হে বিপ্র! এই সকল মেঘগণ একশত বৎসরেরও অধিক কাল জল বর্ষণ করিয়া প্রলয়াগ্নি নির্ব্বাপিত ও পৃথিবীকে জলে প্লাবিত করে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রলয় ও সৃষ্টি।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! সপ্তর্ষিস্থান পর্য্যন্ত

জল উঠিলে বিষ্ণুর মুখবায়ু হইতে মহাবায়ু উত্থিত হইয়া এক শত বৎসরেরও অধিক প্রবাহিত হইয়া সমুদায় মেঘ সংহার করিলে বিষ্ণু আবার ঐ সমুদায় বায়ুকে পান করেন। তার পর একার্ণবে শেষ শয্যায় শয়ন করিলে সনক সনন্দ প্রভৃতি সিদ্ধগণ স্তব, মুমুক্ষু মহর্ষিগণ ধ্যান ও ও যোগমায়া আসিয়া আশ্রয় করেন। হে মৈত্রেয়! ইহার নাম কল্প সংহারক, অনন্ত প্রলয় বা নৈমিত্তিক প্রলয়। তার পর পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ বলিয়াছি সেই মত ভগবান্ হরি জাগরিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

এক্ষণে প্রাকৃত প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! অনাবৃষ্টি ও প্রলয় অগ্নিতে সপ্তলোক ও পাতাল ধ্বংস হইলে পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ ক্ষয় হয়। এবং রসে জল উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে প্লাবিত করে। তেজে রস হীন হইয়া জল বিলয় হইলে ঐ তেজ দ্বারা দিক্ ব্যাপ্ত, তেজে অগ্নিতে জল গ্রাস এবং বায়ুতে তেজ গ্রাস করিলে রূপ হীন হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। তখন অন্ধকারময় জগতে কেবল বায়ু প্রবাহিত হয়। তার পর আকাশ বায়ুকে নাশ করিলে এক মাত্র আকাশ থাকে। রূপ - রস -গন্ধ- স্পর্শ কিছুই থাকে না। তার পর একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে লীন হইলে আকাশের যে শব্দ গুণ তাহা গ্রাস করে। তখন তমোগুণে ব্যাপ্ত হইলে বুদ্ধিরূপ মহত্ত্বে অহঙ্কারকে গ্রাস করে।

পৃথিবীর চারিদিকে জল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তেজ, তাহার পর বায়ু, তার পর অহঙ্কার, সকলের শেষে মহত্ত্বে

ঘেরা আছে। প্রলয় কালে পর পর লীন হয়।

হে দ্বিজ! চেষ্টা ও ক্ষয় এই দুই প্রকৃতিত্রয়ের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতিই হেতু ও সৃষ্টির কারণ উহা কার্য্য ও কারণ স্বরূপা দুই প্রকার। হে মৈত্রেয়। প্রকৃতির কার্য্য স্বরূপে কারণে লয় হয়। এই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ যে পুরুষ তিনি শুদ্ধ, অব্যয়, নিত্য, ও সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ। এই জগৎ প্রপঞ্চ তাঁহার রূপভেদ মাত্র। মুমুক্ষু যোগীগণ তাঁহাতে লয় পাইয়া আর ফিরয়া আসেন না।

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার স্বর্গাদি সুখ সাধক ও মোক্ষ সাধক। পুরুষেরা বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা, যোগীরা জ্ঞানাত্মা দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর পরিণাম নাই, সর্ব্বব্যাপী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ। প্রকৃতি এবং পুরুষ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর প্রকৃত দিবারাত্রি নাই। হে মৈত্রেয়! এই তোমার নিকট প্রকৃত প্রলয় বলিলাম, এক্ষণে আত্যন্তিক প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

—০ঃ০ঃ০—

পঞ্চম অধ্যায়।

তাপ বিবরণ।

পরাশর কহিলেন, পণ্ডিতেরা আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক তাপে অভিভূত হইলে যখন বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহারা আত্যন্তিক

লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক দুঃখ শরীরিক ও মানসিক ভেদে দুই প্রকার। শারীরিক দুঃখ নানা প্রকার, যথা - জ্বর, অর্শ, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সমূহ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, শোক ইত্যাদি মানসিক তাপ।

জন্ম দুঃখ।

আধিভৌতিক তাপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প ও পিশাচ আদি প্রাণী ও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। হে মুনিসত্তম! গর্ভ, জন্ম-জরা ও মৃত্যু জনিত ক্লেশ সমূহ নানা রূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। গর্ভে মলযুক্ত জরায়ুবেষ্টিত প্রাণি জড়সড় হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় মাতা যদি কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ আদি ক্লেশজনক বস্তু অধিক খায় তাহা হইলে গর্ভস্থ বালকের ক্লেশের সীমা থাকে না। শিশুর চৈতন্য থাকে কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না তখন শত জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে থাকে। পরে প্রসূতি বায়ুতে জীব অধোমুখ হইয়া মাতৃজঠর হইতে নির্গত হইলে জ্ঞান ও স্মৃতিশূন্য হইয়া পড়ে। যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন অস্ত্র দ্বারা খণ্ড২ হইতেছে বোধ হয়। তার পর নড়িতে চড়িতে পারে না। পরের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ স্তনপান করিয়া নানা ক্লেশে বৃদ্ধি ও আধিভৌতিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আপন বৃত্তান্ত সমুদায় ভুলিয়া যায়।

বাল্য ও বৃদ্ধ কাল।

বাল্যকালে দোষ, গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইত্যাদি জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না পশুর ন্যায় মূঢ় অজ্ঞাতজন্য

বিস্তর দুঃখ ভোগ করে। এই জন্য অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহ-লোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। দেখ, মানবেরা বৃদ্ধ হইলে সমুদায় অঙ্গ শিথিল, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যরহিত ও শরীর জরা হয়। আহারে ও বসিতে উঠিতে অসমর্থ হয়। চক্ষুতে দেখিতে ও কানে শুনিতে পায় না, মুখ দিয়া নাল পড়িয়া সর্ব্বদা অশুচি থাকে। কিন্তু আহারে বিহারে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। যুবা কালের কথা স্মরণ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তারপর মরণ কালের দুঃখের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মৃত্যু কাল।

মৃত্যু কাল নিকট হইলে স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ ও ধনের মমতা ও কি উপায় হইবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তারপর যমরাজের পাশরূপ মহারোগে অস্থিবন্ধন সমুদায় ছেদ হইয়া চক্ষু বিক্ষিপ্ত, হাত পা ছোঁড়া, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক, শ্লেষ্মায় পূর্ণ, কণ্ঠে ঘম ঘর শব্দ, উদান শ্বাসে প্রপীড়িত, মহাতাপে অভিভূত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়। প্রাণ নির্গত হইবার সময়ে যমকিঙ্কর আসিয়া অত্যন্ত যাতনা দেয়।

নরক যন্ত্রণা।

মৃত্যু হইলে যমকিঙ্কর প্রথমে রজ্জুতে বাঁধিয়া দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে করিতে ভয়ঙ্কর যমদ্বার দেখাইয়া যমকে দর্শন করায়। পরে নরকে লইয়া গিয়া গরম বালীরাশিতে, জ্বলন্ত আগুণে ইত্যাদিতে ফেলিয়া ভয়ানক যাতনা দেয়। কাহাকে কাটিয়া লবণে ঘর্ষণ করে, কোন পাপীকে

গর্ত্তে নিঃক্ষেপ, কাহাকে শূলে, কোন পাপীকে বাঘের মুখে দিতেছে। কোন পাপীকে তৈলের কড়ায় ভাজিতেছে। কাহাকে উঁচু হইতে ফেলিয়া দিতেছে, কোন পাপীকে চাকায় ঘুরাইতেছে। পাপীগণের নরক যন্ত্রণার দুঃখের সংখ্যা করা যায় না।

জীবগণ নরক বা স্বর্গ ভোগের পর পুনরায় গর্ভস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ জন্মিয়া মরে। কেহ বাল্যকালে, কেহ যৌবনে, কেহ প্রৌঢ়াবস্থায়, কেহ বৃদ্ধ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। যেমন সুতাতে কার্পাসবীজ বাঁধা থাকে সেই মত জীব যতকাল বাঁচে ততকাল দুঃখে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ধন উপার্জ্জন, রক্ষা ও নাশকালে এবং প্রিয়জন বিয়োগে দুঃখের সীমা থাকে না। স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিতে যে রূপ অসুখ ভোগ করিতে হয়, সে পরিমাণে সুখ হয় না। যাহাদের অন্তঃকরণ সাংসারিক দুঃখ রূপ সূর্য্য তাপে তাপিত তাহাদের মুক্তিরূপ বৃক্ষাচ্ছায়া ভিন্ন সুখ কোথায়? সংসারী লোকের কি মনুষ্যমাত্রের এক মাত্র সুখের ঔষধ ভগবানের নাম এবং বিষ্ণুর প্রতি নিষ্ঠা।

ব্রহ্মদ্বয় নিরূপণ।

হে মুনিসত্তম! মহর্ষি মনুর কার্য্যমত বেদার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম এই দুই প্রকার ব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া পরমব্রহ্ম জ্ঞান হয়। পরা ও অপরা এই দুই প্রকার বিদ্যা অথর্ব্ববেদে কথিত আছে।

অপরা কর্ম্মবিদ্যা। পরা বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। এই বিদ্যাই জানা আবশ্যক। অক্ষয়, অব্যয়, অচিন্ত্য

জগৎ স্রষ্টা সেই বাসুদেবই পরম ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন পরম ব্রহ্ম পদবাচ্য আর কেহই নাই ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে ষষ্ঠ অংশে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

স্বাধ্যায় ও যোগ ।

পরাশর কহিলেন, স্বাধ্যায় অর্থাৎ জপ, সংযম অর্থাৎ যোগ এই দুইএর দ্বারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ব্রহ্ম নামে খ্যাত । স্বাধ্যায়ের পর যোগ এবং যোগের পর স্বাধ্যায় অবলম্বন করিবে । নিরন্তর জপ ও ধ্যানে বাসুদেবকে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী মাংসময় নেত্রে দেখিতে পান্ না । একথা বাসুদেব নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! এমত যোগের কথা আমাকে বলুন্ ।

কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিকের কথা ।

পরাশর কহিলেন, পূর্ব্বকালে কেশিধ্বজ যে প্রকার খাণ্ডিক্য জনককে যোগের কথা বলিয়াছিলেন আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর । ধর্ম্মধ্বজজনক নামে এক রাজা ছিলেন । মৃতধ্বজ ও কৃতধ্বজ নামে তাঁহার দুই পুত্র । কৃতধ্বজ সতত অধ্যাত্মবিদ্যায় রত থাকিতেন, ইহাঁর পুত্র কেশিধ্বজ । মৃতধ্বজের পুত্রের নাম খাণ্ডিক্যজনক

ইনি কর্ম্মমার্গে থাকিয়া পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। কেশীধ্বজও অধ্যাত্ম বিদ্যায়। পরস্পর হিংসায়, শেষে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিলেন।

খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অল্প পরিবার লইয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা কেশিধ্বজ ব্রহ্ম বিদ্যা আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা জনিত রাগাদি অতিক্রম করিবার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। একদা কেশিধ্বজ ধ্যান করিতেছেন এমত সময়ে যজ্ঞের ধেনু ব্যাঘ্র আসিয়া বিনষ্ট করিলে প্রায়শ্চিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রথমে পুরোহিতের কাছে তাঁহার কথা অনুসারে কশেরু মহর্ষির নিকট তাঁহারকথায় ভৃগুবংশীয় শুনকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কহিলেন কশেরু আমি অপর পৃথিবীর মধ্যে অন্য কেহ ইহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানেন না, তুমি তোমার শত্রু খাণ্ডিকের নিকট যাইলে ব্যবস্থা পাইবে। কেশিধ্বজ কহিলেন, হে মুনে! খাণ্ডিক্য আমাকে সংহার করিলে যজ্ঞের ফল পাইব। ব্যবস্থা দিলেও যজ্ঞ সম্পন্ন করিব। এই বলিয়া কেশিধ্বজ কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া রথে চড়িয়া একাকী মহামুনি খাণ্ডিক্যের নিকট গমন করিলেন। খাণ্ডিক্য আপন শত্রুকে আসিতে দেখিয়া আরক্ত নয়নে শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া জীবন সংহারে উদ্যত হইলে, কেশিধ্বজ কহিলেন, হে খাণ্ডিক্য! আমি তোমার নিকট সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আসিয়াছি তোমাকে বিনাশ করিতে আসি নাই। ক্রোধ সম্বরণ ও বাণ পরিত্যাগ কর।

পরাশর কহিলেন, খাণ্ডিক্য নির্জ্জনে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলে, মন্ত্রীগণ কহিল, ইহাকে বিনাশ করিলে সমুদায় পৃথিবী আপনার বশতাপন্ন হইবেক। এই কথা শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহিলেন, আমার পৃথিবী জয় কিন্তু কেশিধ্বজের পরলোক জয় হইবে। আমি যদি একে বিনাশ না করি তাহা হইলে আমার পরলোক জয় ও উহার পৃথিবী জয় হইবেক। পৃথিবী জয় স্বল্পকাল ও পরলোক জয় অনন্তকাল স্থায়ী অতএব আমি বিনাশ না করিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তর প্রদান করি।

পরাশর কহিলেন, তার পর খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের নিকট যাইয়া বলিল, তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বল আমি উত্তর দিতেছি। হে দ্বিজ! কেশিধ্বজ যজ্ঞের ধেনু বধের প্রায়শ্চিত্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া দিলেন। তারপর যজ্ঞ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া মনের তুষ্টি না হইয়া চিন্তা করত জানিলেন যে গুরু দক্ষিণা দেওয়া হয় নাই। পুনরায় খাণ্ডিক্যের নিকট গুরু দক্ষিণার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ খাণ্ডিক্য মারিতে উদ্যত হইলে, কেশিধ্বজ কহিলেন, আমাকে মারিও না আমি গুরু দক্ষিণা দিতে আসিয়াছি। তোমার কথা অনুসারে যজ্ঞ সমাধান করিয়াছি যাহা তুমি চাও প্রার্থনা কর।

পরাশর কহিলেন, তার পর খাণ্ডিক্য মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরা সমুদায় রাজ্য প্রার্থনা করিতে বলিল। মহামতি খাণ্ডিক্য হাঁসিয়া বলিলেন, স্বল্পকাল স্থায়ী রাজ্য লওয়া আমার উপযুক্ত নহে। তোমরা আ-

মাকে সকল বিষয়ে মন্ত্রণা দাও বটে কিন্তু পারমার্থিক মঙ্গল যাহাতে হয় তাহা দাও না, এবিষয়ে তোমরা বিচক্ষণ নহ।

পরে খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের নিকট আসিয়া বলিল, কেশিধ্বজ! তুমি আধ্যাত্ম জ্ঞান ও পারমার্থিক বিষয়ে বিচক্ষণ। যদি তোমার গুরু দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তবে কোন্ কার্য্য করিলে দুঃখদূর হয় তাহা আমাকে বল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

অধ্যাত্ম জ্ঞান।

কেশিধ্বজ বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ্যলাভ ব্যতীত প্রিয়বস্তু আর কি আছে? তাহা কেন তুমি চাহিলে না?

খাণ্ডিক্য কহিলেন, আমি যে কারণে রাজ্য চাই নাই তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ভোগবিলাসীরা রাজ্য চাহে এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রজাপালন ও ধর্ম্ম যুদ্ধে সংহার করা, আমার তাহাতে অধর্ম্ম হয় নাই। কর্ম্ম কাণ্ড ত্যাগ করিলে পাপে পতিত হইতে হয়। রাজ্য কেবল ভোগের হেতু। সাধুরা বলেন যাচ্ঞা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। আমি সেই জন্য রাজ্য প্রার্থনা করি নাই। যাহাদের মন অহঙ্কার, অভিমান রূপ মদ্যপানে মত্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা রাজ্য প্রার্থনা করে।

খাণ্ডিক্যের এই কথা শুনিয়া কেশিধ্বজ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি ভোগে পুণ্য ক্ষয় ও যোগে পাপ ক্ষয় হেতু রাজ্য শাসন করিতেছি। ভাগ্যবশতঃ যখন তোমার মন বিবেকের অনুগত হইয়াছে তখন আমি তোমাকে অবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছি। দেহ রূপ জড়পদার্থ আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতিতে আপনার বোধ রূপ অবিদ্যা দুই প্রকার বৃক্ষরূপ বীজের ন্যায় দুই খণ্ডে মিলিত আছে। মূঢ় জীবেরা এই পাঞ্চভৌতিক দেহে মোহ পাশে আবদ্ধ। যখন পুরুষ শরীর হইতে ভিন্ন তখন কর্ম্ম সমুদায় বন্ধের কারণ। তবে অহঙ্কার কিসের কারণ? যখন জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য তখন মোহ রূপ ভ্রমে অভিভূত ও মিথ্যাজ্ঞান রূপ ধূলিতে লুণ্ঠিত হয়। এই মোহজ্ঞান দূর হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে।

আত্মা নির্ম্মল, নির্ব্বাণ ও জ্ঞানময়। দুঃখ অজ্ঞান ও পাপ হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মার নহে। হে মুনে! যেমন অগ্নিতে জলের সংযোগ থাকে না। প্রকৃতির সংসর্গে ও অভিমানে আত্মা দুষিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের ভজনা করে। ফলতঃ আত্মা অব্যয় পুরুষ। হে প্রভো! আমি তোমার নিকট অবিদ্যার বীজ বলিলাম। যোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে সাংসারিক ক্লেশের শান্তি হইতে পারে না।

যোগের কথা।

খাণ্ডিক্যের প্রার্থনায় কেশিধ্বজ বলিলেন, হে খাণ্ডিক্য! আমি যোগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ এই

যোগবলে মুক্তিলাভ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করে না। মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মন সংসারে আসক্ত হইলে বন্ধনের কারণ অপর এই মন বাসনা শূন্য হইলে মুক্তির কারণ হয়। বিষয় বাসনা হইতে মনকে টানিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মরূপ ঈশ্বরের চিন্তা করিবে। হে মুনে! চুম্বক প্রস্তরে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেই মত ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তিতে পরব্রহ্মকে টানিয়া একীভূত করে। ইহাকেই যোগ কহে। যাহাতে বিশিষ্ট যোগ আছে তিনিই যোগী ও মুমুক্ষু নামে খ্যাত। যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে তাহাকে যোগযুক্, যোগ অভ্যস্ত হইলে তাহাকে যুঞ্জান বলে। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভকারীকে বিনিষ্পন্ন সমষ্টি বলে।

যদি মনকে কোন রূপে দূষিত না করে তাহা হইলে যোগযুকেরা জন্মান্তর মুক্তিলাভ করে। বিনিষ্পন্ন সমাধি যোগী এইজন্মেই মুক্তি পায়। বিষয় বাসনা সমুদায় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে মন সংযোগ করা যোগীদের কর্ত্তব্য। বেদ অধ্যয়ন, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগী আপন মনকে পরম ব্রহ্মে আসক্ত করিবেন। এই আমি তোমার নিকট যম ও নিয়মের কথা বলিলাম। মানব কামনা শূন্য হইয়া মুক্তিলাভ করে।

প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা।

যোগী যম ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। প্রাণবায়ুকে বশীভূত করার নাম প্রাণায়াম। ইহা দুই প্রকার সবীজ ও অবীজ। ধ্যানমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি পূজাকে সবীজ ও ধ্যনমন্ত্র বিনা পূজাকে অবীজ

কহে। মুখ দিয়া যে বায়ু নির্গত হয় সে বায়ুর নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু নিঃশ্বাসে অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহাকে অপানবায়ু বলে। প্রাণাপান বায়ু রোধ হইলে তাহাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম দুই প্রকার। ঐ দুই বায়ু এক কালে রুদ্ধ হইলে তৃতীয় প্রাণায়াম বলে। বাসনা ও ইন্দ্রিয় বশ করাই যোগের কারণ, তাহা না হইলে কখনই যোগ সাধন হইতে পারে না।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

খাণ্ডিক্য কহিলেন, হে মহাভাগ! কি করিলে আমার মনের দোষ সমুদায় যায় তাহা আমাকে বল।

কেশিধ্বজ কহিলেন, হে ভূপ! মনের আশ্রয় ব্রহ্ম। ইহার ভেদ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, তারপর, পর ও অপর। ব্রহ্ম ভাবনা, কর্ম্মভাবনা ও উভয়াত্মিকা এই তিন বাসনা। বস্তুবিষয়ক ভাবনা তিন প্রকার যথা — ব্রহ্ম-কর্ম্ম ও উভয় ভাবাত্মিকা। হে ব্রহ্মন্! সনন্দন মুনিগণেরা ব্রহ্মভাবনা অপর-দেব ও প্রাণিমাত্র কর্ম্মভাবনা করেন। বোধ হেতু ভাব ভাবনা দুই প্রকার যথা— ভেদ ও অভেদ জ্ঞান। বাক্যের অগোচর জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। সেই পরমাত্মা বিষ্ণু অরূপ, অজ, অক্ষর, পরমরূপ, এই রূপই বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্ন। হে নৃপ! যোগীরাও এইরূপ চিন্তা করিতে পারে না সেই জন্য বিষ্ণুর স্থূলরূপই চিন্তা করিয়া থাকেন। দেব, রুদ্র, বসু আদি যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থ বিষ্ণুর রূপ বিশেষ, সুতরাং এই সমুদায়ই আরাধ্য। বিষ্ণু

শক্তি হইতে এই সমুদায় হইয়াছে। বিষ্ণু শক্তির নাম পরা অন্য শক্তির নাম অপরা ও অবিদ্যা।

হে ভূপাল! জীবন হীনের চিৎশক্তি অল্প, ইহাপেক্ষা স্থাবর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরে মানবের চিৎশক্তি শ্রেষ্ঠ হয়। তার পর নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেব অনন্তর ব্রহ্মার চিৎশক্তি সমধিক হয়। এই রূপ যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমুদায় বিষ্ণুর শক্তি।

বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য লীলা ক্রমে নানারূপ ধারণ, কর্ম্মের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ধ্যান করিয়া যোগীরা পাপ মোচন করে। যেমন অগ্নিতে বায়ুর যোগে তৃণাদি দগ্ধ করে সেই মত বিষ্ণুর রূপ যোগীদের হৃদয়ে থাকিয়া সমুদায় পাপ ধ্বংস করে। সেই জন্য বিষ্ণুই মঙ্গলের আধার যোগীদের পরম আরাধ্য, মুক্তির কারণ, এই বলিয়া কেশিধ্বজ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণু মুর্ত্তি বর্ণন করিলেন।

খাণ্ডিক্য ও কেশিধ্বজের মুক্তি লাভ।

হে খাণ্ডিক্য! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই মহাযোগ তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বল।

খাণ্ডিক্য বলিলেন, তোমার উপদেশে আমার মনের ময়লা দুর হইল। হে নরেন্দ্র! আমার এই যে শব্দ প্রয়োগ করিলাম তাহা মিথ্যা ও ভ্রান্তি মাত্র। কেশিধ্বজ এখন তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হউক, অক্ষয় যোগের কথা শুনিয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। তার পর কেশিধ্বজ খা-

ণ্ডিক্যের যথাবিধি সৎকার করিয়া নিজ পুরীতে গমন করি-
লেন।

তার পর খাণ্ডিক্য আপন পুত্রের প্রতি রাজ্যভার দিয়া যোগসিদ্ধির জন্য বনে গমন করিয়া গোবিন্দ ধ্যানে মন সংযোগ করিলে বিষ্ণু রূপ নির্ম্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলেন।

কেশিধ্বজও বিষয়ভোগে রত থাকিয়া পাপ পুণ্য ক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরাণের মাহাত্ম্য ও শ্রবণ ফল।

পরাশর কহিলেন, আমি তোমার নিকট লয়, মুক্তি, সৃষ্টি, বংশাবলি, মন্বন্তর বংশচরিত ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলাম। এই বিষ্ণুপুরাণ সমুদায় শাস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রবণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং পাপরাশী ধ্বংস হয়। এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, আমাকে বল।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদায় বলিয়াছেন। আমার সন্দেহ দূর হইয়া মন নির্ম্মল হইয়াছে। আপনার প্রসাদে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের বিবরণ জ্ঞাত হইলাম। হে গুরো! আপনার নিকট ঈশ্বরের চার প্রকার রূপ, তিন প্রকার শক্তি, বিবিধ ভাবনা, ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছি আর

আমায় জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। আপনি প্রসন্ন হউন্, এই সমুদায় কথার জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমাকে ক্ষমা করুন্।

পরাশর কহিলেন, আমি যে তোমার নিকট বেদসম বিষ্ণুপুরাণ কীর্ত্তন করিলাম তাহা শ্রবণ করিলে পাপরাশী নাশ হয়। এই পুরাণে সর্গ প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছি। ইহাতে দেব দৈত্য - গন্ধর্ব্ব - উরগ - রাক্ষস-যক্ষ - বিদ্যাধর - সিদ্ধ ও অপ্সরীগণের বিবরণ বর্ণিত আছে। মহর্ষিগণের চরিত, চতুর্ব্বর্ণের বিবরণ, নদ - নদী - সাগর - পর্ব্বত আদি পৃথিবীতে যে কিছু আছে সমুদায় এই বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। বর্ণ ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম বর্ণিত থাকায় এই বিষ্ণুপুরাণ শুনিলে মুক্ত হওয়া যায়। হরিকে স্মরণ করিবামাত্র পাপনাশ হইয়া কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়। হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ, কিন্নর, বসু, বিশ্বদেব, দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, দানব, অপ্সর, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ ও সপ্তর্ষিগণ, স্থান, স্থানের অধিপতি, ব্রাহ্মণ আদি সমস্ত জাতীয় মনুষ্য, পশু, মৃগ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, প্রেত, উপদেবতা, বন, পর্ব্বত, বৃক্ষ, সাগর, নদী, পাতাল প্রভৃতি, ভূলোক, শব্দ, স্পর্শ আদি গুণ সমূহ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই সমুদায় হরির অঙ্গ স্বরূপ প্রপঞ্চময়। সেই সমুদায় এই বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত আছে। হে দ্বিজ! অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিয়া যে ফল হয় বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণে অনায়াসে সেই ফল পাওয়া যায়।

প্রয়াগে, পুষ্করে ও অর্ব্বুদ তীর্থে এক মাস উপবাস করিলে যে ফল হয় এই বিষ্ণুপুরাণের এক অংশ শ্রবণে সেই ফল পাওয়া যায়। এক বৎসর অগ্নিহোত্রে হোম করিলে যে ফল হয় এই বিষ্ণুপুরাণ একবার শ্রবণে সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করত মথুরায় কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যে পরম গতি লাভ হয়, বিষ্ণুতে মন দিয়া এই বিষ্ণুপুরাণ কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ করা যায় ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালে আর্য্য নারায়ণের কথিত এই বিষ্ণুপুরাণ, কমলযোনি ঋভুকে বলেন। ঋভু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে, ভাগুরি স্তবমিত্রকে, স্তবমিত্র দধীচিকে, দধীচি সারস্বতকে, সারস্বত ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস নর্ম্মদাকে, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্রকে ও পূরণ নামক নাগকে, নাগদ্বয় বাসুকিকে, বাসুকি বৎসকে, বৎস অশ্বতরকে অশ্বতর কম্বলকে, কম্বল এলাপত্রকে বলেন। এক সময়ে বেদশিরা নামে মহর্ষি পাতালে যাইয়া এই বিষ্ণুপুরাণ সমগ্র প্রমতিকে প্রদান করেন। প্রমতির নিকট জাতুকর্ণ, জাতুকর্ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তির নিকট কীর্ত্তন করেন। বশিষ্ঠের বরে সমগ্র বিষ্ণুপুরাণ আমার স্মরণ হয়। হে মৈত্রেয়! এক্ষণে আমি সেই বিষ্ণুপুরাণ তোমাকে আদ্যোপান্ত বলিলাম। কলির অবসানে তুমিও শমীকের নিকট কীর্ত্তন করিবে।

কলিকালে পরম গুহ্য এই বিষ্ণুপুরাণ যিনি শ্রবণ করিবেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যিনি বি-

ষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমস্ত বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পান। এই বিষ্ণুপুরাণে সমুদায় বিষ্ণুর কীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত আছে ভক্তি পূর্ব্বক শুনিলে বা গ্রন্থ গৃহে রাখিলে কোন বিপদ ঘটে না। এবং পাপরাশী ধ্বংস হয়।

সেই অজয়, অব্যয়, ত্রিগুণাত্মক, জন্মরহিত, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার করি। সেই ভগবান্ বিষ্ণু সমুদায় লোকের দুঃখ দুর করিয়া মুক্তি প্রদান করুন্।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
ষষ্ঠ অংশে অষ্টম অধ্যায়।

—০:*:০—

সমাপ্ত বিষ্ণুপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণ।

চতুর্থ অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

রাজ বংশ বর্ণন।

ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা হইতে দক্ষাদির উৎপত্তি।

মৈত্রের রাজাগণের বংশাবলী শুনিতে চাহিলে পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শ্রবণ কর। ব্রহ্মা হইতে শূর, বীর, ভূপাল ও মানব বংশ বিস্তার হইয়াছে যে ব্যক্তি ব্রহ্মা অবধি সমস্ত মনুবংশ স্মরণ করে তাহার কখনই বংশ লোপ হয় না। হে মৈত্রেয়! অশেষ পাপক্ষয়ের জন্য সেই বংশ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উৎপন্ন ইনি সকলের আদি ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদময় এবং বিষ্ণুময়। ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। ইক্ষ্বাকু হইতে ক্রমশঃ নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুষ, পৃষধ্র এই সমুদায পুত্র উৎপন্ন হইল।

ইলার জন্ম কথা।

পূর্ব্বে পুত্র কামনায় মৈত্রাবরুণ নামক যাগ করিলে

বিকল হইয়া ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু মৈত্রা-বরুণের অনুগ্রহে সদ্যুম্ন নামক পুত্র হইলেন। হে মৈত্রেয়! সুদ্যুম্ন মহাদেবের শাপে পুনরায় স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বুধ অনুরক্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে পুরুরবা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তার পর মহর্ষিরা পুনরায় সদ্যুম্নের পুরুষত্ব কামনায় যজ্ঞ করিলে যজ্ঞেশ্বর হরির অনুগ্রহে ইলা সুদ্যুম্ন হইলেন।

সুদ্যুম্ন, পৃষধ্র, কারুষ ও নাভাগের বিবরণ।

সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিনটী পুত্র হয় পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল বলিয়া রাজ্যের ভাগী হইলেন না, পরে বশিষ্ঠের অনুরোধে তাঁহার পিতা প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন, সুদ্যুম্ন পুরুরবাকে ঐ নগর দিলেন। পৃষধ্র গুরুর গোহত্যা করায় শূদ্র হইলেন। করুষ হইতে কারুষ নামক ক্ষত্রিয়ের উৎপন্ন এবং নেদিষ্ট পুত্র নাভাগ কর্ম্মফলে বৈশ্য হইল।

নাভাগের পুত্র ভলন্দর তৎপুত্র বৎসপ্রি, ইহাঁর পুত্র প্রাংশু, তৎপুত্র প্রজানি, তৎপুত্র খনিত্র, ইহাঁর পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের পুত্র অবিবিংশ, ইহাঁর পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনীনেত্র, তৎপুত্র অতিবিভুতি, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র আবিক্ষি, ইহাঁর পুত্র মরুত্ত।

মরুত্তের পরমরমণীয় যজ্ঞে দেবতারা সদস্য, মরুদ্গণ পরিবেশন কর্ত্তা হইয়াছিলেন। দেবরাজ সোমপান ও ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হন্। রাজচক্রবর্ত্তি মরুত্তের নরিষ্যন্ত নামে এক পুত্র জন্মে, ইহাঁর পুত্র দম,

দমের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধনের পুত্র সুধৃতি, ইহার পুত্র নর, নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্র বন্ধুমান্, বন্ধুবানের পুত্র বেগবান্, ইহাঁর পুত্র বুধ, বুধের তৃণাবিন্দু, তৃণবিন্দুর কন্যা ইলিবিলা ইনি অপ্সরা অলম্বুষা সহিত সহবাস করিলে বিলাশ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। বিলাশ, বিলাশীনামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

বিশালের হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের সুচন্দ্র, সুচন্দ্রের ধূম্রাশ্ব, ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের সহদেব, সহদেবের কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের সোমদত্ত নামে একটি পুত্র হয়। সোমদত্ত দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়, ইহাঁর পুত্র সুমতি ইনি বিশালবংশীয় বলিয়া বৈশালনামে খ্যাত হন্। সুকন্যা নামে শর্য্যাতির একটি কন্যা চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির পুত্র পরম ধার্ম্মিক আনর্ত্ত ইহাঁর পুত্র রেবত ইনি কুশস্থলী নগরীতে আনর্ত্ত নামে রাজ্য ভোগ করেন।

রেবতীর উপাখ্যান।

রেবতের একশত পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রৈবত ও কচুদ্মী রৈবতের কন্যা রেবতীকে কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কন্যাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে ভগবান্ পদ্মযোনির নিকট যাইয়া দেখেন হা হা হূ হূ গন্ধর্ব্বদ্বয় সুমধুর গান করিতেছে, গান ভাঙিলে রৈবত ভগবান্ পদ্মযোনিকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ কহিলেন, কোন্ বরে দান করা অভিপ্রেত? রৈবতের কথা শুনিয়া ভগবান্ হাঁসিয়া বলিলেন, তুমি যাহাদের নাম করিতেছে তাহাদের বংশে

কোন ব্যক্তিও বিদ্যমান্ নাই, যে সময়ে তুমি গন্ধর্ব্বের গান শুনিতেছিলে তাহার মধ্যে অনেক চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে এক্ষণে পৃথিবীতে কলিযুগ চলিতেছে এখন তুমি একাকী তোমার বন্ধুবান্ধব স্বজন কেহই নাই।

তারপর রাজা পুনরায় কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জোড় হাত করিয়া রৈবতকে বলিলেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, জন্মমৃত্যু রহিত, অব্যয় যাহার আদি অন্ত নাই জগতের হিতের জন্য সেই বিষ্ণু আপন অংশ দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ভুপতে। পূর্ব্বকালে কুশস্থলী নামে যে তোমার পরম রমণীয় পুরী ছিল তাহা এক্ষণে দ্বারকা নামে পুরী হইয়াছে তথায় বিষ্ণুঅংশ বলদেব অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে এই কন্যা সম্প্রদান কর।

পরাশর কহিলেন, তারপর ব্রহ্মার কথায় রাজা পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন যে, সেরূপ দীর্ঘাকার, তেজ ও সামর্থ নাই তখন কুশস্থলী নগরীতে আপন পুরী অন্য রকম দেখিয়া বলদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কন্যাকে অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী দেখিয়া অন্যান্য রমণীর ন্যায় আপনার লাঙ্গলের আগা দিয়া নোয়াইয়া লইয়া বিবাহ করিলেন রাজা রৈবতও কন্যা সম্প্রদান করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

—০ঃঃ = ✻ = ঃঃ০—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুশস্থলী নগর ধ্বংস।

পরাশর কহিলেন, রৈবত ককুদ্মী যখন ব্রহ্মলোকে যান্ তখন পুণ্যজন নামক রাক্ষসেরা কুশস্থলী পুরী ধ্বংশ করিলে, তাঁহারা এক শত ভ্রাতা রাক্ষস ভয়ে নানা দেশে পলায়ন করায় সকল দিকেই ক্ষত্রিয়দিগের বাস হইয়াছিল। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক নামে ক্ষত্রিয় বংশ হইল। নভাগের পুত্র নাভাগ ইহার পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিরূপ, বিরূপ হইতে পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর ইহাঁর সন্তান না হওয়ায় ত্বদীয় ভার্য্যাতে অঙ্গিরার ঔরসে সন্তান উৎপাদন হেতু তাঁহারা ক্ষত্রিয়সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেন।

ইক্ষাকুর জন্ম ও বংশ।

এক দিবস মনু হাঁচিলে তাঁহার নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকুর উৎপত্তি হইল। ইক্ষ্বাকুর একশত একটি পুত্র তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিন জন প্রধান এই তিন ও শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশটা পুত্র উত্তরাপথে অবশিষ্ট আটচল্লিশ জন দক্ষিণাপথে রাজা হইলনে। এক সময়ে ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধ কারণ বিকুক্ষি নামক পুত্রকে মৃগমাংস আনিতে আজ্ঞা করিলেন বিকুক্ষি বনে মৃগবধে শ্রান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া একটি শশক খাইয়া অবশিষ্ট পিতার নিকট আনিয়া দিল। কুলগুরু বশিষ্ট উচ্ছিষ্ট মাংস বলিয়া বিকুক্ষিকে ভৎসনা করিলে, পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, পরে শশাদ নামে খ্যাত হওত রাজার লোকান্তর

হইলে তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। শশাদের পুত্র পরঞ্জয়।

ককুৎস্থের কথা ও বংশাবলি।

পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে অনন্তদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শশাদপুত্র পরঞ্জয় আমি তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া সমুদায় অসুর বধ করিব। তোমরা যাইয়া পরঞ্জয় যাহাতে অসুরের সহিত যুদ্ধ করে তাহাতে যত্নবান্ হও।

এই কথা শুনিয়া দেবগণ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া রাজা পরঞ্জয়ের নিকট যাইয়া যুদ্ধের কথা বলিলে, পরঞ্জয় কহিলেন, ইন্দ্র যদি আমাকে স্কন্ধে করিয়া সংগ্রামে লইয়া যান্ তাহা হইলে আমি আপনাদের কথায় সম্মত আছি। এই কথায় দেবগণও ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। তারপর শতক্রতু বৃষভরূপ ধারণ করিলে পুরঞ্জয় তাহার ককুৎস্থ হইয়া বিষ্ণুতেজে সমুদায় অসুর বিনাশ করিলেন। তদবধি তিনি ককুস্থ নামে খ্যাত হইলেন। ইঁহার পুত্র অনেনা, তৎপুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্ব হইতে আদ্র, আদ্র হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত ইনি শ্রাবন্তী নগরী সংস্থাপন করেন। শ্রাবন্তের পুত্র বৃহদশ্ব ইহাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব ইনি বিষ্ণুতেজে মহর্ষি উতঙ্গের অপকারী ধুন্ধু দৈত্যকে এক শত পুত্র সহ যুদ্ধে যাত্রা করিয়া ধুন্ধুকে বিনাশ করিলে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই তিন পুত্র

ব্যতীত সকলে ধুন্ধুর মুখে উত্থিত আগুণে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যাশ্ব, বার্য্যশ্বের নিকুম্ভ, নিকুম্ভের সংহতাশ্ব, সংহতাশ্বের কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের প্রসেনজিত্ ইহাঁ হইতে যুবনাশ্ব উৎপন্ন হয়।

মান্ধাতার কথা।

যুবনাশ্বের পুত্র না হইলে মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। একদা মুনিগণ যুবনাশ্বের পুত্র হেতু অর্দ্ধ রাত্রে পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সমাপন করিয়া মন্ত্র পূত জল পূর্ণ কলসী বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করিলেন। যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আশ্রমে যাইয়া দেখেন ঋষিগণ নিদ্রিত তখন সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলেন।

প্রাতে ঋষিগণ জলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন আমি না জানিয়া পান করিয়াছি এই জল তাঁহার রাণী পান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিত। কিছু দিন পরে যুবনাশ্বের গর্ভ হইলে প্রসব কালীন দক্ষিণ, কুক্ষি ভেদ করিয়া জীবিত সন্তান নিঃসৃত হইল। ঋষিগণ কহিলেন এই পুত্র কাহার স্তন পান করিবে? এমত সময়ে দেবরাজ আসিয়া বলিলেন আমি পান করাইব, পরে বালকের মুখে আপন অমৃতরূপী তর্জ্জনী দিলে তাহাই পান করিয়া এক দিনের মধ্যে বৃদ্ধি ও মান্ধাতা নামে খ্যাত হইল। মান্ধাতা সপ্তদ্বীপা সসাগরার রাজা হন্। ইনি রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতিকে বিবাহ করিলেন, ইহাঁর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ এই তিন পুত্র ও পঞ্চাশটি কন্যা হয়।

সৌভরির কথা।

মান্ধাতার সময়ে সৌভরি নামে কোন ঋগ্বেদী ঋষি তপসমর্থ বার বৎসর জলে বাস করেন। তথায় সংমদ নামে একটি প্রকাণ্ড মৎস্যরাজ পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রগণের সহিত মুনির সম্মুখে নিত্য পরমানন্দে খেলা করিত। ঋষি তপস্যা ছাড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এই মৎস্য ধন্য। আমিও এইরূপ পুত্র পৌত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি এই কথা বলিয়া রাজা মান্ধাতার নিকট যাইয়া বিষয় ভোগ হেতু একটি রাজকন্যা বিবাহ করিতে চাহিলে, রাজা যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক জল হইতে সমাগত অস্থিচর্ম্মসার মাত্র সৌভরি ঋষিকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি করি, বড় বিপদ, ইহারে কন্যা সম্প্রদান কি রূপে করা যায় অস্বীকার করিলে সর্ব্বনাশ। পরে রাজা মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! কুলপ্রথা অনুসারে যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে পতিত্বে বরণ করে, তাহাকে সম্প্রদান করিতে আমার কোন আপত্য নাই, এই কথা বলিয়া কঞ্চুকীকে ডাকিয়া অন্তঃপুরে মহর্ষিকে যাইতে বলিলেন। ঋষি কহিলেন, আমার বার্দ্ধক্যাবস্থা যদি আপনার কোন কন্যা আমাকে মনোনীত না করেন তাহা হইলে আর বিবাহের অবশ্যকতা নাই।

তার পর কঞ্চুকী ঋষিকে লইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া রাজকন্যাগণকে ব্রহ্মর্ষির বিবাহের কথা এবং পূর্ব্বোক্ত রাজ আজ্ঞা জানাইলে কন্যাগণ ব্রহ্মর্ষির অপরূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া সকলে বলিতে লাগিল আমি আগে ইহাঁরে

স্মরণ করিয়াছি। কঞ্চুকী রাজার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলে রাজা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ঋষিকে এককালীন পঞ্চাশটী কন্যা দান করিলেন।

মহর্ষি বিবাহ করিয়া আশ্রমে উপনীত হইলে বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া প্রত্যেক রাজকন্যাকে এক একটি মনোহর উদ্যানাদিসহ অপূর্ব্ব অট্টালিকা এবং অপূর্ব্ব গৃহের আবশ্যকীয় সমুদায় দ্রব্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুমতি করিলে বিশ্বকর্ম্মা তদনুযায়িক কার্য্য করিল।

তার পর কন্যাগণ পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহারাজ কন্যাগণ সুখে কি দুঃখে আছে দেখিবার জন্য মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, স্ফটিকময়ী প্রাসাদ সমূহ শোভা পাইতেছে, প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখে রমণীয় উপবন ও মনোহর জলাশয়ে শোভা বিস্তার করিতেছে। ভূপাল একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া সস্নেহ নয়নে কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! সুখে আছত? ইত্যাদি। পিতা জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা কহিল, পিতঃ! আমার সুখের সীমা নাই, দুঃখের মধ্যে যে আমার স্বামী আমার ঘর হইতে অন্য ভগিনীর কাছে যাওয়া দূরে থাকুক বাটীর বাহিরে যান্ না। এই দুঃখটি আমার অতিশয় হইয়াছে। রাজা প্রত্যেক অট্টালিকায় যাইয়া প্রত্যেক কন্যার নিকট একই রূপ কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া একান্তে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি পূজা

করিয়া কহিলেন, ভগবান্! আপনার অসাধারণ তপঃ প্রভাব দেখিলাম।

তার পর কিছুকাল গত হইলে সমুদায় কন্যার গর্ভে এক শত পঞ্চাশটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ঋষি সংসার মায়ায় বিমোহিত হইয়া পুত্র পৌত্রাদি বংশবৃদ্ধি লেখাপড়া করান, বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি চিন্তায় দিন রাত থাকিতেন। এইরূপে দশ হাজার বৎসর অতীত হইলে মনোরথ শেষ হয় না। তার পর ব্রহ্মর্ষি কহিলেন, অহো! মৃত্যু না হইলে মনোরথের নিবৃত্তি নাই, যখন আমি জলে তপস্যা করিতাম মিত্র মৎস্যের সংসর্গে, ভ্রমে পড়িয়া মায়াজালে বদ্ধ হইয়া কতকাল নষ্ট করিলাম তথায় আমার নিবৃত্তি নাই এক্ষণে যাহাতে আমার সমুদায় দোষ সংশোধন হইয়া যায় তাহাই করিব এবং পরম গুরু, অব্যক্ত, সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই বিষ্ণুর আরাধনা করিব।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

——-*:০ ॥ ০:*——

তৃতীয় অধ্যায়।

——০::॥ * ॥::০——

সৌভরির বনে গমন, মুক্তি ও চরিত শ্রবণের ফল।

পরাশর কহিলেন, তার পর সৌভরি সমুদায় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভার্য্যা সহ বনে যাইয়া পাপ ক্ষয় করিলেন। পরে বীতরাগ, ভিক্ষু ও সমুদায় বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অচ্যুত পদ পাইলেন। এই সৌভরি চরিত পাঠ, শ্রবণ বা অবধারণ করিলে মন কখনও অসৎ পথে যায় না।

মান্ধাতার বংশ বর্ণন ও পুরুকুৎসের কথা।

মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষের একটি যুবনাশ্ব নামে পুত্র জন্মে, উহার পুত্র হরিত, হরিত হইতে আঙ্গীরস হারীত বংশ বিখ্যাত হইয়াছে।

একদা মৌনেয় নামক ছয়কোটি গন্ধর্ব্ব রসাতলে থাকিয়া নাগগণের সমস্ত রত্ন ও আধিপত্য হরণ করিলেন, নাগগণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিলে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে নাগেরা প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, ভগবন্! গন্ধর্ব্বের ভয়ে আমাদের জীবন সংশয়। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, আমি মান্ধাতাপুত্র পুরুকুৎসের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিব। নাগরাজগন এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া নাগলোকে প্রত্যাগমন করিল। পরে নাগগণ নিজ ভগিনী নর্ম্মদা দ্বারা পুরুকুৎসকে অপহরণ করিয়া রসাতলে আনয়ন করিল। পুরুকুৎস বিষ্ণুতেজে বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিয়া আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন নাগরাজেরা আপন ভগিনীকে বর দিলেন যে, যে ব্যক্তি তোমার নাম করিবে তাহার আর সর্প বা বিষ ভয় থাকিবে না। মন্ত্র, যথা—

নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি।
নমোঽস্তু নর্ম্মদে! তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পজতঃ॥

ভোজনকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ খাইলেও কোন হানি হয় না। এবং বংশলোপ হইবে না বলিয়া নাগরাজেরা পুরুকুৎস রাজাকে এই বর দিলেন।

পুরুকুৎস হইতে নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যু নামে এক পুত্র জন্মে, ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত, সম্ভূতের পুত্র অনরণ্য ইহাঁকে রাবণ রাজা বধ করেন। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র সুমনা, সুমনার পুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত ইনিই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত ও ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন্। এক সময়ে বারবৎসর অনাবৃষ্টি হইলে বিশ্বামিত্রের পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য এই ত্রিশঙ্কু গঙ্গাতীরস্থিত বট গাছের নিত্য মাংস রসুই করিয়া রাখিতেন চণ্ডালের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না বলিয়া সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে দান করিতেন না। তার পর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু, চঞ্চুর দুই পুত্র বিজয় ও সুদেব, বিজয়ের পুত্র রুরুক, রুরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু। বাহু হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গর্ভিণী মহিষীসহ বনে প্রবেশ করেন। এই রাণীর গর্ভ স্তম্ভনের জন্য তাঁহার সতীন ঔষধ খাওয়াইয়াছিল বলিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভ থাকিল, তার পর বাহু বৃদ্ধাবস্থা হেতু ঔর্ব্ব নামক মহর্ষির আশ্রমের নিকট প্রাণত্যাগ করিলেন। তার পর বাহুর ভার্য্যার সহিত মরণবালীন ত্রিকালবেত্তা

ভগবান্ ঔর্ব্ব আসিয়া নিষেধ করিয়া বলিলেন, তোমার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী ভূমণ্ডলের অধিপতি রাজচক্রবর্ত্তি অবস্থিতি করিতেছেন। ঔর্ব্বের কথা শুনিয়া রাজমহিষী সহ মরণে বিরতা হইলেন।

সগর রাজার উপাখ্যান।

তার পর রাজমহিষীকে আশ্রমে আনিয়া কিছুদিন রাখিলে পর অতি তেজস্বী বালক ভূমিষ্ঠ হইল। ঔর্ব্ব বালকের জতেকর্ম্মাদিক্রিয়া সমাধান করিয়া সগর নাম রাখিলেন। পরে সগরের উপনয়ন দিয়া বেদ, শস্ত্র ও ভার্গব নামে আগ্নেয়াস্ত্র শিখাইলেন। পরে মাতার নিকট পিতৃ বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতিকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথমে হৈহয়দিগকে বিনাশ করিলেন। পরে শক, যবন, কম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে উহাদের কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। তার পর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন-মৃত করিয়া সগরকে এই কথা কহিলে সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার এবং শক যবনকে অন্যবিধ বেশ করিয়া দিলেন। সগর যবনকে মাথামুড়ান, শক দিগকে অর্দ্ধেক মুড়ান, পারদকে লম্বা কেশধারী ও পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন হইতে রহিত ও যাগাদি ক্রিয়াহীন করেন। ইহারাই ম্লেচ্ছ জাতি। সগর নিজ রাজধানীতে আসিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ।

পরাশর কহিলেন, কশ্যপের কন্যা সুমতি ও বিদর্ভ রাজ তনয়া কেশিনী এই দুটি সগরের মহিষী ছিল। দুই জন মহিষী সন্তানের জন্য ঔর্ব্বের আরাধনা করিলে, যোগবলে ঔর্ব্ব বর দিলেন এক জন ষাট হাজার পুত্র ও এক জন একটি মাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে, এখন যিনি যে বর চাও লও। মহর্ষির কথা শুনিয়া সুমতি ষাট হাজার পুত্র ও কেশিনী একটি পুত্র প্রার্থনা করিলে অসমঞ্জসা নামে কেশিনীর একটি পুত্র ও বিনতা কন্যা সুমতির ষাট হাজার পুত্র হইল। অসমঞ্জসার পুত্র অংশুমান্। অসমঞ্জা দুরন্ত বশতঃ সগর ত্যাগ করিলেন। পরে অন্যান্য পুত্রেরা অসমঞ্জসার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম লোপ করিতে উদ্যত হইলে দেবতারা ভগবান্ পুরুষোত্তমের অংশ মহর্ষি কপিলকে প্রণাম করিয়া সগর সন্তানগণের দুর্ব্বৃত্তের কথা নিবেদন করিলে ভগবান্ কপিলমুনি কহিলেন উহারা অল্প দিবসের মধ্যেই বিনিষ্ট হইবে।

কিছুদিন পরে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সন্তানগণকে অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। কোন ব্যক্তি সেই অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। পরে সগর

সন্তানেরা অনুসন্ধান করিয়া পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক কপিল-মুনিকে পিতৃযজ্ঞ বিঘ্নকারী ঘোঁড়া চোর বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ কপিল ঈষৎ আড় চোকে দেখিবা-মাত্র সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। তার পর সগর রাজা জানিতে পারিয়া অসমঞ্জসার পুত্র অংশুমানকে কপিলাশ্রমে অশ্ব আনয়নার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অংশুমান্ তথায় যাইয়া কপিলমুনিকে স্তবে তুষ্ট করিলে ভগবান্ কপিল কহিলেন, এই অশ্ব লইয়া তোমার পিতামহকে দাও এবং বর লও। বৎস! তোমার পৌত্র দেবলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। তার পর অংশু-মান্ ব্রহ্মদণ্ডে বিনষ্ট পিতৃগণের স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বর প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ কপিল কহিলেন, এ কথা তো-মাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে আনিলে অস্থিভস্ম গঙ্গাজলস্পর্শে সগর তনয়া-গণ স্বর্গে গমন করিবে। বিষ্ণুর বুড়ো আঙুল হইতে নির্গত ঈদৃশ জলের মাহাত্ম্য যে স্নান করা দূরে থাকুক মৃত ব্যক্তির কেশ, অস্থি, চর্ম্ম আদি পতিত মাত্র স্বর্গে গমন করে।

তার পর সগর অশ্ব লইয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পুত্রগণের প্রতি প্রীতি দেখাইবার জন্য তাহাদের নিখাত সাগরকে পুত্র কল্পনা করেন।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনি স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিয়া ভাগীরথী নাম দেন। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভাগ, নাভা-

গের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের অযুতাশ্ব, অযুতাশ্বের পুত্র ঋতুপর্ণ ইনি নলরাজার সহায়ক ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাস, সর্ব্বকাসের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস বা মিত্রসহ।

সৌদাসের কথা।

একদা মিত্রসহ বনে মৃগয়ার্থ যাইয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া একটিকে বাণবিদ্ধ করিলে ব্যাঘ্র মরিবার সময় করাল বদন ভীষণাকৃতি রাক্ষস হইল। দ্বিতীয় ব্যাঘ্র আমি তোমাকে প্রতিফল দিব বলিয়া অন্তর্হিত হইল। এই দুই ব্যাঘ্রে সেই বন মৃগশূণ্য করিয়াছিল।

কিছুদিনের পর সৌদাস যজ্ঞ করিলে আচার্য্য বশিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন করিয়া গমন করিলে ঐ রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল অদ্য আহারের সময় আমাকে মাংস দিতে হইবেক আমি ক্ষণকাল পরেই আসিতেছি। ঐ রাক্ষস পুনরায় সূপকার বেশ ধারণ করিয়া মাংস পাক করিয়া রাজাকে আনিয়া দিল। রাজাও স্বর্ণ পাত্রে সেই মাংস পুরোহিতকে নিবেদন করিলে বশিষ্ঠদেব ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস হইবে বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন।

তার পর রাজা আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন বলিলে পুনর্ব্বার সমাধি অবলম্বন করিয়া যোগ বলে রাক্ষসের প্রতারণা জানিতে পারিয়া রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কেবল বার বৎসর তুমি নরমাংসভোজী হইয়া থাকিবে। তার পর রাজাও হাতে জল লইয়া মহর্ষিকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে রাজমহিষী মদয়ন্তী বিনয়

পূর্ব্বক নিষেধ করিলে শস্য, জল আদি নষ্ট হইবার ভয়ে অন্যত্রে না ফেলিয়া আপনার পা ধুইলে পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কাল হইল এবং এই অবধি কল্মাষ নামে খ্যাত হইলেন। বশিষ্ঠের শাপহেতু তিনি প্রত্যেক তৃতীয় রজনীতে রাক্ষস হইয়া বনে বেড়াইয়া অনেক মনুষ্য খাইতেন।

এক দিন ভার্য্যা সহ সঙ্গত কোন মুনিকে দেখিতে পাইলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রাক্ষস ভয়ে পলায়ন করিলে কল্মাষ পিছু পিছু যাইয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল, ব্রাহ্মণী আপনি রাক্ষস নহেন এই বলিয়া স্বামিকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য অনেক বিনয় করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিলেন। ব্রাহ্মণী ক্রোধান্বিতা হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন যে, আমি স্বামি সহবাসে পরিতৃপ্তা না হইতেই আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবামাত্র কলেবর ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণী এই শাপ দিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

মদয়ন্তীর গর্ভ ও অশ্মকের উৎপত্তি এবং খট্বাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞান।

তার পর বার বৎসর অতীত হইলে রাজা কল্মাষপাদ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া এক দিন স্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইলে মদয়ন্তী ব্রাহ্মণীর শাপ স্মরণ করিয়া দিলে তিনি স্ত্রীসহবাস ত্যাগ করত বশিষ্ঠের নিকট পুত্রোৎপাদন প্রার্থনা করিলে তিনি মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। তার পর সাত বৎসর অতীত হইল সন্তান হয় না বলিয়া রাজ-

মহিষী অশ্ম অর্থাৎ পাথরের দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ইনি অশ্মক নামে খ্যাত হইলেন। অশ্মকের অন্য নাম মূলক। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্র হইয়া ইহাঁকে ঘেরিয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ইনি নারীকবচ নামেও খ্যাত হন্।

মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র ইলিবিল, ইলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ, ইহাঁর অপর নাম দিলীপ। একদা দেবাসুরের সংগ্রামে দিলীপ অসুরগণকে বধ করিলে দেবতারা বর দিতে উদ্যত হইলে দিলীপ আমার আর কত আয়ু আছে বলিয়া দিউন, এই বর প্রার্থনা করেন। দেবগণ কহিলেন, তোমার আর মুহূর্ত্ত মাত্র পরমায়ু কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মর্ত্ত্যে আসিয়া বিষ্ণুতে মন সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই লয় পাইলেন।

শ্রীরামের জন্ম কথা।

খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। ইহাঁর পুত্র রঘু, রঘুরপুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। ভগবান্ পদ্মনাভ পৃথিবী রক্ষার জন্য এক অংশ চারি অংশে রাম লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রের অনুরোধে তাড়কাসুর বধ, মারীচকে শরাঘাতে দূরে নিঃক্ষেপ ও সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। শ্রীরামের দেখামাত্র অহল্যার পাপ ক্ষয় ও জনক রাজার ঘরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া তাঁহার কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। পরে পরশুরামের দর্পচূর্ণ, পিতৃ বাক্যে ভার্য্যা সহ বনে গমন, বিরাধ, খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষ-

সগণকে বধ, কবন্ধ ও বালিকে বিনাশ, সমুদ্র বন্ধন, রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশানন কর্ত্তৃক অপহৃত সীতাকে উদ্ধার এবং রাবণকে বধ করেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন।

ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসন হেতু তিন কোটী গন্ধর্ব্ব নাশ করেন। শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামে নগরী স্থাপন করেন। এইরূপে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতায় দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন পূর্ব্বক ভক্তজনসহ স্বর্গারোহণ করেন।

কুশ ও লব নামে শ্রীরামের দুইটি পুত্র। অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র হয়। ভরতের পুত্রদ্বয়ের নাম তক্ষ ও পুষ্কর। শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম সুবাহু ও সুরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভা, নভার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র দল, দলের পুত্র ছল, ছলের পুত্র উকৃথ, উকৃথের পুত্র বজ্রনাভ, বজ্রনাভের পুত্র শঙ্খনাভ, শঙ্খনাভের ব্যুত্থিতাশ্ব, ব্যুত্থিতাশ্বের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ ইনি মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ও মহাযোগী ছিলেন। যে জৈমিনির নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগাভ্যাস করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি, ইহাঁর পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের পুত্র মরু ইনি যোগ অবলম্বন করিয়া এখনও

কলাপগ্রামে আছেন, আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কুলের প্রবর্ত্তক হইবেন। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুত, ইহাঁর পুত্র সুগন্ধি, সুগন্ধির পুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র সহস্বান্, সহস্বানের পুত্র বিশ্রুতবান্, ইহাঁর পুত্র বৃহদ্বল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বিনাশ করেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের বিবরণ বলিলাম ইহা শ্রবণে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

——*:০ ॥ ০:*——

পঞ্চম অধ্যায়।

——০::॥ * ॥::০——

নিমিবংশ বিস্তার।

পরাশর কহিলেন, নিমিরাজা হাজার বৎসরব্যাপী মহাযজ্ঞে বশিষ্ঠকে হোতাকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের পাঁচশত বৎসরব্যাপী যজ্ঞে পূর্ব্বে আমাকে বরণ করিয়াছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করুন্ ইন্দ্রালয় হইতে আসিয়া তোমার ঋত্বিক্ হইব, এই কথা শুনিয়া রাজা কিছু বলিলেন না। বশিষ্ঠ রাজাকে মৌনদেখিয়া, দেবরাজের যজ্ঞ সমাপন করিয়া সত্বর নিমিরাজ ভবনে আসিয়া দেখেন যে, গৌতম আদি মহর্ষিরা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া নিদ্রাভিভূত রাজাকে বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইবেন বলিয়া শাপ দিলে রাজাও কিছু জানিনা

বলিয়া গুরুদণ্ড হেতু দেহ পতন হইবে বলিয়া বশিষ্ঠকে শাপ দিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। রাজার শাপে বশিষ্ঠ-তেজ মিত্রাবরুণের তেজে মিশ্রিত হইয়া উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হইলে বশিষ্ঠ অপর দেহ ধারণ করিলেন। নিমির শরীরও অত্যন্ত মনোহর হইল।

যজ্ঞসমাপনে যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিলে ঋত্বিকৃগণ যজমানকে বর দিতে বলিলে নিমি কহিলেন, হে দেবগণ! আমার আর জন্ম লইতে ইচ্ছা নাই, যাহাতে সকলের নেত্রে অবস্থান করি এরূপ বর প্রদান করুন। দেবতারা তথাস্তু বলিয়া সকল জীবের নেত্রে নিমিকে অবস্থান করিয়া দিলেন। সেই অবধি নিমিষ হইল।

তার পর পৃথিবী অরাজক হইবার ভয়ে দেবতারা নিমির শরীর মন্থন করিলে জনক রাজার জন্ম হইল, ইহাঁর অপর বিদেহ পুত্র বলিয়া বৈদেহ এবং মন্থনে জন্ম হেতু মিথি। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, ইহাঁর পুত্র সুকেতু বা কেতু, সুকেতুর পুত্র দেবরাত, এইরূপ বংশাবলি যথা-বৃহদ্রথ, মহাবীর্য্য, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতিবন্ধক, কৃতরথ, কৃতি, বিবুধ, মহাধৃতি, কৃতিরাত, মহারোমা, সুবর্ণরোমা, হ্রস্বরোমা, সীরধ্বজ, ইনি পুত্রকামনায় যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলাগ্রে সীতা নাম্নী কন্যা উৎপন্না হয়। সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ ইনি কাশীর রাজা ছিলেন। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান। পরে ক্রমান্বয় পুত্র শতদ্যুম্ন, শুচি, উর্জ্জবহ, সত্যধ্বজ, কুনি,

অঞ্জন, ঋতুজিৎ, অরিষ্টনেমি, শাতায়ু, সুপার্শ, সঞ্জয়, ক্ষেমারী, অনেনা, মীনরথ, সত্যরথ, সাত্যরথি, উপগু, শ্রুত, শাশ্বত, সুধন্বা, সুভাস, সুশ্রুত, জয়, বিজয়, ঋত, সুনয়, বীতহব্য, সঞ্জয়, ক্ষেমাশ্ব, ধৃতি, বহুলাশ্ব, কৃতি এই পর্য্যন্ত জনক বংশ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তারাহরণ কথা।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে চন্দ্রবংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণন করুন্। পরাশর কহিলেন, মহর্ষে! শ্রবণ কর। পদ্মযোনী ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রি হইতে সোম উৎপন্ন হয়, ইহাঁকে ঔষধি, দ্বিজ ও নক্ষত্র সমুদায়ের অধিপতি করিলেন। তার পর চন্দ্র রাজসুয় যজ্ঞ করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। তার পর ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অনুরোধ করিলেও তারাকে না ছাড়িলে বৃহস্পতির শত্রু শুক্র চন্দ্রের সহায় ও রুদ্র অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পরে, ব্রহ্মা সকলকে মোহিত করিয়া তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে দিলেন। এই যুদ্ধ তারক সংগ্রাম নামে খ্যাত হইল। বৃহস্পতি ভার্য্যাকে গর্ভবতী দেখিয়া আমার ক্ষেত্রে অন্যের বীজ বা পুত্র ধারণ

করিতে পারিবে না বলিয়া এখনি গর্ভপাত কর বলিলে পতিব্রতা তারা স্বামি আজ্ঞানুসারে ঈষিকাস্তম্ভে গর্ভ পরিত্যাগ করিবামাত্র বালক স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা দেবগণের তেজ অভিভব করিল।

পরে এই বালকের জন্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়ে লইবার জন্য বিবাদ উপস্থিত হইলে তারাকে দেবতারা কাহার বীর্য্যে জন্ম জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জায় তারা মৌনাবলম্বন করিলে বালক শাপ দিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দুষ্টে ! মাতঃ! আমার পিতা কে ? না বলিলে এখনি মিথ্যালজ্জার শাপ দিতেছি, তার পর ভগবান্ পিতামহ কুমারকে শাপ দিতে নিষেধ করিয়া আপনি তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে তারা লজ্জায় গদ্গদস্বরে বলিলেন, সোমের।

চন্দ্র এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে মগ্ন হইয়া চন্দ্রের নাম বুধ রাখিলেন।

উর্ব্বশীর কথা।

ইলার গর্ভে বুধের পুত্র পুরুরবা দানশীল, তেজস্বী ও সত্যবাদী ছিলেন। স্বর্গীয় অপ্সরা উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে জানিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পুরুরবাকে দেখিলে পরস্পর রূপে বিমোহিত হইয়া উর্ব্বশীর পণত্রয় প্রতিপালনে স্বীকার করিলেন। প্রথম-পণ দুইটি মেষ আমার শয্যার নিকট থাকিবে, দ্বিতীয় - আমি কখন আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিব না, তৃতীয়-ঘৃত ভিন্ন আর কিছুই খাইব না।

তার পর পুরুরবা উর্ব্বশীসহ ষাটহাজার বৎসর আ-

মোদ প্রমোদে গত হইলে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বেরা দেখিলেন উর্ব্বশী বিনা স্বর্গের আর শোভা নাই। পরে বিশ্বাবসু উর্ব্বশী ও পুরুরবার প্রতিজ্ঞা জ্ঞাত থাকায় গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়া রাত্রিকালে উর্ব্বশীর একটি মেষ হরণ করিলেন। উর্ব্বশী দেখিতে পাইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন, আমি অনাথা, আমার পুত্রটিকে কে হরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণাপন্ন হইব। উলঙ্গ অবস্থায় রাজা এই কথা শুনিতে পাইয়া নিয়মের কথা মনে করিয়া যাইতে সাহস করিলেন না, তার পর দ্বিতীয় মেষটি হরণকালীন উর্ব্বশীর কাতরতা দেখিয়া অন্ধকারে উর্ব্বশী উলঙ্গ দেখিতে পাইবে না বলিয়া খড়্গ লইয়া, রে দুষ্ট! নিপাত করিতেছি বলিয়া ধাবমান হইলে গন্ধর্ব্বেরা বিদ্যুৎ প্রকাশ করিলে রাজাকে উলঙ্গ দেখিয়া উর্ব্বশী স্বস্থানে প্রস্থান করিল, গন্ধর্ব্বেরা মেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে উপনীত হইলেন। রাজা মেষ লইয়া ঘরে গিয়া দেখেন যে উর্ব্বশী নাই।

রাজা উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া উলঙ্গ অবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে কমল সরোবরে অপর তিনটি অপ্সরা সহ উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়া উন্মত্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে সম্ভাষণ করিয়া বলিলে, উর্ব্বশী কহিলেন, মহারাজ! এখন আমি গর্ভিণী এক বৎসর পরে এখানে আসিবেন, আপনার একটি পুত্র হইবে আমিও আপনার সঙ্গে এক রাত্রি থাকিব। এই কথা শুনিয়া রাজা স্বরাজ্যে গমন করিলেন। উর্ব্বশীও সমুদায় বৃত্তান্ত অপ্সরাগণের নিকট কহিলেন, তাহারা রাজার রূপ দেখিয়া কহিল, ইচ্ছা হয় ইঁাকে লইয়া আমরা চিরকাল প্রীতি করি।

তার পর এক বৎসর পূর্ণ হইলে সেইখানে উর্ব্বশীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইয়া উর্ব্বশী আয়ু নামক পুত্র রাজাকে দিয়া এক রাত্রি বাস করিয়া পাঁচটি পুত্র প্রসব জন্য গর্ভধারণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা আমার প্রতি প্রীতিহেতু আপনাকে বর দিতে উদ্যত, আপনি বর প্রার্থনা করুন্। রাজা কহিলেন, আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই, অভাবের মধ্যে উর্ব্বশী সহবাস, তাহাই আমি অভিলাষ করি। গন্ধর্ব্বেরা রাজাকে একটি অগ্নি-স্থালী দিয়া বলিয়া দিলেন যে এই অগ্নিকে তিনভাগ করিয়া উর্ব্বশী প্রাপ্তিহেতু যাগ করিলে অভিলষিত ফল পাইবে। রাজা অগ্নিস্থালী লইয়া বনে ফেলিয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন পরে অর্দ্ধ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উর্ব্বশী লাভহেতু বনে যাইয়া দেখে অগ্নিস্থালী পতিত স্থানে শমীগর্ভে অশ্বত্থ কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, পরে সেই কাষ্ঠে অরণী বানাইয়া তাহাতে অগ্নি উৎ-পাদন করত হোম করিলে মনোরথ সিদ্ধ হইল। উর্ব্বশীর সহিত তাঁহার আর বিচ্ছেদ হইল না। পূর্ব্বে যজ্ঞে অগ্নি এক ছিল। পুরূরবা হইতে ত্রেতা মন্বন্তরে অগ্নিত্রয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

জহ্নুর জন্ম ও গঙ্গা পান।

পরাশর কহিলেন, পুরুরবার বংশে জহ্নু জন্ম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলে গঙ্গাজলে যজ্ঞ ভাসিয়া গেল। জহ্নু গঙ্গার প্রতি ক্রোধ করিয়া যোগবলে যজ্ঞপুরুষকে আপন শরীরে আনিয়া সমুদায় গঙ্গাকে পান করিলে দেবর্ষি-গণ প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা করিয়া দিলেন। জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু ইহাঁর পুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, ইহাঁর পুত্র কুশ, কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তয় ও অমা-বসু এই চার পুত্র।

কুশাশ্ব ইন্দ্রের সমান পুত্র প্রার্থনায় উগ্রতপস্যা করিলে ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মিলেন। ইনি কৌ-শিক ও গাধিনামে খ্যাত হন্। গাধির কন্যা সত্যবতী। ইহাঁকে ভৃগুবংশীয় ঋচীকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিলে গাধি ক্রোধী বুড়ো বরকে কন্যা দিতে অনিচ্ছু হইয়া বলি-লেন, বায়ুর ন্যায় গতি, চাঁদের ন্যায় বর্ণ, এক দিকের কান কাল এরূপ এক হাজার ঘোঁড়া পণ দিলে কন্যা দান করিব। ঋচীক বরুণের নিকট হইতে আনিয়া দিলে গাধি-কন্যার সহিত বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে নিজ সন্তানের জন্য চরু প্রস্তুত করিলে সত্যবতীর প্রার্থনায় তাঁহার মাতার জন্য আর একটি চরু প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চরু ভোজন করিতে বলিয়া বনে গমন করিলেন।

জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্রের জন্ম।

তার পর স্ত্রীস্বভাব বশতঃ পরস্পর চরু বদলাইয়া খাইলে ঋষি বন হইতে আসিয়া সত্যবতীকে দেখিয়া বলিলেন, রে পাপীয়সী! তুইকি কুকর্ম্ম করিয়াছিস? তোর মাতার চরু তুই খাইয়াছিস্ সন্দেহ নাই অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। তোমার মাতার চরুতে সমুদায় বলবীর্য্য রাখিয়াছিলাম, তোমার চরুতে শান্তি। তোমার গর্ভে উগ্রস্বভাবাপন্ন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এবং তোমার মাতার গর্ভে শান্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ জন্মিবে।

সত্যবতী এই কথা শুনিয়া পুত্র না হইয়া পৌত্র হউক বলিয়া নানা মতে ক্ষমা চাহিলে ঋচীক তাহাই বলিলেন। অনন্তর সত্যবতী জমদগ্নি ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্র নামে পুত্র প্রসব করিলেন,। সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন ইহাঁর গর্ভে ক্ষত্রিয় ধ্বংশকারী পরশুরামের জন্ম হয়। ভৃগুবংশে জন্ম শুনঃশফকে দেবতারা দান করিলে ইনি বিশ্বামিত্রের পুত্র হইয়া দেবরাত নামে খ্যাত হন্। পরে মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক প্রভৃতি বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক গোত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

——০ঃ||ঃ০——

ধন্বন্তরির জন্ম ও বংশ।

পরাশর কহিলেন, পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু রাহুর কন্যা বিবাহ করিয়া নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা নামে পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র ইহাঁর কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ নামে তিনটি পুত্র হয়। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, ইহাঁ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি হয়। কাশের পুত্র কাশীরাজ, ইহাঁর পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি ইনি আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, ইহাঁর পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস, দিবোদাস হইতে প্রতর্দ্দনের জন্ম। ইনি ভদ্রশ্রেণ্য বংশ উচ্ছেদ করেন বলিয়া শত্রুজিৎ নামে খ্যাত হন্। তাঁহার পিতা স্নেহে বৎস বলিয়া আহ্বান করাতে বৎস এবং সত্যনিষ্ঠ থাকায় ঋতধ্বজ নাম পান্। পরে কুবলয় নামক একটি অশ্ব পাইলে কুবলয়াশ্ব নাম হয়। ইহাঁর পুত্র অলর্ক ষাটহাজার বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। অলর্কের পুত্র সন্নতি ইত্যাদি।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

রজির বিবরণ।

পরাশর কহিলেন, একদা দেবাসুরের যুদ্ধে কোন্ পক্ষ

জয়ী হইবেক এই কথা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, মহাপরাক্রমশালী পাঁচশত পুত্রের পিতা রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেক। অনন্তর প্রথমে দৈত্যেরা আসিয়া যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করিলে রজি কহিলেন আমাকে ইন্দ্রত্বপদ দিলে তোমাদের পক্ষ হইতে পারি, অসুরেরা আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, বলিয়া চলিয়া গেলে দেবতারা আসিয়া স্বীকার করিল। পরে রজি দেবসৈন্যের সহায়তায় অসুরেরা পরাজয় হইলে ইন্দ্র আসিয়া আমি আপনার পুত্র বলিয়া রজির পদানত হইলে ইন্দ্রত্বপদ না লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিছুদিন পরে রজি স্বর্গে গমন করিলেন।

নারদমুনি আসিয়া রজির পুত্রদের ইন্দ্রত্বপদ লইতে উত্তেজনা করিলে, পিতার কৃতক পুত্র ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া রজিপুত্রেরা বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিল।

কিছুকাল গত হইলে শতক্রতু নির্জ্জনে বৃহস্পতির নিকট কুল পরিমিত যজ্ঞ যাচ্ঞা করিলে, বৃহস্পতি কহিলেন, আগে বলিলে দিতে পারিতাম এক্ষণে অল্প দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে তোমার পদে প্রতিষ্ঠিত করিব বলিয়া রাজপুত্রগণের বুদ্ধিমোহ ও ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধির হেতু অভিচার হোম করিতে লাগিলেন। পরে রজিপুত্রেরা আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আপন আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করে তাহার পদভ্রষ্ট হয় না।

রম্ভা নিঃসন্তান। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র ইহাঁর পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র যজকৃৎ ইহাঁর পুত্র হর্ষবর্দ্ধন, তৎপুত্র সহদেব, ইহাঁর পুত্র অদীন, অদীনের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংহৃতি, ইহাঁর পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা। তার পর নহুষ বংশ বর্ণন করিব।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

নহুষ বংশ। যযাতি বিবরণ।

পরাশর কহিলেন, যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, বিযতি ও কৃতি এই ছয়টি নহুষের পুত্র। যতি রাজ্যাভিলাষ ত্যাগ করিলে যযাতি রাজা হয়েন। ইনি শুক্রকন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। যদু ও তুর্ব্বসু দেবযানীর পুত্র, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিনটি শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র সন্তান।

অকালে শুক্রের শাপে যযাতি জরাগ্রস্থ হইলে, বিষয় ভোগে অপরিতৃপ্ত হেতু এক হাজার বৎসর লইবার জন্য প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলেন, যদু অস্বীকার করিলে তোমার বংশে রাজা হইবে না বলিয়া শাপ দিয়া শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদের বলেন, তিন পুত্র অস্বীকার করিলে শাপগ্রস্থ হন, পরে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতৃবাক্যে জরা লইয়া যৌবন দিলেন। রাজা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয় ভোগে রত

থাকিলেন।

বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত উপভোগ করিলে বাসনা শেষ হইবেক বলিয়া নিরন্তর ভোগ করিয়া দেখিলেন, ক্রমশঃ রমণীয় ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যযাতি কহিলেন, অগ্নির ন্যায় ভোগ তৃষ্ণা বৃদ্ধি ব্যতীত নিবৃত্তি হয় না, এই জন্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ধান্য, যব, সোনা, কামিনী প্রভৃতি চিরকাল কেহই ভোগ করিতে পারে না। যখন জীবের প্রতি পাপ ভাব না থাকে সমদৃষ্টি হইলে তখন আনন্দ ও সুখ বোধ হয়। মূর্খেরা জীর্ণ হইলেও সে তৃষ্ণা কিছুতেই ত্যাগ করিয়া সুখী হয়েন। দেখ মানবেরা দাঁত পড়িয় চুল পাকিয়া জীর্ণ হইলেও ধন ও জীবনের আশা কিছুই যায় না। আমার হাজার বৎসর পুর্ণ হইল, এখনও বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হইল না আমি এখন সম্ভোগ লালসা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও নির্দ্দন্দ্ব হইয়া ব্রহ্মে মন দিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে যৌবন দিয়া, দক্ষিণ পুর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিমে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণাপথে যদুকে, ও উত্তরদিকে অণুকে মণ্ডলী রাজা করিয়া পুরুকে সমুদায় পৃথিবীর রাজ্যে অভিষেক করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

যদুবংশ ও কার্ত্তবীর্য্যের কথা।
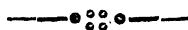
পরাশর কহিলেন, এই বংশে ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রঘু এই চারিটি যদুর পুত্র। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ ইহাঁর হৈহয়, বেণু ও হয় এই তিন পুত্র। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তি হইতে সাহঞ্জি, সাহঞ্জি হইতে মহিষ্মান্, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, ইহাঁর পুত্র দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র ধনক, ধনকের পুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা, কৃতৌজা এই চার। কৃতবীর্য্য হইতে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। ইনি সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সহস্রবাহু বিশিষ্ট হন্। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, নিয়ম ও দম দ্বারা কোন রাজাই কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সমকক্ষ ছিল না। তিনি পরমসুখে পঞ্চাশ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

একদা রাবণ রাজা দিগ্বিজয় হেতু মহিষ্মতি পুরীতে উপস্থিত হইলেন। রাবণ দেব দানব গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হন্। এই সময়ে কার্ত্তবীর্য্য নর্ম্মদার জলে স্নান করিয়া খেলায় মত্ত ও আকুল ছিলেন সেই সময় অযত্নপূর্ব্বক রাবণকে পশুর ন্যায় বাঁধিয়া নগরের এক প্রান্তে রাখিলেন।

পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করেন। অর্জ্জুনের একশত পুত্র, তন্মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ এই পাঁচটি প্রধান। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বীতিহোত্র, দ্বিতীয়ের ভরত। ভরতের বৃষ ও সুজাত নামে দুইটি পুত্র। বৃষ হইতে মধু, মধু হইতে বৃষ্ণি প্রভৃতি এক শত পুত্র হয়, ইহারাই বৃষ্ণিগোত্র।

উক্ত মধুই মধুবংশের কারণ। যদুবংশোদ্ভব বলিয়া যাদব নামে খ্যাত হইয়াছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

—— ০ ——

দ্বাদশ অধ্যায়।

—— ০ ——

ক্রোষ্টুর বংশাবলী ও জ্যামঘের চরিত।

পরাশর কহিলেন, ক্রোষ্টুর একটি পুত্র বৃজীমান্ ইহাঁর পুত্র স্বাহি তৎপুত্র রুষক্রু ইহাঁর পুত্র চিত্ররথ. ইহাঁর পুত্র চক্রবর্ত্তী শশবিন্দু। শশবিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ও দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয়টি পুত্র প্রধান।

পৃথুশ্রবার পুত্র তম, ইহাঁর পুত্র উশনা, ইনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। উশনার একটি পুত্র শিতেষু ইহাঁর পুত্র রুক্মকবচ, ইহাঁর পুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃৎ হইতে রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত এই পাঁচ পুত্র হয়। শৈব্যার স্বামি জ্যামঘ বিখ্যাত স্ত্রৈণ ইহাঁর পুত্র হয় নাই, শৈব্যার ভয়ে অন্য বিবাহও করেন নাই। একদা জ্যামঘ শত্রু পরাজয় করিয়া ভয়বিহ্বলা পরমাসুন্দরী নব-যৌবনারমণীকে পাইয়া আমি বন্ধ্যারমণীর ভর্ত্তা বলিয়া রাজকন্যাকে রথে লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন।

রাজমহিষী শৈব্যা রাজার সম্ভাষণার্থ লোকজন সঙ্গে নগরদ্বারে উপনীতা হইলেন। শৈব্যা রাজার বাম পার্শ্বে

একটি রমণী দেখিয়া ক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? রাজা ভয়ে কহিলেন আমার পুত্রবধূ। শৈব্যা কহিলেন, আমার পুত্র নাই তবে কেমন করিয়া ইনি পুত্রবধূ হই-লেন? রাজা কহিলেন, তোমার গর্ভে যে সন্তান হইবে তা-হার জন্যই অগ্রে এই নবপুত্রবধূ স্থির করিয়া রাখিলাম। শৈব্যা রাজার কথা শুনিয়া হাস্য বদনে কহিলেন তাহাই হইবে। অনন্তর বৃদ্ধবয়সে শৈব্যা অল্পদিনের মধ্যে গর্ভ ধারণ করিলে যথা সময়ে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্রের বিদর্ভ নাম রাখিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ দিলেন। বিদর্ভের ক্রথ, কৌশিক, পরে রোমপাদ নামে তিন পুত্র হয়। রোম-পাদের পুত্র বভ্রু ইহাঁর পুত্র ধৃতি। কৌশিকের পুত্র চেদি। চৈদ্য রাজাগণ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রথ হইতে কুন্তি, কুন্তিপুত্র বৃষ্ণি, ইহাঁর পুত্র নিবৃতি, তৎপুত্র দ-শার্হ, ইহাঁর পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বংশকৃতি তৎপুত্র ভীমরথ ইত্যাদি।

এই জ্যামঘ বংশ শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্যমন্তকোপাখ্যান।

পরাশর কহিলেন, সত্বত বংশে নিম্নের পুত্র সত্রাজিত

সমুদ্রতীরে থাকিয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের স্তবে এবং প্রসন্নতার চিহ্ন কিছুই দেখিলাম না বলিলে সূর্য্য স্যমন্তক নামক আপন কণ্ঠমণি খুলিয়া এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিলেন। তার পর সত্রাজিত ঈষৎ আত্রবর্ণ উজ্জ্বল খর্ব্বাকৃতি ঈষৎ পিঙ্গল নয়ন দিবাকরকে দেখিলেন। পরে রাজা প্রণাম করিয়া স্তব করিলে সূর্য্যদেব কহিলেন বর লও, সত্রাজিত মণিটি প্রার্থনা করিলে দিবাকর মণি দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। সত্রাজিত গলায় মণি ধারণ করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যের তেজের ন্যায় মণি জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়া দ্বারকাবাসিরা কৃষ্ণের নিকট যাইয়া কহিল, ভগবন্! বোধ হয় সূর্য্যদেব আপনাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সূর্য্য নহে, ইনি সত্রাজিত। সূর্য্যদত্ত স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া আসিতেছেন তোমরা যাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দর্শন কর এই মণি প্রত্যহ আট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত এবং কোন ভয়ই থাকে না। সেই রত্ন উগ্রসেনের যোগ্য বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ গ্রহণেচ্ছুক হইলেন, জ্ঞাতিবিরোধ ভয়ে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন না। সত্রাজিত আমার এই রত্নের প্রতি কৃষ্ণের লোভ হইয়াছে, আমার নিকট যাজ্ঞা করিবেন বিবেচনা করিয়া স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে দিলেন। এই রত্ন অশুচি হইয়া ধারণ করিলে বিনাশের কারণ হয়।

একদা প্রসেন মাথায় সেই মণি দিয়া ঘোঁড়ায় চড়িয়া মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিলে, অশ্বের সহিত একটি সিংহ প্রসেনকে মারিয়া মুখাগ্রদ্বারা মণি গ্রহণ করিতেছে এমন

সময়ে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সিংহকে বিনাশ করত মণি লইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া সুকুমারক নামক নিজপুত্রকে খেলা করিবার জন্য ঐ মণিরত্ন দিল।

শ্রীকৃষ্ণের দোষক্ষালন।

প্রসেন ঘরে ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মণিলোভে কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছে এই প্রবাদ হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ লোকাপবাদ বৃত্তান্ত শুনিয়া যদুসৈন্য সঙ্গে প্রসেনের ঘোঁড়ার পায়ের চিহ্ন দেখিয়া যাইয়া দেখেন, সিংহ কর্ত্তৃক প্রসেন নিহত হইয়া অশ্ব সমেত পড়িয়া আছেন। নিজ কলঙ্ক অপনয়ন করিয়া কিয়দ্দূরে ঋক্ষকর্ত্তৃক নিহত সিংহকে দেখিয়া যদুসৈন্য পর্ব্বতের কাছে রাখিয়া ঋক্ষের গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণ গর্ত্তমধ্যে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া প্রসেনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দেখিলেন যথার্থ কুমার স্যমন্তক মণি লইয়া খেলা করিতেছে। কুমারকের ধাত্রী, কে আসিল রক্ষাকর রক্ষাকর বলিয়া চীৎকার করিলে জাম্ববান্ শুনিয়া আসিবামাত্র পরস্পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া একুশদিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে সাত আট দিন দেখিয়া যদুসৈন্যেরা দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৃষ্ণ গর্ত্তমধ্যে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কৃষ্ণের বান্ধবেরা এই কথা শুনিয়া শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিল।

কৃষ্ণের সহিত জাম্ববতীর বিবাহ।

শ্রাদ্ধের অন্ন জল পাইয়া কৃষ্ণের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইতে লাগিল, জাম্ববান্ আহার না পাওয়ায় বলহীন হইয়া পরাজয় হইল।

তার পর কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বিবেচনা করিয়া স্তব করত জাম্ববতী নামে কন্যা ও স্যমন্তক মণি দিয়া বিদায় করিলেন, কৃষ্ণ জাম্ববতীকে লইয়া দ্বারকায় আসিলেন। প্রসেনের বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি দিয়া মিথ্যাকলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন।

সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ।

সত্রাজিত কৃষ্ণের মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছিলেন বলিয়া ভয়ে নিজকন্যা সত্যভামাকে বিবাহ দিলেন।

স্যমন্তক মণির জন্য সত্রাজিত ও শতধনুর মৃত্যু।

অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সত্যভামাকে বিবাহজন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এক্ষণে কৃষ্ণকে দেওয়ায় সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া রত্ন গ্রহণের পরামর্শ স্থির করিল।

কৃষ্ণ এই কথা শুনিয়াও পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছে দুর্য্যোধন আর তাহাদের অন্বেষণে যত্ন না করেন এই জন্য কুলোচিত কার্য্যহেতু বারণাবতে যাত্রা করিলেন। এদিকে শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা সত্যভামা বারণাবতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট দুঃখিতান্তঃকরণে নিবেদন করিলেন। সত্যভামার শোকসূচক বাক্য শুনিয়া বাসুদেব দ্বারকায় আসিয়া বলদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উভয়ে সংগ্রামের উদ্যোগ করিলে, শতধন্বা কৃতবর্ম্মার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৃতবর্ম্মা কহিলেন,

আমি কৃষ্ণ বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইব না। তার পর অক্রূরকে মণি দিয়া একাকী ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে বলদেব ও কৃষ্ণ উভয়ে রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। শতধন্বার অশ্ব মিথিলাস্থিত আরণ্যকদেশে প্রাণত্যাগ করিলে পদদ্বারা ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণ বলরামকে রথে অবস্থান করিতে বলিয়া ক্রোশদ্বয় দৌড়িয়া গিয়া চক্র নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে কৃষ্ণ শতধন্বার বস্ত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া মণি পাইলেন না।

মণিহেতু কৃষ্ণের পুনর্ব্বার কলঙ্ক,
বলদেবের ক্রোধ ও কৃষ্ণের
প্রতি অবিশ্বাস।

বলদেবের নিকট কৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন, অকারণ শতধন্বাকে বিনাশ করিলাম কিন্তু মণি পাইলাম না। এই কথা শুনিয়া বলদেব কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া চলিয়াগেলেন। কৃষ্ণের বিনয় শুনিলেন না। বলদেব বিদেহ নগরে জনক রাজার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগামন করিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধন বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিখিতে লাগিলেন।

তিন বৎসর গত হইলে পর বভ্রু উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ আসিয়া কৃষ্ণ মণি চুরি করে নাই বলিয়া বলদেবকে বিশ্বাস জন্মাইয়া দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

অক্রূরের দ্বারকা পরিত্যাগ।

অক্রূর বাষট্টি বৎসর যজ্ঞ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে দ্বারকায় কোন অনিষ্ট ঘটনা ঘটে নাই। তার পর একদা অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে ভয়ে অক্রূর ভোজগণের সহিত দ্বারকা ছাড়িয়া প্রস্থান করিলে অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু আদি অনিষ্ট ঘটনা হইতে লাগিল।

গান্দিনীর কথা।

তার পর কৃষ্ণ, বলদেব, উগ্রসেন ও সমুদায় যাদবগণ সমবেত হইয়া দুর্দ্দৈব ঘটনা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এই কথা শুনিয়া অন্ধক নামে জনৈক বৃদ্ধ কহিলেন, অক্রূরের পিতা যেখানে থাকিতেন সেখানে কোন দুর্দ্দৈবই ঘটিত না। একদা কাশীরাজের রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হইলে শফলককে আনিলে বৃষ্টি হইল। ইতিপূর্ব্বে কাশীরাজের একটি কন্যা হইয়াছিল। তখন প্রসবকাল অতীত হইয়া দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল, তখন কাশীরাজ গর্ভস্থিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রি! কি জন্য প্রসূত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, বাহির হও। কাশীরাজের কথায় কন্যা কহিল, পিতঃ! নিত্য ব্রাহ্মণকে এক একটি গোদান করিলে তিন বৎসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিঃসৃতা হইব। রাজা তাহাই করিলেন, পরে কন্যার জন্ম হইলে গান্দিনী নাম রাখিলেন। সেই গান্দিনীকে অর্ঘ্যস্বরূপ শফলককে প্রদান করেন, গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে এক একটি গোদান করিয়াছেন।

তাঁহার গর্ভে শফলকের ঔরসে অক্রুরের জন্ম, সেই অক্রুর দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন বোধ করি ইহাঁর নিকট স্যমন্তক মণি আছে তাহার প্রভাবে সকলই মঙ্গল হইতে পারে। অক্রুর বিশেষ ধনবান্ নহেন, তথাচ যজ্ঞের পর যজ্ঞ করিয়াছেন।

অক্রুরের নিকট স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত ও কলঙ্ক দূর।

কৃষ্ণ এইরূপ ঠিক করিয়া কোন এবটি কার্য্য উপলক্ষে সমুদায় যাদবগণকে আহ্বান করেন, তৎকালীন প্রসঙ্গ ক্রমে স্যমন্তক মণির কথা অক্রুরকে দেখাইতে বলিলে অক্রুর ইতস্ততঃ বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত সেই এই স্যমন্তক মণি গ্রহণ করুন্ বলিয়া অক্রুর স্বর্ণের কৌটা মধ্য হইতে মণি বাহির করিয়া সমাজ মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যাঁহার বস্তু তিনি গ্রহণ করুন্।

বলদেব মনে করিলেন কৃষ্ণের সহিত কথা আছে অর্দ্ধেক আমার, সত্যভামা ভাবিলেন আমার পিতৃধন কৃষ্ণ উভয়ের মুখ দেখিয়া কহিলেন, হে যাদবগণ! আমি আপন কলঙ্ক দূর করিবার জন্য সকলের সাক্ষাতে মণি দেখাইতে কহিলাম। এই মণি আমার ও বলদেবের সম্পত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্যভামার পিতৃধন অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। শুচি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধারণ করিলে মঙ্গল হয়, অন্যায়ে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এরূপ অবস্থায় আমার ষোলহাজার পত্নী, সত্যভামাও কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে সম্মতা হইবেন? না বলরাম দাদা মদ্যপান আদি উপভোগ করিতে ত্যাগ

করিবেন? অতএব এ মণি আমাদের কাহারও আবশ্যক নাই দেশের মঙ্গলের জন্য অক্রূরেরই থাকুক। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া অক্রূর তথাস্তু বলিয়া মহারত্ন গ্রহণ করিলেন। সেই দিন অবধি অক্রূর স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই পবিত্র কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

——০:॥:০——

শিশুপালের জন্ম।

পরাশর কহিলেন, চেদিরাজবংশে সুবিখ্যাত, মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপালের জন্ম। ইনি পূর্ব্বজন্মে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যদিগের আদিপুরুষ ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁকে বিনাশ করেন। পুনরায় রাবণ হইয়া জন্মিলে রামরূপী ভগবানের হস্তে নিহত হন্। তার পর এই শিশুপাল নাম ধারণ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিলে তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া কৃষ্ণের প্রতি মন থাকায় মুক্ত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শিশুপালের মুক্তিলাভের কারণ।

পরাশর কহিলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ জন্য নৃসিংহরূপ ধারণ করেন, ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া মনে না করায় বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া দশানন নামক রাক্ষস রূপে জন্মিয়া জনক তনয়ার প্রতি আসক্ত হইলে, রামরূপী ভগবানের দর্শন হইলেও মনুষ্য বিবেচনা করেন, পরে রামহস্তে নিহত হইয়া পুণ্যবলে চেদিরাজকুলে জন্মিয়া শিশুপাল নামে খ্যাত হইল। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ থাকায় হৃদয়ে দিবারাত্র কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণমূর্ত্তি জাগরিত থাকিত সেইজন্য বিনাশকালে কৃষ্ণের চক্রকিরণে অক্ষয় তেজস্বরূপ পরব্রহ্মরূপ রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য ভগবানকে দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে সমুদায় পাপ ক্ষয়হইয়া পরমব্রহ্ম কৃষ্ণে লয় প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণনাম স্মরণ করিলে যে মুক্তিলাভ করে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বসুদেবের পত্নীর নাম ও বংশ।

আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী অর্থাৎ পুরুবংশ সম্ভূতা রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা, দেবকী প্রভৃতি অনেক গুলিন পত্নী ছিল।

আনকদুন্দুভির ঔরসে রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্ম্মদ প্রভৃতি পুত্র হয়। বলভদ্র হইতে রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক। শরণের পুত্র মার্ষ্টি, মার্ষ্টিমান,

শিনী, শিশু ও সত্যধৃতি। রোহিণী বংশে ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্দ্দম ও ভূত ইহাঁরা কয় জন। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র। উপনিধি, গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্রগণ। বাসুদেবের ঔরসে বৈশল্যার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। আনকদুন্দুভি হইতে দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান, সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টি পুত্র হয়, কংস এই ছয়টি পুত্রকে বিনাশ করেন। তার পর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবৎ প্রেরিতা যোগনিদ্রা দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থান করিলেন। আকর্ষণ হেতু বলভদ্রের সঙ্কর্ষণ নাম হইল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

তার পর মনের অগোচর, আদ্য অন্তহীন ভগবান্ দেবকী গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠান করিলেন। পুণ্ডরীক তনয় জন্ম পরিগ্রহ করিলে জগৎ সুপ্রসন্ন ও হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিল না। মর্ত্ত্য লোকে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ষোল হাজার এক শত একটি বিবাহ করেন। এই সকল স্ত্রীর মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আট জন প্রধান। এই সকল পত্নীতে কৃষ্ণ এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তার পর ক্রমশঃ বংশ বিস্তার হইয়া অসংখ্য হয়। ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যরূপী দৈত্যগণকে বিনাশ হেতু যদু কুলে অবতীর্ণ হইলেন।

এই বৃষ্ণিবংশকথা শ্রবণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হন্।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

তুর্ব্বসু বংশ।

পরাশর কহিলেন, তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, ইহাঁর পুত্র ত্রৈশাম্ব, ত্রৈশাম্ব হইতে করন্ধন, ইহাঁর পুত্র মরুত্ত, মরুত্তের সন্তান না হইলে পুরু বংশে দুষ্মন্ত নামে রাজকুমারকে পুত্র কল্পনা করিলেন যযাতির শাপে তুর্ব্বসুর বংশ এই রূপে পুরু বংশ আশ্রয় করিয়াছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

দ্রুহ্যর বংশ।

পরাশর কহিলেন, দ্রুহ্যের পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্, ইহাঁর পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্গম, দুর্গম হইতে প্রচেতার জন্ম। প্রচেতার এক শত পুত্র উদীচ্য প্রভৃতি দেশে ম্লেচ্ছ জাতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অণুর বংশাবলী।

পরাশর কহিলেন, যযাতির চতুর্থ পুত্র অণুর সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু নামে তিন পুত্র হয়। সভানরের পুত্র কালানর, ইহাঁর পুত্র সৃঞ্জয়, তৎপুত্র পুরঞ্জয়, ইহাঁ হইতে জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র মহামণি, মহামণি হইতে মহামনাঃ উৎপন্ন হইলেন। উশীনর ও তিতিক্ষু নামে মহামনার দুই পুত্র। শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও খর্ব্ব এই পাঁচটি উশীনরের পুত্র। বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক এই চারটি শিবির পুত্র। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, ইহাঁর পুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতাপঃ, ইহাঁর পুত্র বলি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচটি বলির পুত্র কলেয় নামে খ্যাত, এবং বংশ ও দেশ উক্ত পঞ্চ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, ইহাঁর পুত্র ধর্ম্মরথ তৎপুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে রোমপাদের জন্ম। ইহাঁর অপর নাম দশরথ। অজ রাজা স্বীয় পুত্র দশরথকে অপুত্র দেখিয়া শান্তা নাম্নী আপন তনয়াকে পুত্রিকা করিয়া দিলেন। রোমপাদের দ্বিতীয় পুত্র তুরঙ্গ ইহাঁর পুত্র পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প. ইনি চম্পানাম্নী নগরী স্থাপন করেন। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ, ইহাঁর পুত্র ভদ্ররথ, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বৃহৎকর্ম্ম, বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, ইহাঁর পুত্র বৃহন্মনা, বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ, ইনি

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্য সূতজাতীয়া পত্নীতে বিজয় নামক পুত্র উৎপাদন করেন। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তৎপুত্র ধৃতব্রত, ইহঁা হইতে সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মা হইতে অধিরথের জন্ম। অধিরথ গঙ্গামধ্যে পতিত একটি পুত্র প্রাপ্ত হন্ উহার নাম কর্ণ। কর্ণের পুত্র বৃষসেন, তারপর পুরুর বংশাবলী শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পুরুবংশ।

পুরুবংশে জন্মেজয়, ধ্রুব, কণ্ব কণ্বের পত্র মেধাতিথি ইহাঁ হইতে কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ হইয়াছেন।

শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের ঔরসে ভরতের জন্ম। ইনি রাজচক্রবর্ত্তি হইয়াছিলেন। ভরত আপন পুত্রকে আমার অনুরূপ হয় নাই বলায় রাণীগণ ব্যভিচার আশঙ্কায় নয়টি পুত্রকে বিনাশ করিলে, ভরত পুত্রার্থী হইয়া মরুৎস্তোম যাগ আরম্ভ করিলেন। উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতি বীর্য্য দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক পদ দ্বারা নিঃসারিত হওত ভূমিতে পড়িলে ভরদ্বাজ নামে পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র লইয়া বৃহস্পতি ও মমতার বিবাদ হইলে, ভরদ্বাজের পুত্রোৎপত্তি বিতথ হওয়াতে মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে পুত্র করিয়া দিলে বিতথ নামে খ্যাত হন্। বিতথের পুত্র ভবমন্যু।

গর্গের পুত্র শিনী, শিনী হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোৎপেত ব্রাহ্মণের উৎপন্ন হইয়াছে। সুহোত্রের পুত্র হস্তী ইনিই হস্তিনাপুর নামে নগর স্থাপন করেন।

হর্যশ্ব বলিয়াছিলেন, আমার পাঁচটী পুত্র আমার রাজ্যের পাঁচটি দেশ শাসন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া তৎপুত্রেরা পাঞ্চাল নামে খ্যাত হইয়াছে। হর্যশ্ব পুত্র মুদ্গাল হইতে মৌদ্গাল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন্। মুদ্গালের পুত্র বদ্ধশ্ব, বদ্ধশ্ব হইতে দিবোদাস পুত্র ও অহল্যা কন্যা যমক উৎপন্ন হয়। শরদ্বান্ হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ। শতানন্দের পুত্র ধনুর্ব্বেদবিৎ সত্যধৃতি হয়। একদা সত্যধৃতি উর্ব্বশীকে দেখিয়া বীর্য্যস্খলিত হইয়া শরস্তম্বে দুই ভাগে পতিত হইলে একটি কুমার ও কুমারী হইল।

এই সময়ে শান্তনুরাজা মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ পুত্র কন্যাকে দেখিয়া গ্রহণ করত পুত্রের নাম কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী রাখিলেন। কৃপী দ্রোণের পত্নী ইঁহার গর্ভে অশ্বত্থামা হয়।

পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু উৎপন্ন হয়। সংবরণের পুত্র কুরু আপন নাম অনুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। বৃহদ্রথের জরাসন্ধ নামে দ্বিখণ্ড পুত্র জন্মিলে জরানাম্নী রাক্ষসী যোগ করিয়া দেয় বলিয়া জরাসন্ধ নাম হইয়াছে। মগধ দেশের অধিপতি শ্রুতশ্রবা সোমাপির পুত্র।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে ঊনবিংশ অধ্যায়॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

শান্তনুর কথা।

দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক এই তিনটি প্রতীপের পুত্র। বাল্যকালে দেবাপি বনে গমন করিলে শান্তনু রাজা হইলেন। শান্তনু জীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে যৌবন প্রাপ্তি রূপ শান্তি অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করে বলিয়া শান্তনু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

একদা দেবরাজ বার বৎসর শান্তনুরাজ্যে বারি বর্ষণ না করিলে, শান্তনু ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন্ অপরাধে দেবরাজ জলবর্ষণ করেন না? ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার রাজ্যে কোন রূপে তিনি পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকার নাই, আপনি তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করুন্। এই কথা শুনিয়া শান্তনুর প্রধান মন্ত্রী অশ্মমারী কতকগুলিন বেদবিরুদ্ধবাদী লোককে তপস্বী দেবাপির নিকট পাঠাইলেন, তাহারা সরল হৃদয় তপস্বী রাজার মনকে বেদবিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করিল। এদিকে শান্তনু ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভ্রাতার নিকট যাইয়া রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে বলিলে, তিনি বেদবিরুদ্ধ অনেক কথা বলিলেন। পরে শান্তনু ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন, বারি বর্ষণ ও শস্যোৎপন্ন হইল। শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম। অপর শান্তনু সত্যবতী মহিষীতে চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবীর্য্য নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যাবস্থায় সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত

হয়। চিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুইটি কাশী-রাজের কন্যা বিবাহ করিয়া অপরিমিত উপভোগে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়। তার পর আমার পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সত্যবতীর বাক্যে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃত-রাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুইটি পুত্র এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর প্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুর নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হয়। অরণ্য মধ্যে মৃগের শাপে পাণ্ডুর সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হওয়ায় পাণ্ডুর প্রথম মহিষীতে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর দ্বারা ভীম ও মহেন্দ্র হইতে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। পরে দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রির গর্ভে অশ্বিনীকুমার দ্বয় হইতে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এইরূপে পাণ্ডুর পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চপাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্ম। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক, সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হয়। অপর যুধিষ্ঠির হইতে যৌধেয়ীর গর্ভে দেবক, ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও কাশীর গর্ভে সর্ব্বত্রগ, সহদেব হইতে সুহোত্র, নকুল হইতে করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র, অর্জ্জুন হইতে উলূপী নাগকন্যার গর্ভে ইরাবান্ ও মণিপুর রাজার কন্যার গর্ভে পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে বভ্রু-বাহন এবং সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু উৎপন্ন হয়। এই অ-ভিমন্যু বাল্যকালে বলবান্ বিপক্ষ পক্ষকে পরাজয় করেন।

কুরুকুল ক্ষয় হইলে অভিমন্যু সহবাসে উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভমধ্যে পরীক্ষিত ভস্ম হইলে ভগবানের অনুগ্রহে পুনর্জ্জীবিত হন্। ইনি এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে ভূমণ্ডল শাসন করিতেছেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থঅংশে বিংশ অধ্যায়॥ ২০॥

—— ॥*॥*॥ ——

একবিংশ অধ্যায়।

শতানীক ও নিচক্ষু রাজা।

পরাশর কহিলেন, শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ-অধ্যয়ন করিয়া কৃপের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করত শৌনকের কাছে নির্ব্বাণ মুক্তি হেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

নিচক্ষুর সময়ে হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হইলে কৌশাম্বী নগরীতে বাস করেন। কুরুবংশ কলিকালে ক্ষেমক রাজাতে শেষ হইবেক।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে একবিংশ অধ্যায়॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[প]রাশর ক[হি]লেন, কলিযুগে ইক্ষ্বাকু বংশে সুমিত্র রাজা পর্য্যন্ত হইয়া বংশ লোপ হইবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্থ অংশে দ্বাবিংশ অধ্যায়॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, মগধ দেশস্থ রাজা বৃহদ্রথের বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ভবিষ্যৎ রাজগণ।

পরাশর কহিলেন, প্রদ্যোতবংশীয় পাঁচ জন রাজা এক শত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবে। তারপর শিশুনাগবংশীয় দশজন ভূপতি তিন শত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করিবেন। মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রজাতীয় কমিনীর গর্ভে মহাপদ্ম ও নন্দ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইবেক। নন্দ লুব্ধ হইয়া পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংশ করিবেন। এই সময় অবধি শূদ্র রাজা হইবে। মহাপদ্ম সম্রাট হইয়া সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিবেন।

নন্দবংশের পর মৌর্য্যগণ পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি এই বংশে দশ জন রাজা এক শত সাইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন।

তার পর শুঙ্গগণ পৃথিবীতে রাজত্ব করিবেন। এই বংশে দশ জন রাজা এক শত বার বৎসর রাজত্ব করিবেন।

অতঃপর কণ্ব নামক রাজগণের পৃথিবী অধিকৃত হইয়া ব্যসনাসক্ত শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া চারিজন কাণ্বায়ন পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজ্য করিবেন। কাণ্বা-

য়ন বংশের শেষ রাজা সুশর্ম্মার ভৃত্য অন্ধ্র জাতীয় শিপ্রক বলপূর্ব্বক সুশর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া রাজা হইবেন। ইহার বংশে বিখ্যাত ত্রিশ জন রাজা চার শত পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন।

তারপর আভীরবংশীয় সাত জন, গর্দ্দভীলবংশীয় দশ জন, শকবংশীয় ষোল জন রাজা রাজ্য করিবেন। অনন্তর আট জন যবনজাতীয়, চৌদ্দ জন তুখারজাতীয়, তের জন মুণ্ডজাতীয় ও এগার জন মৌনজাতীয় রাজা হইবেন। ইহাঁরা সকলে তের শত নিরানব্বই বৎসর রাজত্ব করিবেন। তারপর পৌরজাতীয় এগার জন রাজা তিন শত বৎসর রাজ্য করিবেন। পৌরেরা ভারতবর্ষ ব্যাপিলে কৈলকিলা নগরীজাত যবনগণ রাজা হইবেন বিন্ধ্যশক্তি যবনের মধ্যে সম্রাট হইবেন। বিন্ধ্যশক্তি হইতে নয় জন রাজা একশত ছয় বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। তারপর ক্রমশঃ ইতর জাতীয় ভূপালগণ সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কোর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশে রাজ্য ভোগ করিবেন। ইহাঁরা সকলেই ক্রোধী ও ভীষণ হইবে। সতত মিথ্যা কথা ও অধর্ম্মে রত, গোবধ ও পরধন গ্রহণে তৎপর হইবে। ধর্ম্ম ও পরমায়ু অল্প হইবে। কখন ম্লেচ্ছজাতি কখন আর্য্যজাতি প্রবল হইয়া প্রজা ক্ষয় করিবে। তারপর দিন দিন অর্থ হীন হইবে। তখন ধনেতে কুলীন, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ইত্যাদি হইবে। পৈতা ধারণে ব্রাহ্মণ, চিহ্ন ধারণে আশ্রমধর্ম্মের লক্ষণ এবং অন্যায় আচরণে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে।

সে সময়ে দুর্ব্বলতা জীবিকার হেতু, ভয়প্রদর্শনই পণ্ডিতের কারণ, দানই ধর্ম্ম, ধনবানেরা সাধু, স্বীকারই বিবাহ, স্নানই শুচি, বেশভূষাকারী ব্যক্তই সৎপাত্র, দূরস্থিত জলই তীর্থ হইবে।

বলবান্ জাতি রাজা হইবেন। প্রজারা করের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকায় যাইয়া বাস করত ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ছেঁড়া কাপড় বা গাছের ছাল বস্ত্র হইবে। শীত, বৃষ্টি, সূর্য্যের তাপ সমুদায় সহ্য করিবে। তাহাদের অনেক সন্তান সন্ততি হইবেক কিন্তু তেইশ বৎসরের অধিক বাঁচিবে না। এই রূপে কলিযুগের শেষ হইলে অনেক মনুষ্য বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম আদি সমুদায় লোপ হইলে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ বাসুদেব কল্কিরূপে ভূতলে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাচারীদিগকে সংহার করিয়া সমুদায় লোককে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন। পরে ক্রমশঃ আবার সত্য যুগের আরম্ভ হইবেক।

সত্যযুগের প্রারম্ভ সময়।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে পুলহ ও ক্রতু নামে যে দুই নক্ষত্র দেখা যায়, এই দুই নক্ষত্র সৌর এক শত বৎসর সকল নক্ষত্রেই অবস্থান করে। হে দ্বিজ! রাজা পরীক্ষিতের সময়ে এই সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল, তাহার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রবেশ হইয়াছে, এই বার শত বৎসর কলির সন্ধ্যা বলে। হে দ্বিজ! কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ অবধি কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিলে

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। সেই সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে। তৎকালীন নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তদবধি কলির বৃদ্ধি হইবে।

হে দ্বিজ! তিন লক্ষ ষাট হাজার বৎসর কলিযুগ স্থায়ী হইবে, তার পর সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। পুরুবংশের রাজা দেবাপি ও ইক্ষাকু বংশের রাজা মরু ইহাঁরা দুই জন যোগবলে কলাপ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। সত্যযুগ আরম্ভ হইলে নগরে আসিয়া ভাবী মনুবংশের বীজস্বরূপ হইবেন। এই তোমার নিকট রাজবংশের বংশ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। বিস্তারিত রূপে বলিলে শতবর্ষেও শেষ হয় না।

পৃথিবী গীতা।

হে মৈত্রেয়! এক্ষণে পৃথিবী গীতা বলিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিলেন, রাজাগণ বুদ্ধিমান হইয়াও কিজন্য মোহাভিভূত হন্ যে, জীবন জলকণার ন্যায় বিধ্বংসী বিশ্বাস না করিয়াও সসাগরা বসুন্ধরাকে জয় করিব এই মনে করিয়া চিন্তাতে আসক্ত থাকেন, মৃত্যু যে নিকট তাহা মনে করেন না। পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ যে কিছু লইয়া যাইতে পারেন নাই এ জানিয়াও বন্ধুবিচ্ছেদ, মহাবিরোধ ও অভিমান করিয়া থাকেন। ফল, পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সঙ্গে কিছুই যাইবে না, আমার আমার ইহা ভ্রম মাত্র। দেখ, দশানন, রাঘব প্রভৃতি কোথায়? অতুল, ঐশ্বর্য্য, ধন, সেনাসামন্তই বা কোথায়? মান্ধাতার নাম মাত্র আছে। বিষয় জ্ঞান

হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি পুণ্য কন্যা ক্ষেত্র প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর প্রতি মমতা প্রকাশ দূরে থাকুক্ আশার প্রতিও মমতা করেন না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
চতুর্থ অংশে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়॥ ২৪॥

চতুর্থ অংশ সমাপ্ত॥

বিষ্ণুপুরাণ।

পঞ্চম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয়, যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিতে বাসনা করিলে, পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তৎসমুদায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ, কংসের রথ চালনা ও দৈববাণী।

হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে মহাভাগা দেবকন্যার সহিত বসুদেবের বিবাহ হইয়াছিল। এক সময়ে বাসুদেব দেবকী রথে আরোহণ করিলে ভোজতনয় কংস সারথি হইয়া রথ চালনা করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ আকাশবাণী হইল, যে তুমি যে নারীকে রথে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছ ইহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণ নাশ করিবে।

পরাশর কহিলেন, এই দৈববাণী কংস শুনিয়া দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি ইহাকে বিনাশ করিও না ইহার গর্ভে সন্তান হইলে তাহা তোমাকে সমর্পণ করিব। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! বসুদেবের কথায় সম্মত হইল।

ধরণী দেবলোকে গমন।

এই সময়ে পৃথিবী ভারে প্রপীড়িত হইয়া সুমেরু প-র্ব্বতে দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণকে নমস্কার করিয়া করুণ বাক্যে ক্লেশের কথা বলিতে লাগিলেন।

নিখিল জগৎ এবং যাবদীয় বস্তু সমুদায় বিষ্ণুময়। এক্ষণে যে কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন সেই উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে উৎপন্ন হইয়াছে অপর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, অত্যুগ্র, বাণ প্রভৃতি অসুরেরা রাজকুলে জন্মিয়া দৌরাত্ম্য করি-তেছে তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। ইহাদের ভারে আমি প্রপীড়িত, যাহাতে আমাকে রসাতল যাইতে না হয় তাহার করুন।

ক্ষীর সমুদ্রে যাইয়া বিষ্ণুস্তব ও বিষ্ণুর কংস বধ অঙ্গীকার।

পরাশর কহিলেন, দেবগণ পৃথিবীর কথা শুনিয়া ব্র-হ্মার প্রতি ভারার্পণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীরসাগরে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। দেব-গণের স্তবে ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমি পৃথিবীর ক্লেশ ভার দূর করিবার জন্য সাদা ও কাল এই দুই গাছি চুল ছিঁড়িয়া দিতেছি, ভূতলে যাইয়া অবতীর্ণ এবং দেবতারাও আপন আপন অংশ দ্বারা পৃথিবীতে জন্ম লইয়া উন্মত্ত অসুরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন্।

তাহা হইলে সমুদায় দৈত্যগণ আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। আমার এই কেশ বসুদেবের পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম লইয়া কংসকে বধ করিবে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। দেবতারা ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ক্রমশঃ ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

কংসের নিকট নারদেব সংবাদ,

দেবকীর গর্ভ সঞ্চালন।

এদিকে নারদ মুনি কংসের নিকট যাইয়া কহিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান্ ধরণীধর উৎপন্ন হইবেন। কংস এই কথা শুনিয়া বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে যে সকল পুত্রকে কংসের হস্তে দিয়াছিলেন তৎসমুদায় বিষ্ণুর আজ্ঞা অনুসারে যোগনিদ্রা হিরণ্যকশিপুর ছয়টি পুত্রকে ক্রমশঃ আনিয়া দেবকীর ছয় গর্ভে স্থাপন করেন। কংসও ছয়টি বিনাশ করেন।

মহামায়ার প্রতি বিষ্ণুর আদেশ।

যোগনিদ্রাকে বিষ্ণু কহিলেন, পরে সপ্তম গর্ভে ভগবান্ শেষ দেবকীর উদরে প্রবিষ্ট এবং গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের অন্য এক ভার্য্যার গর্ভ হইলে, সেই গর্ভে দেবকীর উদর হইতে, সন্তান লইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবে। লোকে বলিবে দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইয়াছে। গর্ভ সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ চালন হেতু সঙ্কর্ষণ নামে মহাবীর উৎপন্ন হইবে। তার পর আমি দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্ম লইবে

তুমিও বিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হইবে। আমি বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাত্রিকালে জন্মিব, তুমিও নবমীতে হইবে। হে অনিন্দিতে! তার পর বসুদেব আমার শক্তিতে যশোদার শয্যায় আমাকে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় রাখিবে। পরে কংস আসিয়া তোমাকে লইয়া পর্ব্বতের পাথরে আছাড় দিলে তুমি আকাশপথে যাইলে ইন্দ্র তোমাকে প্রণাম করিয়া ভগিণীরূপে গ্রহণ করিবে। পরে তুমি শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ ক রয়া ভূতলে অনেক পিঠস্থান হইবে।

তুমি ভূতি, সন্নতি, কীর্ত্তি, ক্ষান্তি, দ্যৌ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, উষা এবং জগতে যে কোন স্ত্রী আছে সমুদায়ই তোমার অংশ। মায়া, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা ও ক্ষেমঙ্করী বলিয়া প্রাতে বা সন্ধ্যাকালে তোমার স্তব করিলে তাহার সমুদায় কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। যাহারা মদ মাংস ও বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা তোমার পূজা করিবে, তুমি প্রসন্না হইয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবে। বিশেষ আমার প্রসাদে তাহারা অসন্দিগ্ধ চিত্ত হইবে। হে ভদ্রে! আমি যাহা বলিলাম সেই কার্য্য সাধনের জন্য গমন কর।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণু ও যোগনিদ্রার গর্ভপ্রবেশ এবং দেবগণের স্তব।

পরাশর কহিলেন, দেবদেব বিষ্ণুর আদেশানুসারে যোগমায়া ত্রিলোকের হিতের জন্য সেই মত করিয়া পরে যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে গ্রহগণের শুভ সঞ্চার ও ঋতুগণ মঙ্গলকর হইতে লাগিল। দেবকীর তেজোরাশিতে জাজ্বল্যমানা দেখিয়া দেবতারা নানামতে স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণের জন্ম কথা ও মহামায়ার আকাশ পথে গমন ও আকাশবাণী।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণের জন্ম দিনে দিক্‌সকল নির্ম্মল এবং সকলের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। জনার্দ্দন যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন সাধুগণ সন্তুষ্ট, বায়ু প্রশান্ত, নদীর জল নির্ম্মল, সমুদ্রের শব্দে মনোহর বাদ্য, অপ্সরেরা নৃত্য, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অগ্নি প্রশান্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। হে দ্বিজ! মধ্যম রাত্রে সর্ব্বলোকাধার জনার্দ্দন জন্মিলেন, তখন মেঘের অল্প

অল্প গর্জ্জন ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তার পর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও চারহাত বালকের দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী স্তব করত পাছে কংস ভগবানের অবতার জানিয়া কষ্ট দেয়, এই জন্য দুই হাত হইতে বলিলে শ্রীভগবান কহিলেন, হে দেবি! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে, তোমার উদরে জন্ম লইলাম।

পরাশর কহিলেন, তার পর বাসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া ভয়ানক বৃষ্টিতে যমুনা পার হইয়া যশোদার কন্যা লইয়া, সেই বিছানায় কাল ছেলেটিকে রাখিয়া মেয়েটিকে নিজ গৃহে আনিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যোগনিদ্রা এই সময়ে কংসের রক্ষকগণ ও যশোদা প্রভৃতিকে মোহিত করিয়াছিল, যমুনার জল এক হাঁটু মাত্র হইয়াছিল, বাসুকি ফণা ধরিয়া বসুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। যশোদা মোহিত হইয়া সদ্যপ্রসূত সন্তানকে কাল দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হন্।

তার পর রক্ষকেরা বালকের ক্রন্দন শুনিয়া কংসকে দেবকীর সন্তান হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিলে কংস আসিয়া কন্যাটিকে গ্রহণ করিল। দেবকী বার বার কন্যাটিকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিলেও কংস পাথরে আছাড় মারিবামাত্র অষ্টভুজা দেবী আকাশে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া রোষভরে কংসকে বলিলেন, রে মূঢ়! আমাকে পাথরে আছাড় দিয়া কি ফল হইবে? তোর বিনাশ কর্ত্তার জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যাঁহার হস্তে তোর মৃত্যু হইয়াছিল। এক্ষণে তোর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর, এই

বলিয়া দেবী আকাশ পথে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কংসের জীবণ রক্ষার চেষ্টা ও বসুদেব দেবকীর বন্ধন মোচন।

পরাশর কহিলেন, তার পর কংস ভয় পাইয়া প্রলম্ব কেশী প্রভৃতি অসুরগণকে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রলম্ব! হে মহাবাহো কেশিন্! হে ধেনুক! হে পুতনে! তোমরা এবং অরিষ্ট প্রভৃতি দৈত্যগণ সকলে মিলিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। দেবতারা আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আমি সে দুরাত্মাদের তৃণ বলিয়া জ্ঞান করি না ইন্দ্র, বিষ্ণু, মাহাদেবকে আমার কি করিতে পারে? কেবল আমার গুরু জরাসন্ধ ব্যতীত পৃথিবীর সকল রাজাই আমাকে ভয় করে। তোমরা কি দেখ নাই? ইন্দ্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কে হাঁটিয়া পলাইয়া ছিল? শুনিয়া আমার হাঁসি পায়, আবার সেই দেবতারা আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। দুরাত্মাদের উপর অনিষ্ট করা আমার অতীব কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে দেবতাদের উদ্দেশে যাগ, যজ্ঞ, দান যে যাহা করিবে তাহাদের বিনাশ করিবে। দেবকীর কন্যা আমাকে বলিল পূর্ব্বজন্মে যে আমাকে বিনাশ করিয়াছে তাহার জন্ম হইয়াছে, যাহা হউক বলিষ্ঠ বালক দেখি-

লেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিবে।

পরাশর কহিলেন, কংস অসুরগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া গিয়া বসুদেব দেবকীকে মুক্ত দিয়া কহিল, বৃথা তোমার বালকদিগকে নষ্ট করিয়াছি, আয়ু নাই, তাহাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য পরিতাপের প্রয়োজন নাই, এইরূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়া সশঙ্কিত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নন্দের সহিত বসুদেবের কথোপকথন ও পুতনা বধ।

পরাশর কহিলেন, তার পর বসুদেব কারামুক্ত হইয়া নন্দের শকটের নিকট যাইয়া পুত্র হইয়াছে দেখিয়া নন্দ সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে বসুদেব সমাদর করিয়া বলিলেন, বৃদ্ধাবস্থায় তোমার সন্তান হইয়াছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বোধ হয় তুমি রাজার কর দিতে আসিয়াছ কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে তো আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র গোকুলে যাও সেখানে রোহিণীর গর্ভজাত যে একটি আমার সন্তান আছে তুমি তাহাকে আপনার ছেলের মত রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

পরাশর কহিলেন, তার পর নন্দগোপ প্রভৃতি গোয়া-

তারা রাজাকে কর দিয়া ভাণ্ডে শকট পূর্ণ করিয়া ঘরে চলিল। অনন্তর নন্দ গোকুলে বাস করিতেছেন, এমত সময়ে পূতনা রাক্ষসী রাত্রিতে ঘুমন্ত কৃষ্ণকে কোলে করিয়া নন্দনন্দনকে মারিবার অভিপ্রায়ে স্তন দিলে কৃষ্ণ স্তন ধরিয়া রোষভরে টানিলে পূতনা মহাশব্দ করিয়া ভূতলে পতিতা হইল। এই রূপে স্তন পান করাইয়া পূতনা অনেক ছেলেকে নষ্ট করিয়াছে। এখন সেই পূতনা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। তার পর যশোদা কৃষ্ণকে কোলে লইয়া আপদ বিপদ দূর হউক বলিয়া মাথায় গোপুচ্ছ ঘুরাইয়া দিলেন। নন্দগোপও মাথায় গোময় দিয়া রক্ষাবিধান এবং স্বস্ত্যয়ন করিয়া কৃষ্ণকে শকটের নীচে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এদিকে পূতনার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া গোপগণ ভীত ও বিস্মিত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

—:—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০::॥ * : *॥ ::০—

কৃষ্ণলীলা।

পরাশর কহিলেন, একদা কৃষ্ণ শকটের নীচে শুইয়া আছেন এমত সময়ে মেনা খাইবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ের দ্বারা গাড়ি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলে শকটের উপরের সমুদায় ভাঁড় ভাঁঙিয়া গেল। গোপ গোপীগণ হাহাকার করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে গাড়ি উল্টাইয়া

পড়িয়া গিয়াছে, বালক চিত হইয়া শুয়ই। আছে, সেখানে যে সকল বালক ছিল, তাহারা বলিল আমরা দেখিয়াছি পা দিয়া কৃষ্ণই সমুদায় ফেলিয়া দিয়াছে। গোপগণ সকলে বিস্মিত হইল। নন্দগোপ কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইলেন। যশোদা দই, ফুল, ফল ও আতপ চাল দিয়া ভাঙা ভাঁড় সকল ও শকটকে পূজা করিতে লাগিলেন।

তার পর বসুদেবের প্রার্থনানুসারে গর্গ মুনি গোকুলে গিয়া গোপগণের অজ্ঞাতসারে ক্ষত্রিয়ের উচিত কার্য্য করিয়া জেষ্ঠের নাম রাম ও কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ রাখিলেন।

কিছু দিন পরে ছেলে দুটি হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যশোদা তাড়নায় কৃষ্ণকে নিবারণ করিতে না পারিয়া এক দিন কোমরে দড়ি জড়াইয়া রাগে উদুখলে বাঁ-ধিয়া কহিলেন, তুমি বড় চঞ্চল এখন, পারত যথা ইচ্ছা যাও, এই বলিয়া যশোদা গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তার পর কৃষ্ণ উদূখল লইয়া দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়া যাওয়ায় উদূখল বাঁকা হইয়া আটকাইয়া গেল। কৃষ্ণ জোরে টান দিলে প্রকাণ্ড দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ কটকট শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িলে ব্রজবাসী গোপগণ আসিয়া দেখে বৃক্ষদুটি ভূমিতে পতিত হইয়াছে, কৃষ্ণ এক দাঁত বাহির করিয়া হাঁসিতেছেন, কোমরে দড়ও আছে সেই অবধি কৃষ্ণের দামোদর নাম হইল।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া নন্দ আদি বৃদ্ধ গোপগণ পরামর্শ করিল এখানে থাকিলে কি জানি কি দুর্ঘটনা হয় ব্রজ ত্যাগ করিয়া সকলে গিয়া বৃন্দাবনে বাস করি। এই বলিয়া দই

ফেলিয়া ভাঁড় শকট লইয়া ব্রজ ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্র গাভি বৎস লইয়া দলে দলে বৃন্দাবনে যাইতে লাগিল। পতিত দধি থাইতে ক্ষণমাত্রে ব্রজস্থান কাকে সমাকীর্ণ হইল।

তার পর গোপগণের পুষ্টির জন্য বৃন্দাবনে মঙ্গলময় করিতে লাগিলেন। পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন, জল বায়ু উৎকৃষ্ট হইল। কিছু দিন পরে রামদামোদর গো চড়াইতে নিযুক্ত হইলেন। হাতে বাঁশী, মাথায় ময়ুর পুচ্ছ, কানে বন্য ফুল দিয়া হেঁসে খেলে দুইটি কার্ত্তিকের ন্যায় গোপবালকদের সঙ্গে গোরু চড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জগতের পালনকর্ত্তা এখন গোপালনে নিযুক্ত, বয়সও সাত বৎসর হইল।

বর্ষা কাল উপস্থিত হইলে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, মুষলাধারে বৃষ্টি পতিত, পৃথিবী শস্য পূর্ণা, পদ্মরাগে মরকত মণির ন্যায় ভূমির শোভা হইল। যেমন দুর্জ্জনের চিত্ত কুপথগামী হয় তদ্রূপ সলিল রাশি নিম্নগা সমূহে ধাবিত হইল। চন্দ্র নির্ম্মল হইলেও মলিন মেঘে আবৃত হইয়া মূর্খের প্রগল্ভ বাক্যে আচ্ছাদিত সাধু বাক্যের ন্যায় অপ্রকাশ হইয়া থাকিল। যেমন রাজার নিকট নিগুণ পুরুষেরা প্রতিষ্ঠালাভ করে, তদ্রূপ জ্যাশূন্য হইয়া আকাশে ইন্দ্রধনু প্রকাশ হইল। দুষ্টের সাধু চেষ্টার ন্যায় বকেরা মেঘ মধ্যে নির্ম্মল শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। দুর্জ্জনের সঙ্গে সাধুর মিত্রতার ন্যায় বিদ্যুৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অস্পষ্টজড় ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় পথে নব শস্যে আবৃত হইয়া অস্পষ্ট হইল এরূপ মনোহর সময়ে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই

আনন্দ মনে গোপালগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে গোপবেশ ধারণ করিয়া গোরু লইয়া গোপালদের সঙ্গে ব্রজে আসিয়া দেবতাদের ন্যায় বয়স্য গোপগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

কালিয় দমন।

পরাশর কহিলেন, একদা কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে না লইয়া একাকী বৃন্দাবনে যাইয়া খেলা করিতে করিতে কালিন্দী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া অতি বড় কালীয় নাগের হ্রদ দেখিলেন। এই সর্পের বিষে জল বিষময়, গরম, কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তীরের কাছ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, বিহঙ্গমেরা মরার ন্যায়। ভগবান্ মধুসূদন এই রূপে দুরাত্মা কালীয়কে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুরাত্মা গরুড়ের বাণে পরাজিত হইয়া সমুদ্রে পলায়ন করিয়াছিল। ইহার দ্বারা সাগরগামিনী যমুনার জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া কেহ পান করিতে পারে না। ব্রজবাসিদের জন্য ইহাকে বিনাশ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই জন্য আমার মনুষ্য লোকে জন্ম হইয়াছে। এই বলিয়া নিকটস্থ একটা বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হ্রদে ঝাঁপ দিলেন। কৃষ্ণ হ্রদে পতিত হইবা মাত্র শত শত সর্পে বেষ্টন করিয়া

দংশন করিতে লাগিল। নাগরাজের নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, বিষরূপ ফণা, আগুনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত, শত শত নাগ-পত্নী বিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে। এদিকে গোপগণ কৃষ্ণকে কালীয়হ্রদে পতিত দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজে যাইয়া কৃষ্ণকে সর্পে খাইয়াছে বলিবামাত্র গোপ-গোপী-যশোদা প্রভৃতি হায় হায় করিয়া হ্রদের নিকট আসিয়া দেখে কৃষ্ণকে সর্পে বেষ্টন করিয়া আছে। এই রূপ দেখিয়া নন্দগোপ ও যশোদা রোদন করিয়া বিবিধ প্রকারে খেদ করিতে লাগিলেন। যদিও সর্পে বেষ্টন করিয়াছে তথাচ কৃষ্ণের ঈষৎ হাস্য বদন গোপীগণ দেখিতে পাইল।

পরাশর কহিলেন, তার পর রোহিণী নন্দন বলদেব কৃষ্ণকে দেখিয়া নানা সম্বোধনে স্তব করিলে, কৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক নিজ বন্ধন মুক্ত করিয়া নাগ-রাজের মধ্যম ফণার উপর চড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহাতেই নাগরাজের ফণায় কৃষ্ণের পদচিহ্ন হইল। সর্পেরা যে ফণাতে দংশন করে কৃষ্ণ তাহা নত করিয়া দিলেন। ফণার উপরে কৃষ্ণের নৃত্য করায় নাগরাজ মূর্চ্ছিত ও রক্তবমন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নাগপত্নীগণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল। পরে নানামতে স্তব করিলে এবং নাগরাজ কায়মনে পূজা করিয়া জীবনভিক্ষা চাহিলে, ভগবান্ কহিলেন, সর্প! তুমি আর যমুনার জলে থাকিতে পারিবে না। সপরিবারে স্বজন লইয়া সমুদ্রে গিয়া বাস কর, তোমার মাথায় আমার পদচিহ্ন দেখিয়া গরুড়

তোমাকে বিনাশ করিবে না। এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরি সর্পকে ছাড়িয়া দিলে, তথাস্তু বলিয়া সমুদ্রে গমন করিল।

তার পর গোপীগণ কৃষ্ণকে জীবিত ও এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে স্তব করিতে লাগিল। যমুনার জল ভাল হইয়াছে দেখিয়া সকলে আহ্লাদিত হইল। তার পর কৃষ্ণ ব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপীগণ অদ্ভুত চরিত ও কর্ম্মের প্রসংশা এবং গোপগণ স্তব করিতে করিতে চলিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ধেনুক বধ।

পরাশর কহিলেন, এক দিন কৃষ্ণ বলরাম গো চড়াইতে চড়াইতে তালবনে উপস্থিত হইলেম। গাধার ন্যায় আকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য তালবনে থাকিয়া মাংসাদি আহার করিয়া কালযাপন করিত। তালবনে বিস্তর পাকাতাল পড়িয়া আছে দেখিয়া গোপগণ খাইতেইচ্ছা করিয়া কহিল হে রাম! হে কৃষ্ণ! দেখ ধেনুক রাক্ষসের ভয়ে এমন তাল ফল কেহই লইতে পারে না, চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে, আমরা খাইতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলায়, বলরাম ও কৃষ্ণ তাল পাড়িতে আরম্ভ করিল। তাল পড়ার

শব্দ শুনিয়া দৈত্য আসিয়া বলরামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। বলদেব সেই পা ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আধমারা করিয়া বেগে তালগাছের উপর নিঃক্ষেপ করিলেন। তার পর ধেনুকের জ্ঞাতি বন্ধুরা আসিলে কৃষ্ণ বলরাম সকলকে তালবৃক্ষে নিঃক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিলেন। সেই অবধি তালবনে গোগণ বিচরণ করিয়া শস্য সমুদায় পরম সুখে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

প্রলম্ব বধ।

পরাশর কহিলেন, রাসভদৈত্য বিনাশ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষের নিকট গমন করেন। কৃষ্ণ বলরাম কখন গান গায়, কখন সিংহনাদ করে, কখন গাছে চড়িয়া গাভিদের ডাকে, কখন গোচারণ করে, কখন বনমালা ধারণ করিয়া শোভা পায়, এই রূপে খেলা করে।

তার পর এক দিন প্রলম্ব নামক অসুর বালকের বেশ ধরিয়া কৃষ্ণকে দুষ্ট দেখিয়া বলরামকে মারিবার জন্য খেলা করিতে লাগিল, কৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে খেলিতে লাগিলেন। এই রূপ পরস্পর বালক বালকে খেলা করিয়া যে যাহাকে পরাজয় করিত সে তাহার কাঁধে চড়িয়া ভাণ্ডীর বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত যাইতে হইত। প্রলম্ব দানব রামকে কাঁধে করিয়া

দৌড়িলে, কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! একটা প্রকাণ্ড দৈত্য আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। মধু-সুদন! যাহা আমার কর্ত্তব্য বল, দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে লইয়া চলিল।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ বলরামের বল জানিতেন বলিয়া হাঁসিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি কারণের কারণ, প্রলয়কালেও তোমার বিনাশ নাই, মনুষ্য স্বভাব পরিত্যাগ কর ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে স্মরণ করিয়া দিলে বলরাম ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রলম্বের মাথায় এক মুষ্টাঘাতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া দিলে ঘুরিয়া যেমন পড়িল অমনি মুখ দিয়া রক্ত পাত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। বলদেব প্রলম্বকে বিনাশ করিল, ইহা দেখিয়া গোপ বালকেরা স্তব করিতে লাগিল। তার পর কৃষ্ণ বলরাম গোকুলে প্রত্যগমন করি-লেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপূরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে নবম অধ্যায়॥ ৯॥
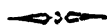
দশম অধ্যায়।

কৃষ্ণের শরৎলীলা ও গিরিযজ্ঞ।

পরাশর কহিলেন, এই রূপে রাম কৃষ্ণ বিহার করিতে করিতে বর্ষা গত হইয়া শরৎকাল উপস্থিত হইল। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। গৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন ও বিষয় আদির মমতায় সন্তাপ ভোগ করে তদ্রূপ পলল্স্থিত

সফরীরা সন্তপ্ত হইতে লাগিল। সংসার অসার জানিয়া যোগীরা আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া মৌন অবলম্বন করে, তাহার ন্যায় অরণ্য মধ্য ময়ূরেরা নৃত্যাদি ত্যাগ করিয়া মৌনী হইল। জ্ঞানীরা সর্ব্বস্ব এমন কি নির্ম্মল অন্তঃ-করণে বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করে তদ্রূপ মেঘেরা আকাশকে পরিত্যাগ করিল। অনেকের স্নেহ বশতঃ মন যেমন শুষ্ক হইয়া উঠে তদ্রূপ নদী সরোবর সকল শুষ্ক হইতে লাগিল, নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞান বীতরাগ ব্যক্তির হৃদয়ে মিলিত হয় তদ্রূপ শরতের নির্ম্মল জল, নির্ম্মল কুমুদে মিলিত হইল। সাধু ব্যক্তি বংশের যেমন শোভা সেই মত তারকাবলি বিরা-জিত আকাশে চন্দ্রের শোভা পাইতে লাগিল। জ্ঞানীরা যেমন মমতা ত্যাগ করে সেই মত জলাশয় সকল তীর ত্যাগ করিতে লাগিল। যোগভ্রষ্ট যোগীরা যেমন পুনরায় যোগ প্রাপ্ত হন্ সেইমত হংসেরা পূর্ব্ব পরিত্যক্ত জলাশয় জলের সহিত পুনরায় যোগ প্রাপ্ত হইল। যতি যেমন যোগ দ্বারা প্রশান্ত হন্ সেই মত সমুদ্র প্রশান্ত হইল। জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে বিষ্ণু অবস্থান করিলে যেমন নির্ম্মল হয়, তার মত সমুদায় জল নির্ম্মল হইল। যোগাগ্নিতে ক্লেশ দগ্ধ হইলে যোগীদের মন যেমন নির্ম্মল হয় তাহার ন্যায় শরৎকালে মেঘ না থাকায় আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইল। তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার জনিত দুঃখ হরণ করে তাহার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যাংশু জনিত তাপ অপনয়ন করিতে লাগিল। প্রত্যা-হারে যেমন ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে তাহার ন্যায় শরৎকালে আকাশ হইতে মেঘকে, পৃথিবী হইতে

কাদা সমুদায়কে ও জল হইতে আবিলতাকে দূর করিল।

তার পর কৃষ্ণ ব্রজে গিয়া দেখেন, যে ব্রজবাসিগণ শক্রোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া গোপগণকে কহিলেন, এ শক্রোৎসবের কারণ কি? নন্দগোপ কহিলেন, মেঘ ও জলের রাজা ইন্দ্রের আদেশে জল বর্ষণ হইয়া শস্য উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি এবং যাগ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া থাকি। অন্যান্য জীবগণ প্রাণধারণ করে এই জন্য শরৎ-কালে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করা যায়।

দামোদর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে তাত! আমরা বনচর ব্যতীত কৃষি বা বাণিজ্যজীবী নহি, আমাদের গা-ভিই দেবতা। তর্ক, বেদ, অর্থ ও বার্ত্তা এই চার প্রকার শাস্ত্র তন্মধ্যে বার্ত্তা শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহা আমি বলি-তেছি, শ্রবণ করুন্। হে মহাভাগ! কৃষি, বাণিজ্য ও পশু পালন এই তিন প্রকার ব্যবসায়েতে বার্ত্তাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষকের কৃষিই বৃত্তি, পণ্যজীবির বাণিজ্য কিন্তু আমাদের কেবল পশুপালনই বৃত্তি। এই রূপে বার্ত্তা শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে বিদ্যার যে দেবতা তাহারই পূজা ও মান্য করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অপরকে করায় নিষ্ফল। যেখানে কৃষি কার্য্য হয় তাহার নাম ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের সীমা ভূমি, ভূমির বন, বনের সীমা পর্ব্বত নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পর্ব্বতই এক মাত্র আমাদের আশ্রয়, ঘর, দরজা, প্রাচীর আদির স্বরূপ। মুনিদিগের ন্যায় যেখানে সন্ধ্যা সেই স্থানেই সুখে আমরা কালযাপন করিয়া থাকি।

শুনিয়াছি কামরূপী পর্ব্বত সকল নানারূপ ধরিয়া আপন আপন গুহাতে বেড়ায়। মানবেরা কেহ অপরাধী হইলে সিংহরূপ ধারণ করিয়া বিনষ্ট করেন। এই জন্য গিরিযজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন, ইন্দ্রের উপাসনায় আমাদের কোন উপকার নাই। পর্বিতই আমাদের দেবতা। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের দ্বারা দেবতার পূজা এবং কৃষিরা লাঙ্গলের পূজা করিয়া থাকে, আমরা পর্ব্বতের আশ্রিত বনবাসী, আমাদের গিরিযজ্ঞ ও গোযজ্ঞ বিধি। অতএব যথাবিধানে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণদের দুগ্ধপান করাউন্ এই শরৎ কালে পূজা ও হোম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন ও গোগণকে বিভূষিত করুন্। হেগোপালগণ! আমার এই মত গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত ও গোগণকে সন্তুষ্ট করিলে আমরা সুখী হইব।

হে বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি সমুদায় ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ এবং অন্য যাহারা তথায় উপস্থিত হইল তাহাদের উত্তমরূপে ভোজন করাইতে লাগিল। তার পর গোরু পূজা করিয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলে ঋষভগণ মেঘের ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিল।

হে দ্বিজ! কৃষ্ণ পর্ব্বতশিখরে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমি শৈল বলিয়া গোপগণ প্রদত্ত সমুদায় অন্নাদি ভোজন করিলেন। তার পর কৃষ্ণের দ্বিতীয় পর্ব্বতরূপিণীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে গোপগণ বর পাইয়া আপন আপন ঘরে আসিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

—০::॥ * : *॥ ::০—

কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধে মেঘগণকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মেঘগণ! তোমরা গোকুলে যাইয়া ঝড় বৃষ্টি করিয়া গোপ, গোপী ও বৎসগণকে প্রপীড়িত কর। আমিও যাইতেছি।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! ইন্দ্রের আদেশে বজ্রাঘাত, বিদ্যুৎপাত, ঝড় ও বৃষ্টিতে গাভি বৎস ভাসিয়া গেল। কৃষ্ণ গোপী, গোপ ও গোগণকে কাতর দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি দেবরাজের পূজা রহিত করায় উৎপাত হইতেছে, এক্ষণে ইহাদের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে তুলিয়া ছাতার ন্যায় ধরিলেন এবং সকলকে বলিলেন, পর্ব্বত পতনের কোন ভয় নাই, পর্ব্বতের নিচে পরম সুখে অবস্থান কর। গোপগোপীগণ আপন আপন ভাঁড়, গাড়ি, গোরু বৎস আদি লইয়া পর্ব্বতের স্থানে স্থানে প্রবেশ করিল। এদিকে ইন্দ্রও জলবর্ষণে নিবারণ করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞার কোন ফলই হইল না। তার পর কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। ব্রজবাসীরা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

—০:০—

দ্বাদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রের আগমন ও কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম প্রাপ্তি।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া দেবরাজ দর্শন করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন কৃষ্ণ গোপবেশে গোপবালকদের সঙ্গে গোরু চড়াইতেছেন। হে দ্বিজ! দেবরাজ ঐরাবত হইতে নামিয়া কৃষ্ণের স্তব করত ঘণ্টা বাজাইয়া অভিষেক করিয়া বলিলেন, তুমি গোপগণের ইন্দ্র গোবিন্দনামে খ্যাত হইবে।

অর্জ্জুনকে রক্ষার্থ ইন্দ্রের উপদেশ।

তারপর শচীপতি ইন্দ্র কৃষ্ণকে বিনীতভাবে কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! কুন্তীর গর্ভে আমার ঔরসে পৃথিবীর ভার অপনয়নার্থ অর্জ্জুন নামে পুত্র হইয়াছে তাহাকে তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

ভগবান্ কহিলেন, আমি এ কথা জ্ঞাত আছি এবং যত দিন পৃথিবীতে থাকিব তত্তদিন রক্ষা করিব। অর্জ্জুনকে কেহই পরাজয় করিতে পারিবে না। হে মহাবাহো! কংস, কেশী আদি দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। হে দেবেন্দ্র! তাহাতে পৃথিবীর ভার কমিয়া যাইবে। এখন তুমি যাও, পুত্রের জন্য কোন চিন্তা করিও না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপন হইলে অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবকে অক্ষত শরীরে কুন্তীর নিকট সমর্পণ করিব। ইন্দ্র কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ঐরাবতে চড়িয়া দেবলোকে গমন

করিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণের সহিত পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাসলীলা।

পরাশর কহিলেন, গোপগণ কৃষ্ণের কর্ম্ম সমুদায় অতীব আশ্চর্য্য কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে তাত! ইহার কারণ কি? বল। আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। দেবেরও অসাধ্য কর্ম্ম সকল দেখিয়া তোমাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করি না।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! কৃষ্ণ গোপগণের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রণয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভো ভো গোপগণ! আমি তোমাদের এক জন বন্ধু ব্যতীত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা যক্ষ নহি এবিষয়ে আমাকে অন্য কিছু মনে করিও না। এই কথা শুনিয়া গোপগণ চুপ করিয়া বনে গমন করিল।

তারপর বন ও আকাশের মনোহর শোভা দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর রামের সহিত সুমধুর গীত আরম্ভ করিলে গোপীরা ঘর ছাড়িয়া গান শুনিতে উপস্থিত হইতে লাগিল। এবং এক মনে কৃষ্ণকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিল।

এইরূপে কোন গোপকন্যা কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করত মুক্তিলাভ করিল।

তার পর কৃষ্ণ, গোপীগণে পরিবৃত হইয়া রাস আরম্ভ করিলেন। পরম রমণীয় বৃন্দাবন বনে দলে দলে গোপীগণ আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারূপ কৃষ্ণের অনুকরণ ও কথা বলিয়া রাসলীলায় মগ্ন হইল। এবং রাসলীলা করিতে করিতে শরৎকালীন মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গোপীদের স্বামি ভ্রাতা গুরুজনেরা নিবারণ করিলেও না শুনিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল। আকাশ, তেজ, পৃথিবী, জল ও বায়ু ইহাই সকলের শরীরে অবস্থিতি কিন্তু আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ গোপীগণের ও তাহাদের ভর্ত্তাতে এমন কি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন সেই জন্য ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের রাসলীলা পরম পবিত্র।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ
পঞ্চম অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

——০ঃ-ঃ০——

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অরিষ্ট বধ।

এক দিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণ রাস করিতেছেন এমত সময়ে বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক দৈত্য গোষ্ঠে আসিয়া ভয় জন্মাইয়া দিল। দৈত্যের আকার মেঘের ন্যায়, শৃঙ্গ দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নেত্রদ্বয় সূর্য্যসম। আসিবার সময় খুরে পৃথিবী

বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই দানবের আকার অত্যন্ত উচ্চ, কাঁধ ও সন্ধিস্থান কঠিন, জিহ্বা লোল, লেজ উন্নত, পৃষ্ঠ ও অঙ্গ মলমূত্রে লিপ্ত দেখিলেই গাভিগণ ভয়ে বিহ্বল হয়। তপস্বীগণকে বিনাশ করিয়া বনে বনে বেড়ায়।

তার পর এই ভয়ানক দৈত্যকে দেখিয়া গোপ ও গোপাঙ্গণাগণ ভীত হইয়া, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। দুরাত্মা কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করিয়া শিঙ দুইটি অগ্রসর করিয়া দৌড়িল মধুসূদন দৈত্যকে আসিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাঁসিয়া এক পা না সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন দৈত্য কাছে আসিলে শিঙ ধরিয়া হাঁটু দ্বারা কুক্ষিতে আঘাত করিয়া বল ও দর্প চূর্ণ করিলেন। তারপর কাঁধে ধরিয়া ভিজে কাপড়ের ন্যায় নিষ্পীড়ন করত প্রহার করিলে রক্ত উঠিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর হত হইলে দেবতারা যেমন দেবরাজের স্তব করিয়াছিল, সেই মত অরিষ্ট দৈত্য বিনষ্ট হইলে গোপগণ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ বিনাশের কংসের চেষ্টা।

পরাশর কহিলেন, নারদ কংসের নিকট যাইয়া কৃষ্ণের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলে, দুর্ম্মতি কংস ক্রোধান্বিত হইয়া

বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া যাদবগণের নিন্দা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ এখন অত্যন্ত শিশু উহাকে আমার বধ করা অনুচিত কিন্তু যুবা হইলে বধ করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমি ধনুর্ম্মহ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত মল্ল যুদ্ধে কেহইপারে না, সেই উপলক্ষে বালক দুইটিকে আনাইয়া বিনাশ করিব। উহাদের আনাইবার জন্য যদু-বংশশ্রেষ্ঠ সফল্কতনয় অক্রূরকে গোকুলে পাঠাইব। বৃন্দাবনচারী কেশী দৈত্যকে ঐ দুই বালককে বিনাশ করিতে বলিব। অথবা কুবলয়াপীড় নামক হস্তিকে শিখাইয়া রাখিব বালক দুইটি এলে পর বিনাশ করিবে। এই রূপে আগে রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া দুর্ম্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে বিনাশ করিয়া সমুদায় গোধন হরণ করিব। এক মাত্র অক্রূর তুমি ভিন্ন সমুদায় যাদবগণকে বিনষ্ট ক-করিতে যত্নবান্ হইব। হে বীর! এই রূপে যাদবগণ ধ্বংস হইলে আমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিব। তুমি আমার সন্তোষের নিমিত্ত যাও এবং গোপগণকে বলিবে যে তাহারা ঘৃত দধি লইয়া শীঘ্র এখানে আইসে।

পরাশর কহিলেন, অক্রূর যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইয়া কৃষ্ণকে দেখিব বলিয়া আনন্দমনে ত্বরা করিয়া রথে চড়িয়া মথুরায় গমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

—:—

কেশী বধ।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কেশী নামক দৈত্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল। অশ্বরূপধারী ভীষণ কেশী হ্রেসা শব্দে গোপগোপগণের প্রতি ধাবমান্ হইলে ভীত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল। রক্ষাকর, রক্ষাকর এই শব্দ শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপগণ! ভীত হইও না। কেশীকে দেখিয়া কেন ভয় করিতেছ? তোমরা গোপ জাতি কি জন্য আমার বীর্য্যের অবমাননা করিতেছ? এর বল অতি সামান্য, অমি সে সকল দৈত্য বধ করিয়া থাকি তাহার বাহন মাত্র। আয় দুষ্ট অশ্ব! মহাদেব যেমন সূর্য্যের দাঁত ভাঙিয়াছিল সেই মত তোর সমুদায় দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। দৈত্য যেমন হাঁ করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে গেল কৃষ্ণ বাহু বিস্তারিত করিয়া মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এই সময়ে দাঁতগুলিন সমুদায় পতিত হইল। তারপর রক্ত উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও হাঁ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

এই রূপে কৃষ্ণ কেশীকে বিনাশ করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেশীকে হত দেখিয়া গোপগোপীগণ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। এমত সময়ে মহর্ষি নারদ কেশীকে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণকে প্রসংশা করিয়া বলিলেন, কেশীকে বিনাশ হেতু আপনি ইহলোকে কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। হে

কেশীনিসূদন! আমি পুনরায় কংস যুদ্ধ দেখিতে আসিব। উগ্রসেন তনয় কংস স্বজনসহ বিনষ্ট হইলে পৃথিবীর ভার কমিবেক। আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম।

পরাশর কহিলেন, নারদ এই কথা বলিয়া গেলে কৃষ্ণ গোপগণের সহিত গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অক্রূরের বৃন্দাবন গমন ও আনন্দ।

পরাশর কহিলেন, এদিকে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণ দর্শন হেতু অক্রূর নন্দালয়ে গমন করিলেন। পথে কৃষ্ণ দর্শন হেতু স্তব ও ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গোকুলে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। অক্রূর কহিলেন, ইনি পরমপদ, তেজস্বরূপ, ভগবান্ বাসুদেবের অংশ। ইনি সেই বিষ্ণু দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় সফল হইল। এই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আলিঙ্গন করিলে আমার অঙ্গ সফল হইবে। করকমলের অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিলে আমার সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ইনি ভয়ঙ্কর দৈত্যপতিগণকে নিহত করিয়া দৈত্যকামিনীদের নয়ন অঞ্জন শূন্য

করিয়াছেন। বলিরাজ যাঁহাকে এক অঞ্জলি জল দিয়া পাতালে যাইয়া মনোহর ভোগ্যবস্তু ভোগ ও সম্পূর্ণ মন্বন্তর কালে অমর ও দেবতাদের উপর নিষ্কণ্টকে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার কোন দোষ নাই, তথাপি কংসের অনুগত বলিয়া ইনি কি আমাকে অবমাননা করিবেন? যদি করেন তাহা হইলে আমি অসাধু আমার এমন জন্মে ধিক্। যিনি জ্ঞানময়, শুদ্ধসত্ত্বময়, যিনি অজ্ঞানের অধীন, যিনি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত সমুদায় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন তাঁহার পক্ষে জগতের কাহারও কোন কার্য্যের অবিদিত নাই। অতএব আমি এখন সেই আদি মধ্য ও অন্তহীন ঈশ্বরের নিকট যাই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ
পঞ্চম অংশে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥
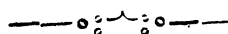
অষ্টাদশ অধ্যায়
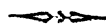
অক্রূরের সংবাদ।

পরাশর কহিলেন, অক্রূর, গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া চরণযুগলে প্রণাম করিলে কৃষ্ণ স্পর্শ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গ করিলেন। অক্রূরকে সঙ্গে করিয়া আনন্দ হৃদয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তারপর অক্রূরের সঙ্গে নানা প্রকার কথোপকথন হইলে অক্রূর ভোজন করিলেন। তার পর অক্রূর বলিতে লাগিলেন দুরাত্মা কংস বসুদেবকে

ভাড়না এবং দেবী দেবকীকে ভৎ'সনা করে অপর কংসের সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া কেশব কহিলেন, হে কেশিসূদন! তুমি যাহা যাহা বলিলে তৎসমুদায় জ্ঞাত আছি। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। মনে কর যেন কংস বিনাশ হইয়াছে। আজ থাক, কল্য তুমি আমি ও বলরাম এক সঙ্গেই মথুরা যাইব। বৃদ্ধ গোপগণ উপহার লইয়া যাইবে।

পরাশর কহিলেন, পরদিন কথিতমত মথুরায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলে গোপীগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয় নানা রূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। এবং অক্রুরকে ক্রূর বলিয়া যথোচিত ভৎ'সনা করিতে লাগিল। এইরূপে রামকৃষ্ণ ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। অক্রূর কালিন্দী জলে স্নান আহ্নিক সমাপন করিবার জন্য কৃষ্ণবলরামকে রথে থাকিতে বলিলেন।

হে বিপ্র! অক্রূর যমুনা জলে নিমগ্ন হইয়া আচমনানন্তর পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানে অক্রূর কুঁদফুলের মালার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, অরুণ নয়ন শোভিত বলদেবের অনন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সহস্র ফণাবিরাজিত বাসুকি রম্ভ প্রভৃতি প্রকাণ্ড সর্পগণ চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতেছে, শরীর বনমালায় বিভূষিত।

তারপর কালবসন পরিধান, শিরে পদ্মশোভিত, কোলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু রহিয়াছেন। এই বিষ্ণু কালবর্ণ, পীতবর্ণ বসন পরিধান, চিত্রিত মাল্যে বিভু-

ষিত থাকাতে ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুন্মালায় চিত্রিত মেঘ বলিয়া বোধ হইতেছে। বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, চারিহাতে কেয়ূর, মাথায় মুকুটে শোভা বিস্তার করিতেছে। অক্রূর কৃষ্ণকে এই অদ্ভুত বিষ্ণু অবতার দেখিতে পাইলেন। সনন্দন প্রভৃতি সিদ্ধ মহর্ষিগণ সেইখানে থাকিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিতেছেন। তার পর অক্রূর বলদেব ও কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া নানামন্তে স্তব ও নমস্কার করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরণানুবাদে
পঞ্চম অংশে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

রামকৃষ্ণের মথুরায় প্রবেশ ও রজক বধ।

পরাশর কহিলেন, অক্রূর জল মধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া ফুল, ধূপ ও উপকরণ দিয়া পূজা করিলেন। এবং রথে উঠিয়া জলের বৃত্তান্ত অক্রূরকে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলে, অক্রূর সেই বিষ্ণু কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যার সময়ে মথুরাপুরীতে পঁহুছিলেন।

তার পর অক্রূর বলিলেন, তোমরা দুইজন পদব্রজে যাও আমি রথে চড়িয়া পুরীতে প্রবেশ করিতেছি কিন্তু আগে তোমরা বসুদেবের গৃহে যাইও না। কংস তোমার পিতাকে তোমাদের জন্য তাড়না করিয়া থাকে।

পরাশর কহিলেন, সেই মত মথুরায় প্রবেশ করিলে

ভাই দুইটিকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল। রাম কৃষ্ণ যাইতে যাইতে এক রজককে দেখিয়া ভাল কাপড় চাহিল, সে ব্যক্তি কংসের রজক গর্ব্বিত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ রাগ করিয়া রজককে বিনাশ ও নীল পীত বস্ত্র লইয়া পড়িলেন। পরে মালাকারের ঘরে উপস্থিত হইলেন।

হে মৈত্রেয়! মালাকার অপূর্ব্বরূপ দ্বয় অবলোকন করিয়া দেবতা বিবেচনা করত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রফুল্ল বদনে পুষ্পাদি দিতে লাগিল। মালাকারের স্তবে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন যে তোমাকে লক্ষ্মী কখনও পরিত্যাগ করিবেন না এবং পৃথিবীতে চিরকাল তোমার বংশ থাকিবে। অবশেষে আমার অনুগ্রহে আমাকে স্মরণ করিয়া দেবলোকে যাইবে। ইত্যাদি

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে উনবিংশ অধ্যায়॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের কুব্জার কুব্জত্ব দূরকরণ ও ধনুর্ভঙ্গ।

পরাশর কহিলেন, তারপর কৃষ্ণ যাইতে যাইতে দেখিলেন নবযৌবনসম্পন্না কুব্জা চন্দনাদি লইয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ তাহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ইন্দীবরলোচনে! সত্য করিয়া বল, কার জন্য চন্দনাদি লইয়া যাইতেছ। কুব্জা মধুর বচন শ্রবণ ও অপরূপ রূপ দেখিয়া সকামা হইয়া

কহিল, নাথ! তুমি কি জাননা আমার নাম ত্রিবক্রা আমি কংসের জন্য এই সমুদায় অনুলেপন লইয়া যাইতেছি অন্য কোন রমণী প্রস্তুত করিয়া দিলে তাঁহার মনোনীত হয় না। এই জন্য তিনি আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন।

কৃষ্ণ কহিলেন হে রুচিরাননে। আমাদের গায়ের উপযুক্ত কিছু দাও। পরাশর কহিলেন, কুব্জা এই কথা শুনিয়া সমাদরে কহিল, যাহা আবশ্যক হয় আপনারা লউন্। রামকৃষ্ণ অনুলেপনে সুশোভিত হইলেন। পরে কৃষ্ণ কুব্জার কুব্জত্ব দুর করিয়া দিলে শরীর সোজা হইয়া রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইল। অনন্তর কুব্জা কৃষ্ণকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য কাপড় ধরিলে কৃষ্ণ হাঁসিয়া কহিলেন, আমি কিছুক্ষণ পরে তোমার ঘরে আসিব। এই বলিয়া কুব্জাকে বিদায় করিয়া বলদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিতে লাগিলেন। তার পর ধনুঃশালাতে গিয়া রক্ষকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ শরাসনের পূজা হইবেক? রক্ষকগণ সেই শরাসন দেখাইয়া দিলে কৃষ্ণ সেই ধনুক লইয়া ছিলা দিয়া বলপূর্ব্বক ভাঙিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গ শব্দ মথুরা বাসিদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিলে রক্ষকগণ অবরুদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইলে সকলকে বিনাশ করিয়া বাহির হইলেন।

রামকৃষ্ণ বধের জন্য কংসের পরামর্শ।

এদিকে কংস অক্রুরের আগমন ও কৃষ্ণের ধনুর্ভঙ্গ শুনিতে পাইয়া চাণূর ও মুষ্টিক নামক দৈত্যকে কহিলেন,

যাহারা আমাকে বিনাশ করিবে সেই গোপবালক দুইটি এখানে আসিয়াছে- তোমরা দুই জনে মল্ল যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দুজনকে বিনাশ করিবে, আমি পরিতুষ্ট হইয়া যাই। তোমরা চাহিবে তাহাই প্রদান করিব। উহারা আমার শত্রু, যে রূপে পার উহাদের বধ করিতে পারিলে রাজ্যের অর্দ্ধ অংশ পাইবে। কংস তার পর বাহুতকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার সভাদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তিকে রাখিবে। গোপবালকদ্বয় মল্লযুদ্ধের জন্য দ্বারে আসিলে তুমি হস্তি দ্বারা বিনাশ করিবে। অনন্তর মঞ্চ সমুদায় কেমন হইয়াছে দেখিতে লাগিলেন। কাল যে উপস্থিত তাহা জানিতে পারিল না।

ক্রমে নগরবাসিরা আসিয়া মঞ্চ সকল পূর্ণ হইল। রাজোপযুক্ত মঞ্চে রাজাগণ আসিয়া বসিলেন। যাঁহারা বিচার করিবেন তাঁহারা সকলের সম্মুখে এবং কংস একটী উচ্চ মঞ্চে বসিলেন। অন্তঃপুর রমণীগণ স্বতন্ত্র নির্ম্মিত মঞ্চে উপবিষ্ট হইলেন। অক্রূর ও বসুদেব মঞ্চের এক প্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

কুবলয়াপীড় বধ ও রামকৃষ্ণের রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ।

তার পর বাদ্য বাজিলে চানূর ও মুষ্টিক আসিয়া আস্ফালন করিলে চারিদিক্ হইতে হাহা শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। এদিকে বলদেব ও কৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হস্তিকে বিনাশ করিয়া রক্তমাখা কলেবরে প্রকাণ্ড গজদন্ত আয়ুধ রূপ ধারণ করিয়া, মৃগগণ মধ্যে সিংহ যেমন প্রবেশ করে তাহার ন্যায় গর্ব্বে খেলা করিতে করিতে রঙ্গস্থলে উপস্থিত

হইলেন। কৃষ্ণবলরামকে দেখিয়া মঞ্চস্থ সকল লোক হাহা-কার ও বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

চাণুর ও মুষ্টিক বধ।

পৌরগণ রামকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্য সকল বর্ণনা করিলে দেবকীর হৃদয়ে পরিতাপিত হইল এবং স্নেহে স্তন দুগ্ধ পড়িতে লাগিল। বসুদেব পুত্রেব মুখ দেখিয়া আনন্দে জরা পরিত্যাগ করিয়া যুবার ন্যায় বল ধারণ করিলেন। সক-লেই রামকৃষ্ণকে দেখিতে ব্যাকুল। সখিগণ কতই বলিতে লাগিল। দেখ সখি! দৈত্যদ্বয়ের আস্ফালন দেখিয়া বলদেব ঈষৎ হাঁসিতেছেন। ঐ দেখ সখি মল্ল যুদ্ধ করিবার জন্য চাণুর কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হইল। এখানে ন্যায় বিচারক কেহই নাই, এই কচি বালক কখনও বজ্রের ন্যায় কঠিন শরীর চানুরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ন্যায়ানুগত হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, তারপর চাণুর কৃষ্ণের সঙ্গে ও মুষ্টিক বলদেবেয় সঙ্গে মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল, ক্রমে মুষ্ট্যা-ঘাত বজ্রের ন্যায় কীল প্রহারাদিতে কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি ও চাণুরের বলক্ষয় দেখিয়া কংস ক্রুদ্ধ হইয়া রণ বাদ্য বাজা-ইতে নিষেধ করিলে, আকাশ হইতে বিস্তর দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল। এবং অন্তরালে দেবদারা কৃষ্ণ তুমি জয়যুক্ত হও এবং চাণুরকে বিনাশ কর বলিতে লাগিল। মধুসুদন চাণূরের সঙ্গে অনেক ক্ষণ ক্রীড়া করিয়া বিনাশ করিবার অভিলাষে তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভুমিতে ফেলিয়া দিবা মাত্র চাণূর শতখণ্ড হইয়া পঞ্চত্ব পাইল, রক্তে রঙ্গভুমি কাদা হইয়া গেল। এই রূপ বলদেব মুষ্টিককে

ভূমিতে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থল হাঁটুতে দলিতে দলিতে জীবন শেষ করিলেন। পরে বাম মুষ্টি প্রহারে মহাবল তোমলক মল্লকে ভূতলশায়ী করিলে ইহা দেখিয়া অন্যান্য-মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ বলরাম আনন্দে রঙ্গ ভূমিতে সমবয়স্ক গোপবালকগণকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন কংস ক্রোধে আরক্ত নয়নে উ-চ্চৈঃস্বরে গোপবালক দুটিকে বাহির করিয়া দাও, পাপাত্মা নন্দকে লৌহ শিকলে বদ্ধ কর, বৃদ্ধেরা বধযোগ্য নহে তথাচ বসুদেববৃদ্ধকে ধরিয়া এখনি বধকর আর যে সকল গোপ কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করিতেছে উহাদের গোধন বা অন্য ধন যাহা আছে সমুদায় কাড়িয়া লও।

কংস ও সুমালী বধ।

কংসের আজ্ঞা শুনিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাঁসিয়া বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মঞ্চে উঠিয়া কংসকে ধরিলেন। পরে চুলের মুটি ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া বুকের উপর উঠিয়া বসিবামাত্র কংস প্রাণ ত্যাগ কায়ল। ইহা দেখিয়া কংসের ভ্রাতা সু-মালী ক্রোধে আসিতেছিল বলদেব ধরিয়া তাহাকে বিনাশ করিল। ইহা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল।

অনন্তর কৃষ্ণ বলদেব উভয়ে যাইয়া বসুদেব ও দেব-কীর চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারা উভয়কে তুলিয়া কৃষ্ণকে জন্মকালের কথা স্মরণ করিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন। বসু-দেব নানা মতে স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে বিংশ অধ্যায়॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

উগ্রসেনের বন্ধন মোচন ও ইন্দ্রের সুধর্ম্মা সভা প্রদান।

পরাশর কহিলেন, তার পর কৃষ্ণ বসুদেব দেবকীকে তত্ত্বজ্ঞান পাইতে দেখিয়া সকলের মোহ সম্পাদন হেতু বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, জনকজননি! বলদেব দাদা আপনাদের দর্শন করিতে উৎসুক হইলেও কংস ভয়ে দেখা করিতে পারেন নাই। সাধুরা যতদিন পিতা মাতার সেবা না করে জীবনের সে অংশ বৃথা যায়। হে পিতঃ! যে সকল মানবেরা দেবতা ব্রাহ্মণ, পিতা, মাতা ও গুরুজনের সেবা করে তাহাদের জন্ম সার্থক হয়। কংসের ভয়ে আমরা করিতে পারি নাই সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন বলিয়া পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যদুবংশীয় সমস্ত বৃদ্ধদিগকে প্রণাম করিয়া পৌরগণের যথোচিত সম্মান করিলেন।

অনন্তর কংসের মাতা ও পত্নী শোকে অভিভূত হইয়া মৃত কংসের চারিদিকে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কৃষ্ণও যার পর নাই পরিতাপ করিয়া কাতরে সজল নয়নে রমণীগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরে উগ্রসেনের বন্ধন মোচন করিয়া তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যদুবংশের শ্রেষ্ঠ উগ্রসেন, বিনষ্ট পুত্র কংস ও অন্যান্য মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্য করিয়া সিংহাসনে বসিলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে বিভো! এখন কি কাজ করিতে হইবে নিঃ-

শঙ্ক চিত্তে আমাকে বলুন্।

যযাতির শাপে যদিও যদুবংশ রাজ্যভাগী নহে তথাপি আমি আপনার ভৃত্য উপস্থিত আছি। রাজগণের কথা দূরে থাকুক্ দেবতাদেরও প্রতি আপনি আদেশ করিতে পারেন। পরাশর কহিলেন, ভগবান্ কেশব এই কথা বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিবামাত্র উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ কহিলেন। হে বায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে বাসব! আর তুমি গর্ব্ব করিও না, সুধর্ম্মা সভা উগ্রসেনকে প্রদান কর। এ সভা যদুবংশের যোগ্য।

পরাশর কহিলেন, এই কথা শুনিয়া পবন ইন্দ্রের নিকট যাইয়া বলিলে পর ইন্দ্র সুধর্ম্মা সভা বায়ুকে দিলেন। তার পর বায়ু দ্বারা আনীত দিব্য সভা যদুবংশীয়েরা ভোগ করিতে লাগিলেন।

গুরু দক্ষিণা।

অখিল বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াও আচার্য্য ও শিষ্য রীতি প্রচারার্থ রাম কৃষ্ণ শাস্ত্র শিখিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীস্থিত অবন্তীপুর নিবাসী সন্দীপনি আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। তথায় গুরুত্ব স্বীকার করিয়া গুরুচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! চৌষট্টি দিন রাত্রির মধ্যে সমুদায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। ইহা দেখিয়া আচার্য্য সন্দীপনি বিবেচনা করিলেন যে চন্দ্র সূর্য্য শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বলিবামাত্র রামকৃষ্ণ অস্ত্র বিদ্যা সমুদায় শিক্ষা করিয়া কহিলেন, হে গুরো! আমাদের গুরু দক্ষিণা কি দিতে হইবেক বলুন্। রামকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া

সন্দীপনি মুনি বলিলেন, জলমগ্ন হইয়া প্রভাস নামে আমার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাকে আনিয়া দাও। রামকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলে সমুদ্র অর্ঘ্য পাত্র লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি নন্দীপনি পুত্রকে হরণ করি নাই। হে অসুরসুদন! আপনার জলে পঞ্চজন নামে শঙ্খরূপধারী এক দৈত্য আছে। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করত তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং তাহার অস্থিতে উত্তম শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন, এই শঙ্খের শব্দে দৈত্যদের বলহানি, দেবতাদের বলবৃদ্ধি ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইতে লাগিল।

তার পর কৃষ্ণ বলদেব যমপুরীতে গিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিতে প্রেতরাজকে পরাজয় করিয়া ~~করিলা~~ ব্রাহ্মণ কুমারকে লইয়া তাহার পিতার নিকট সমর্পণ করিলেন। পরে রামকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া দেখিলেন উগ্রসেন রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রজারা সকলে পরমসুখে আছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরণানুবাদে পঞ্চম অংশে একবিংশতি অধ্যায় ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জরাসন্ধের পরাজয়।

পরাশর কহিলেন, জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুইটি কন্যা কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ জামাতাকে বিনাশ করিলে মহাবলী মগধাধিপতি জরাসন্ধ তেইশ

অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া মথুরা নগরী অবরোধ করিল। রাম কৃষ্ণ অল্পমাত্র সেনা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আকাশ হইতে হরির সার্ঙ্গ নামক ধনু, অক্ষয় তূণীর ও কৌমোদকী নামক গদা আসিয়া উপস্থিত হইল। হে বিপ্র! বলদেবও পূর্ব্বকার অস্ত্র চিন্তা করায় হলসুনন্দ নামে মুষল আকাশ হইতে আসিয়া তাহার হস্তে উপস্থিত হইল। তারপর, রামজনার্দ্দন মগধরাজকে পরাজয় করিয়া নগরীতে প্রবেশ করিলেন। হে মহামুনে! জীবন লইয়া পলায়ন করিলেন কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত বলিয়া বোধ করিলেন না। দুর্দ্দান্ত মগধেশ্বর জরাসন্ধ আঠার বার যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এ কেবল লীলা মাত্র, কারণ কৃষ্ণ মনে করিলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন। তিনি মনুষ্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী প্রবল রাজাদের সঙ্গে সন্ধি ও হীনবলের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি কোথাও সাম, কোথাও দান, কোথাও ভেদ, কোথাও দণ্ডবিধান করিতেন, স্থান বিশেষে পলায়নও করিতেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥

——০:—:০——
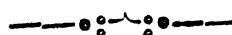
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কালযবনের উৎপত্তি ও মথুরায় আগমন।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! এক দিন গার্গ্য মুনি গোষ্ঠে বসিয়া আছেন এমত সময়ে তাঁহার শ্যালক যাদবগণের সাক্ষাতে ষণ্ড বলিয়া পরিহাস করিলে যাদবেরা

হাঁসিতে লাগিল। তাহাতে গার্গ্য ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ সাগরোগিয়া যাদবগণের ভয়জনক একটি পুত্রের কামনায় লৌহচূর্ণ খাইয়া মহাদেবের আরধনায় বার বৎসর গত হইলে শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন।

যবনরাজ নিঃসন্তান। বরপ্রাপ্তি শুনিয়া যবনরাজ গার্গ্যের উপাসনা করিলে গার্গ্য যবনরাজ মহিষীতে উপগত হইয়া ভোমরার ন্যায় একটি কালবর্ণ পুত্র উৎপাদন করিলেন। পুত্রের নাম কালযবন। ইহার বক্ষঃস্থল বজ্রের ন্যায় কঠিন, যবনরাজ পুত্রকে রাজ্য দিয়া বনে গমন করিলেন। কালযবন পৃথিবীতে বলবান্ রাজা অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া নারদ আসিয়া কহিলেন, আজকাল যাদবেরা পৃথিবীর মধ্যে প্রবল ইহা শুনিয়া কালযবন অসংখ্য ম্লেচ্ছ সৈন্য লইয়া মথুরায় গমন করিল।

মথুরায় দুর্গ ও দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ।

কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি যবনেরা সংগ্রাম করিয়া যাদব সৈন্য ক্ষয় করে, তাহা হইলে মগধেশ্বর আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিবে। অপর মগধরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সৈন্যক্ষয় করিলে, যবনরাজ আসিয়া যাদবগণকে বিনাশ করিবে। দুই দিকেই বিপদ। এই রূপ বিবেচনা করিয়া একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট দ্বাদশ যোজন ভুমি প্রার্থনা করিলেন এবং সেই খানে দ্বারকা নামে পুরী নির্ম্মিত হইল। দ্বারকাপুরীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইল, মধ্যে মনোহর উদ্যান

ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভিত হইল। কৃষ্ণ মথুরাবাসিগণকে দ্বারকায় আনিয়া বসাইলেন।

কালযবন বধ ও মুচুকুন্দের নিকট কৃষ্ণের পরিচয়।

কালযবন মথুরার কাছে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ একাকী বহির্গত হইয়া নিরস্ত্রে কালযবনের শিবির দৃষ্টার্থ উপস্থিত হইলেন। কালযবন কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলে কৃষ্ণ পলাইতে লাগিলেন কালযবন পিছু পিছু দৌড়িল। কৃষ্ণ এক পর্ব্বতের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই গুহায় মুচুকুন্দ নামে জনৈক মহাবলপরাক্রান্ত রাজা নিদ্রা যাইতেছিলেন। কালযবন গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিল জনৈক মনুষ্য শুইয়া আছে। কৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিলে নিদ্রিত মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া দেখিবামাত্র ক্রোধাগ্নিতে যবন রাজ প্রজ্জ্বলিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হইল।

দেবাসুর সংগ্রামে মুচুকুন্দ অসুরগণকে পরাজয় করিয়া ক্লান্ত হইলে দীর্ঘকাল নিদ্রা যাইবার জন্য দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে, দেবতারা কহিলেন। যে তোমাকে জাগাইবে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইবে তুমি সুখে নিদ্রা যাও। মুচুকুন্দ কাল যবনকে ভস্ম করিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি? কৃষ্ণ বলিলেন, যদুবংশে জন্ম আমার, পিতার নাম বসুদেব। পূর্ব্বে গর্গ মুনি বলিয়াছিলেন কৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইবেন সেই কথা মনে পড়িয়া কৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি আপ-

নাকে জানিতে পারিয়াছি আপনি পরমেশ্বর বিষ্ণু অংশ; এই বলিয়া বিবিধ মন্ত্রে স্তব করত শরণাপন্ন হইলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মুচুকুন্দের তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন।

পরাশর কহিলেন, মুচুকুন্দের স্তব শুনিয়া ভগবান্ হরি কহিলেন। হে নরেশ্বর! তুমি এক্ষণে স্বর্গে গিয়া তথাকার ভোগ্যবস্তু সমুদায় ভোগ করিয়া জাতিস্মর হইয়া সদ্বংশে-জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সেই জন্মে তোমার মুক্তি হইবে।

পরাশর কহিলেন, তার পর মুচুকুন্দ এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন মানবের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তখন তিনি কলিযুগ আগত হইয়াছে বুঝিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে নর নারায়ণের আশ্রমে তপস্যার্থ গমন করিলেন। এদিকে কৌশল ক্রমে কাল-যবন বধ করিয়া শত্রু সৈন্য সমুদায় লইয়া দ্বারকায় আসিয়া উগ্রসেনের নিকট সমর্পণ করিলেন। যাদবগণও নিঃশ-ঙ্কচিত্ত হইল।

বলদেবের বৃন্দাবনে গমন।

হে মৈত্রেয়! তার পর যুদ্ধবিগ্রহ শান্তি হইলে জ্ঞাতি-গণকে দেখিবার জন্য বলদেব গোকুলে নন্দালয়ে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বলদেব গোপীগণের

সহিত কথাবার্ত্তা, হাস পরিহাস, পরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বলদেবের বারুণী দেবী প্রাপ্ত ও যমুনা আকর্ষণ।

পরাশর কহিলেন, অনন্তদেব পৃথিবীর মহৎকার্য্য সমাধান করিয়া গোপগণের সহিত বনে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া বরুণ বারুণীকে কহিল। হে বরুণে! তুমি যাহার প্রিয়তমা ছিলে সেই অনন্তদেবের উপভোগের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হও। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবন বনে কদম্ব বৃক্ষ কোটরে আবির্ভূত হইলে। বলদেব আঘ্রাণ পাইয়া মদিরা পানে অভিলাষী হইলেন। হে মৈত্রেয়! কদম্ব বৃক্ষ হইতে পতিত মদ্যধারা সহসা বলদেব দেখিতে পাইয়া অপার আনন্দে প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে গোপগোপীসনে মিলিত হইয়া মদিরা পান ও গীত বাদ্য করিতে লাগিল। এইরূপে বলদেবের কলেবরে ঘর্ম্ম হইলে স্নান করিবার জন্য যমুনাকে আহ্বান করিল, যমুনা মাতাল বলিয়া আইলেন না। ইহাতে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল দ্বারা যমুনার কটিদেশ ধরিয়া তীরে টানিতে লাগিলেন। পাপে! এখন ক্ষমতা থাকেতো যেথা ইচ্ছা যাও। তার পর যমুনা ভীত হইয়া ছাড়িয়া দিবার জন্য বলদেবের

স্তব করিলে, বলদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার বীর্য্য বলের অবমাননা কর তাহা হইলে এই লাঙ্গল প্রহারে সহস্রধা বিদীর্ণ করিব।

পরাশর কহিলেন, যমুনা এই কথা শুনিয়া বলদেবকে প্রসন্ন করিলে তিনি ছাড়িয়া ছিলেন। তার পর বলদেব স্নান করিয়া উঠিলে লক্ষ্মী তাঁহার কর্ণ ভুষণ কুণ্ডল, পদ্ম ও বরুণ প্রেরিত পদ্মের মালা ও নীলবর্ণ বসন যুগল প্রদান করিলেন।

রেবতীর সহিত বলদেবের বিবাহ।

তার পর হলধর বেশভুষা করিয়া দুই মাস অতীত হইলে পুনরায় দ্বারকায় আসিলেন। রেবতীর গর্ভে নিশঠ উল্মুক নামে দুইটি পুত্র হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে পঞ্চবিংশ অধ্যায়॥ ২৫॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

রুক্মিণী হরণ।

পরাশর কহিলেন, বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক রাজার রুক্মী নামে এক পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা হইয়াছিল। কৃষ্ণ রুক্মিণীর পরস্পর বিবাহ কথা হইলে রুক্মি তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে জরাসন্ধের আদেশে শিশুপালকে দিতে ভীষ্মক ও রুক্মী সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিবাহের জন্য শিশুপাল মহাসমারোহে

জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের সহিত কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণরাম বিবাহ দেখিতে যদুসেনা সঙ্গে উপস্থিত হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব দিন বলরাম ও অন্য বন্ধুগণের প্রতি যুদ্ধের ভার দিয়া কন্যাকে হরণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্, পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল জরাসন্ধ, শাল্ব আদি মহীপতিগণ কুপিত হইয়া কৃষ্ণকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে যাদবগণ তাহাদের পরাজিত করিলেন। পরে রুক্মী কৃষ্ণকে বিনাশ না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণ রুক্মীকে পরাজয় করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী ভ্রাতার জীবন দানের প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি কুণ্ডিন নগরে না যাইয়া ভোজকট নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। এদিকে কৃষ্ণ রাক্ষসী বিধি অনুসারে রুক্মিণীকে বিবাহ করিলেন। ইহাঁর গর্ভে প্রদ্যুম্নের জন্ম। শম্বর দৈত্যে প্রদ্যুম্নকে হরণ করিলে, প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বিনাশ করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শম্বর ও প্রদ্যুম্নের কথা।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! প্রদ্যুম্ন জন্মিবামাত্র শম্বর জানিতে পারিল যে এই বালক আমাকে বিনাশ ক-

করিবে। সেইজন্য ষষ্ঠ দিবসে সূতিকা ঘর হইতে চুরি করিয়া ভীষণ লবণ সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিলে একটি মৎস্য তাহাকে ভক্ষণ করিল। প্রদ্যুম্ন মৎস্যের জঠরানলে দগ্ধ হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইল না।

তার পর জেলেরা অন্যান্য মৎস্যের সহিত সেই মাছ ধরিয়া বিনাশ করিল। পরে তাহারা দৈত্যরাজ শম্বরকে প্রদান করে। মায়াবতী নামে শম্বরের পত্নী গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা থাকিতেন। পাচক পাচিকার উপরও তাঁহার আধিপত্য ছিল। মায়াবতী মাছের উদরে একটি সুকুমার পুত্র দেখিয়া আনন্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ বালক কে? এমত সময়ে নারদ আসিয়া জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া অতি গোপনে প্রতিপালন করিতে বলিলেন।

পরাশর কহিলেন, মায়াবতী নারদের বাক্য শুনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! বালক যুবা হইলে মায়াবতী সাভিলাষা হয়েন, এবং সেই অনুরাগে সমুদায় আসুরী বিদ্যা শিখাইলেন। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে কহিলেন, তুমি কেন মাতৃ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আসক্ত হইতেছ? মায়াবতী কহিলেন, তুমি আমার পুত্র নহ, বলিয়া জন্ম বৃত্তান্ত কহিল। হে কান্ত! তোমার নিমিত্ত তোমার মাতা অদ্যাপি রোদন করিতেছেন।

পরাশর কহিলেন, প্রদ্যুম্ন এই কথা শুনিয়া শম্বরকে যুদ্ধার্থ ডাকিয়া কৃষ্ণ তনয় দৈত্যরাজের সমস্ত সৈন্য নিঃশেষ করিয়া অষ্টম মায়ার দ্বারা শম্বরকে সংহার করিলেন। তারপর মায়াবতীর সহিত আকাশ পথে পিতৃগৃহের অন্তঃ-

পুরে নিপতিত হইলেন। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া কৃষ্ণের মহিষীগণ ভর্ত্তাবোধ করিতে লাগিল। রুক্মিণী স্নেহ ভরে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনে মনে নানা রূপ কল্পনা করিতেছেন এমত সময়ে কৃষ্ণ ও নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এটি তোমার পুত্র। সূতিকা গৃহ হইতে হরণ অবধি সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন।

এই পতিব্রতা মায়াবতী তোমার পুত্রের ভার্য্যা। ইনি শাম্বর দৈত্যের স্ত্রী নহেন, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রদ্যুম্ন স্ত্রী মায়াবতীর কথা।

মন্মথ নাশ হইলে তদীয় ভার্য্যা মায়া, মদনের পুনরুৎপত্তি প্রতীক্ষায় মায়া রূপে শম্বরকে মোহিত করিয়াছিল। এক্ষণে মদন তোমার পুত্র ইনি মদনের ভার্য্যা রতি তোমার পুত্রবধূ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিও না।

তারপর কৃষ্ণ, রুক্মিণী ও যাবদীয় নগরবাসিনী রমণীরা আহ্লাদিত ও বিস্ময়ান্বিত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে সপ্তবিংশ অধ্যায়॥ ২৭॥

——০:~:০——

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অনিরুদ্ধের বিবাহ ও রুক্মী বধ।

পরাশর কহিলেন, রুক্মীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু চারুবিন্দ, সুচারু ও চারু

এই নয়টি পুত্র ও চারুমতি নামে একটি কন্যা জন্মে। কৃষ্ণের ভার্য্যাদের মধ্যে কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, জাম্ববতী ইহাঁর অন্য নাম রোহিণী, সুশীলা, সত্যভামা ইহাঁরা প্রধানা তদ্ব্যতীত ষোল হাজার স্ত্রী ছিল।

প্রদ্যুম্ন রুক্মী তনয়াকে স্বয়ম্বর স্থলে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধ নামে একটি পুত্র হয়। কৃষ্ণের পৌত্রের বিবাহে ভোজকটে রুক্মীগৃহে কৃষ্ণ বলরাম ও সমুদায় যাদব রাজাগণ গমন করেন।

রুক্মী বধ।

প্রদ্যুম্নের বিবাহ হইয়া গেলে পর, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি রাজাগণ রুক্মীকে কহিল, আইস আমরা দ্যূতক্রীড়ায় বলদেবকে চক্রান্তে পরাজয় করি। রুক্মী তথাস্তু বলিয়া বলদেবকে পাশাখেলায় বসাইলেন।

ক্রমশঃ রুক্মী বাজী জিত হইলে কলিঙ্গরাজ বলদেবকে হারিতে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাঁসিতে লাগিল। রুক্মী কহিল, বলদেব খেলিতে জানে না, এই হারাইলাম। পরে বলদেব এক কোটী স্বর্ণ মুদ্রা বাজী রাখিলেন। এবার বলদেব জয়ী হইলেন কিন্তু রুক্মী কহিল আমার জিত, বলদেব! তুমি কেন মিথ্যা কথা বল।

বলদেবের কথা সত্য বলিয়া আকাশবাণী হইলে বলদেব ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া রুক্মীকে প্রহার ও কলিঙ্গরাজ হাসিয়াছিল বলিয়া দাঁতগুলিন ভাঙ্গিয়া দিলেন। পরে বলদেব সোনার থাম ভাঙ্গিয়া রুক্মীপক্ষীয় রাজাদের প্রহার আরম্ভে করিলে সকলে পলায়ন করিল।

হে মৈত্রেয় ! কৃষ্ণ গোলযোগের কথা শুনিয়া ভয়ে রুক্মী ও বলদেবকে কিছু না বলিয়া যাদবগণ সঙ্গে অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় আসিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে অষ্টাবিংশ অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নরকাসুর বধ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! তারপর কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য মত্ত ঐরাবতে চড়িয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক দৈত্যের উৎপাৎ সমস্ত বলিয়া কৃষ্ণের অসুরাদি বধ বিষয়ে প্রসংশা করিয়া স্তুতিপূর্ব্বক বলিলেন। হে গোবিন্দ ! নরকাসুরের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন্।

পরাশর কহিলেন, ভগবান্ দেবকী নন্দন এই কথা শুনিয়া দেবরাজের হাতে ধরিয়া আসন হইতে উঠিয়া গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র উপস্থিত হইল। পরে তিনি সত্যভামা সঙ্গে গরুড় চড়িয়া আকাশপথে প্রাগ্জ্যোতিষ্পুরে গমন করিলেন। দেবরাজও অমর পুরীতে যাত্রা করিলেন। দ্বারকাবাসিরা এই সমুদায় দেখিল।

হে দ্বিজোত্তম ! প্রাগ্জ্যোতিষ্পুরের চারি দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত মুরু নামক রাক্ষসের প্রস্তুতীয় তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট পাশে পরিবৃত। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে সমুদায়

পাশ ছেদন, মুরুরাক্ষসকে বিনাশ এবং সাত হাজার মুরুত-নয়কে দগ্ধ, হয়গ্রীব ও পঞ্চজন নামক দৈত্যকে সংহার করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুরে প্রবেশ করিলেন। তার পর সসৈন্যে নরকাসুর কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-লেন। কৃষ্ণ চক্র দ্বারা সমুদায় রাক্ষস সৈন্য পরে নরকাসু-রকে বিনাশ করিলেন।

নরকাসুর নিহত হইলে ভূমি, দিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন! হে নাথ! তুমি বরাহমূর্ত্তি ধরিয়া যে সময়ে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে, সেই সময়ে তোমার পাদস্পর্শে আমার এই পুত্র নরক উৎপন্ন হইয়াছিল। তুমিই দিয়াছিলে এখন বিনষ্ট করিলে। এখন এই কুণ্ডল দুইটি লও এবং নরকের পুত্রগণকে বাঁচাও। এই বলিয়া বিবিধ মতে স্তব করিলে, ভগবান্ কৃষ্ণ ধরণীর কাছে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত নরকালয় হইতে সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিলেন। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ষোল হাজার এক শত কন্যা, ছয় হাজার হস্তি এবং বিংশতি লক্ষ কাম্বোজদেশীয় অশ্ব লইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে বরুণের পুত্র মণিময় পাহাড় গরুড়ের পৃষ্ঠে উঠাইয়া সত্যভামা সঙ্গে অদিতিকে কুণ্ডল দিবার জন্য ত্রিদ-শালয়ে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে ঊনত্রিংশ অধ্যায়॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

অদিতির কুণ্ডল প্রাপ্তি কৃষ্ণের স্তব ও সত্যভামাকে বর প্রদান।

পরাশর কহিলেন, তার পর কৃষ্ণ স্বর্গ দ্বারে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলে দেবতারা অর্ঘপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ দেবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবরাজের সহিত দিতিকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় দিয়া নরকাসুর বধ বৃত্তান্ত বলিলেন। দিতি প্রীতা হইয়া ঐকান্তিক মনে কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

পরাশর কহিলেন, দেবমাতা অদিতির স্তবে কৃষ্ণ ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি দাতা প্রসন্না হইয়া আমাদের বর দাও।

অদিতি কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ সিদ্ধ হইবে যতদিন তুমি মর্ত্তলোকে থাকিবে ততদিন দেব বা অসুর কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। তার পর সচী সঙ্গে সত্যভামা অদিতির চরণে প্রণাম করিয়া পুনঃ বলিলেন, দেবি! প্রসন্না হউন্।

অদিতি কহিলেন, হে সুভ্রু! আমার অনুগ্রহে চিরকাল যুবতী থাকিবে এবং সকল স্থানে গতি বিধি করিতে পারিবে।

পারিজাত হরণ ও দেবগণের পরাজয়।

পরাশর কহিলেন, তার পর অদিতির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে পূজা করিয়া, সত্যভামার সহিত

কৃষ্ণকে লইয়া নন্দন প্রভৃতি পরম রমণীয় দেবোদ্যান দেখা-ইতে লাগিলেন। পরে তাম্রবর্ণ নবপল্লবে সুশোভিত অত্যন্ত সুগন্ধ সচীর আহ্লাদজনক পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া সত্যভামা কৃষ্ণকে দ্বারিকায় লইয়া যাইবার জন্য কহিলেন। বার বার সত্যভামার অনুরোধে বৃক্ষটী গরুড়ের পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। উদ্যান রক্ষকগণ বার বার বৃক্ষটী লইয়া যাইতে নিষেধ করিল। এবং কহিল যে আপনি অক্ষত শ-রীরে যাইতে পারিবেন না। সমুদ্রমন্থনে সচীর ভূষণের জন্য এই বৃক্ষটী উঠিয়াছে, আপনি মূঢ়তা হেতু লইতে ইচ্ছা করিযাছেন। ইন্দ্র আদি দেবগণের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে, পরিণামে অনিষ্টকর হইবে এবং পণ্ডি-তেরা নিন্দা করিবে।

ইহা শুনিয়া সত্যভামা রক্ষকগণকে কহিলেন, এই পরিজাত বৃক্ষের ইন্দ্র বা সচীর অধিকার কি? দেবগণ স-কলে মিলিয়া সমুদ্র মন্থনে যদি এই পারিজাত বৃক্ষ উঠিয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সকলের সমান অধিকার। দেখ, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর ন্যায় পারিজাতও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। তোমরা গিয়া তোমাদের স্বামিকে বল যে সত্যভামা পারি-জাত বৃক্ষ হরণ করিয়াছে, ক্ষমতা থাকে আসুন্! দেবরাজ উদ্যান রক্ষকগণের কথা শুনিয়া দেব সৈন্য পরিবৃত হইয়া, নিজে বজ্র লইয়া আসিতেছে, গোবিন্দ দূর হইতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তারপর কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ শর পরিত্যাগ করিলে দিক্ ও সমুদায় আকাশ শরে আচ্ছাদিত হইল। কৃষ্ণ একাকী গরুড়ে চড়িয়া দেব সৈন্যগণকে চক্রের দ্বারা

খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্ ও গন্ধর্ব্বগণ পরাজিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেবরাজের সমুদায় অস্ত্র ছিন্ন হইলে কৃষ্ণ ও দেবরাজ উভয়েই সুদর্শন চক্র ও বজ্র গ্রহণ করিলেন। দেবরাজের বজ্র বিনষ্ট হইলে গরুড় ঐরাবতকে ক্ষত বিক্ষত করিল, এবং ইন্দ্রকে পলায়নে উদ্যত দেখিয়া সত্যভামা কহিলেন, হে ত্রৈলোক্যনাথ! তুমি শচীর ভর্ত্তা পলায়ন করা উচিত হয় না। এইরূপ লজ্জাজনক কথা বলিলে, দেবরাজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে চণ্ডি। তোমার সখীর মনের দুঃখ বাড়ান আর উচিত নহে। যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভগবান্ আমাকে পরাজয় করিয়াছেন তাহাতে আমার লজ্জা কি? যিনি জগতের উপকারের নিমিত্ত আপন ইচ্ছানুসারে মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কে পরাজয় করিতে পারে?

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩০ ॥

—০ঃ—ঃ০—

একত্রিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণের ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃষ্ণকে পারিজাত বৃক্ষ দান।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দেবরাজের স্তবে হাস্য পূর্ব্বক কেশব গম্ভীরভাবে কহিলেন, হে জগৎপতে!

আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মনুষ্য জাতি, আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন্। আমি এই পারিজাত বৃক্ষ সত্যভামার অনুরোধে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনি যে বজ্র নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, আপনার এই অস্ত্র গ্রহণ করুন্।

ইন্দ্র কহিলেন, হে ঈশ্বর ! তোমার অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও শ্রী আদি আমরা অবগত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি এই পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় লইয়া যাও, ভূলোক পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে আর থাকিবেক না।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ ইন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়া ভূতলে আগমন করিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষিরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দ্বিজ! কৃষ্ণ দ্বারকাপুরিতে আসিয়া শঙ্খধ্বনি করিলে দ্বারকাবাসীগণ আনন্দিত হইল। কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত গরুড় হইতে নামিয়া পারিজাত বৃক্ষ গৃহের উদ্যানে রোপণ করিলেন। পারিজাত ফুলের সৌরভে বার ক্রোশ আমোদিত হইল। এবং যাদবেরা আপনাদের দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিল।

তারপর নরকাসুরের পুরী হইতে অশ্ব, হস্তী, ধন ও কন্যাগণ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ সমুদায় গ্রহণ করিলেন। পরে শুভলগ্নে জনার্দ্দন সমুদায় কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মধুসুদন অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে সকলের গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে একত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের সন্তানগণ।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, সত্যভামার গর্ভে ভানু ও ভৈমরিক, রোহিণীর দীপ্তিমান, তাম্রপক্ষ, জাম্ববতীর শাম্ব, সত্যার ভদ্রবিন্দ, শৈব্যার সংগ্রামজিৎ, সুশীলার বৃক, লক্ষণার গাত্রবৎ ও কালিন্দীর শ্রুত প্রভৃতি অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণের অন্যান্য ভার্য্যাতে সর্ব্বশুদ্ধ আট কোটি এক শত পুত্র জন্মে। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন ইহার পুত্র অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র।

উষার বিবরণ।

হে দ্বিজোত্তম! অনিরুদ্ধ বলিরাজের পৌত্রী বাণ রাজার কন্যা উষাকে গোপনে বিবাহ করিলে বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করেন। তার পর কৃষ্ণ ও মহাদেবের সহিত যুদ্ধ হইলে কৃষ্ণ চক্র দ্বারা বাণের সহস্র বাহু ছেদন করেন।

মৈত্রেয় পরাশরের সন্নিধানে উষার জন্য কৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ, বাণরাজার সহস্র বাহু ছেদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, পরাশর কহিলেন, হে বিপ্র! এক সময়ে বাণতনয়া উষা পার্ব্বতীকে শঙ্করের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া ক্রীড়া

স্পৃহান্বিতা হইলেন। পার্ব্বতী উষার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন। হে বৎস ! বিষণ্না হইও না শীঘ্রই স্বামির সহিত আমার মত ক্রীড়া করিবে। উষা পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া মনে মনে করিলেন, কে আমার ভর্ত্তা হইবে? পার্ব্বতী পুনরায় কহিলেন। হে রাজ পুত্রী ! বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যিনি তোমাকে বল পূর্ব্বক সম্ভোগ করিবেন তিনি তোমার স্বামী হইবেন।

পরাশর কহিলেন, পার্ব্বতীর কথিত মত সম্ভোগ করিলে উষা সেই পুরুষের অনুরতা হইলেন। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখেন, কাছে কোন পুরুষই নাই, তখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিলেন। হে নাথ ! কোথায় গমন করিলে? এই কথা সখিকে বলিতে লাগিলেন। উষার সখী চিত্রলেখা বাণ রাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা ! চিত্রলেখা উষার প্রলাপ বাক্য শুনিয়া কৌশলে সমুদায় কথা বাহির করিয়া লইবেন। উষা চিত্রলেখাকে কহিলেন যাহাতে আমি আমার সেই ভর্ত্তা পাই তাহার উপায় কর।

পরাশর বহিলেন, তার পর চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবের পট লিখিয়া ক্রমে দেখাইতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় ত্যাগ করিয়া যদুবংশীয়দিগের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া লজ্জা, পরে অনিরুদ্ধ দর্শনে আহ্লাদে লজ্জা হীন হইয়া সেই আমার সেই তিনি বলিতে লাগিলেন। সখী চিত্রলেখা যোগবলে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতেন। তিনি উষাকে প্রবোধ দিয়া দ্বারকাপুরী গমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের নিকট বাণ রাজার ইষ্ট লাভ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! এক সময়ে বাণ রাজা মহাদেবকে কহিলেন, যে যুদ্ধ ব্যতীত আমার এই সহস্র বাহু ভার বোধ হইতেছে। শঙ্কর কহিলেন, ময়ূরধ্বজ ভাঙিলে জানিবে যে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, মাংসাশী জন্তুদের আনন্দের আর পরীসীমা থাকিবেক না। এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলেন, যে ময়ূরধ্বজ ভাঙ্গিয়াছে, বাণ রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বাণের সহিত অনিরুদ্ধের যুদ্ধ।

চিত্রলেখা এই সময়ে যোগবলে অনিরুদ্ধকে আনিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ অন্তঃপুরে থাকিয়া উষার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। রক্ষকগণ জানিতে পারিয়া দৈত্যরাজ বাণের নিকট নিবেদন করিলে তিনি কতকগুলিন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। অনিরুদ্ধ সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে স্বয়ং বাণ যাইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনিরুদ্ধের কাছে বাণ পরাজয় হইলে মন্ত্রিগণের পরামর্শে অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন।

অনিরুদ্ধ উদ্ধারের জন্য কার্ত্তিক মহেশ ও বাণ রাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধ কোথায় গেল বলিয়া যাদবগণ বলাবলি করিতেছে, এমত সময়ে নারদ আসিয়া বন্ধন বিষয় বলিয়া দিলেন। যাদবগণ শুনিয়া, কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র উপস্থিত হইল। বলদেব ও প্রদ্যুম্নকে লইয়া গরুড়ে চড়িয়া বাণ পুরীতে যাত্রা করিলেন। পুরীতে প্রবেশকালীন কৃষ্ণের সঙ্গে প্রমথগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। প্রথমগণ পরাজয় হইলে কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিল, বাণ রাজার রক্ষার জন্য মাহেশ্বর নামক মহাজ্বর আসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই জ্বরের তিন পা ও তিন মাথা। পরে শৈবজ্বরের ভস্ম স্পর্শে বলদেবের শরীর গরম ও লাল হইলে তিনি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। তার পর নির্জ্জর কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বৈষ্ণবজ্বর আবির্ভূত হইয়া শৈবজ্বরকে ব্যাকুল করিল। তার পর পিতামহের ক্ষমা প্রার্থনায় মধুসূদন ক্ষমা করিলাম বলিলে বৈষ্ণবীজ্বর কৃষ্ণতে লীন হইল। তার পর শৈবজ্বর, আমার এই যুদ্ধ ঘটনা যে ব্যক্তি স্মরণ করিবে তাহার তৎক্ষণাৎ জ্বর ত্যাগ হইবে বলিয়া প্রস্থান করিল।

বাণ রাজার জন্য কৃষ্ণের নিকট মহেশের সান্ত্বনা।

তার পর কৃষ্ণ পঞ্চঅগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে সমুদায় দানব সৈন্য নিহত করিলেন। শঙ্কর ও কার্ত্তিক সঙ্গে বলিতনয় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিলেন। প্রলয় কাল উপস্থিতের ন্যায় মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। কেহই কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। কার্ত্তিক পলায়ন করিল। শঙ্কর হতাশ হইলে সমুদায় দৈত্য সৈন্যগণ পলায়ন করিল। তার পর বাণ রাজা আট ঘোঁড়ার রথে চড়িয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বলদেব বাণে বিদ্ধ করিলে বাণ সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যখন দেখিলেন বলদেবের হল মুষলে দৈত্য সৈন্য চূর্ণ হইতেছে, এবং কৃষ্ণের শরে ছিন্ন ভিন্ন তখন নিজে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর বাণ বর্ষণে অস্ত্র সকল শেষ হইলে কৃষ্ণ বাণকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিয়া সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ চক্র পরিত্যাগ করিলে কোটবী নামে দৈত্যদিগের মায়া আসিয়া ঘেরিল। পরে সুদর্শন চক্র বাণের বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া জীবন সংহারের উপক্রম করিলে এমত সময়ে শঙ্কর জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আসিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরাশর কহিলেন। শূলপাণির কথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রসন্ন বদনে কহিলেন। হে শঙ্কর! তুমি এই বাণ রাজাকে বর প্রদান করিয়াছ সেই জন্য জীবিত থাকুক বলিয়া কৃষ্ণ চক্রকে পুনরাবর্ত্তন করিলেন। এবং শঙ্করকে কহিলেন, তুমি আমি অভিন্ন নহে এবং দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জগৎ আমাদের হইতে পৃথক নহে। যাহারা মায়াতে বিমোহিত তাহারাই তোমাকে এবং আমাকে ভিন্ন বোধ করে।

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া অনিরুদ্ধ যেখানে নাগপাশে আছেন সেই খানে গমন করিলেন। গরুড়ের নিঃশ্বাসে নাগগণ পলায়ন করিল। কৃষ্ণ নববধূ সহিত অনিরুদ্ধকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও যাদবগণের সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে পঞ্চম অংশে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব মানবদেহ ধারণ করিয়া ইন্দ্র, মহাদেব আদি সমুদায় দেব ও অসুরগণকে অবলীলা ক্রমে পরাজয় করিয়া ছিলেন, তাহাদের চেষ্টা সমুদায় বিফল হইয়া ছিল তাহা আমাকে বলুন্, শুনিতে ইচ্ছা করি।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা।

পরাশর কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! কৃষ্ণ যেরূপে বারাণসী দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। পৌণ্ড্র দেশে জন্ম বাসুদেব নামক এক রাজা, বাসুদেব নামে খ্যাত হন্। মুর্খেরা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া স্তব করিলে বাসুদেব প্রকৃত বিবেচনা করিয়া বিষ্ণু চিহ্ন ধারণ করিল। তার পর বাসুদেব কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন তুমি দেবচিহ্ন সমুদায় ফেলিয়া এবং বাসুদেব নাম ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রণাম

করিলে জীবন রক্ষা হইবে। কৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া হাস্য বদনে দূতকে কহিলেন, হে দূত! আমি তাঁহার কথা অনুসারে সমুদায় চিহ্ন সহিত কল্যই প্রাতে যাইয়া তাঁহাকেই আমার চক্র ত্যাগ করিব, যাহাতে আর আমার ভয় না থাকে।

দূত এই কথা শুনিয়া গমন করিলে পর। গরুড়কে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। গরুড়ে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ পৌণ্ড্র দেশে যাইবার কথা কাশিরাজ শুনিয়া সৈন্য লইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবের অসংখ্য সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ দূর হইতে দেখিলেন, যে আমার সমুদায় চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণ চক্র নিঃক্ষেপে সশস্ত্র সমুদায় কাশিরাজ ও পৌণ্ড্রকের সেনা নির্ম্মূল করিয়া ভগবান্ কহিলেন। হে পৌণ্ড্রক! দূত মুখে আমাকে সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে তাহা শুনিয়া তোমাকে চিহ্ন সকল দিবার জন্য আসিয়াছি এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, গদা ত্যাগ করিতেছি, গরুড়ও তোমার ধ্বজায় আরোহণ করুক্!

পরাশর কহিলেন, চক্র যাইয়া পৌণ্ড্রককে দুই খণ্ড করিল, গদাঘাতে ভূমি মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিল, গরুড় কৃত্রিম গরুড়কে চূর্ণ করিল। তারপর চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিলে বন্ধু বিনাশের প্রতিবিধান দিবার জন্য যেমন কাশিরাজ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল অমনি কৃষ্ণের শরে তৎক্ষণাৎ মাথা কাটিয়া শর সমূহের দ্বারা কাশিরাজের মুণ্ড বারাণসীতে গিয়া পড়িল। বারাণসীর লোক রাজার কাটা-

মুণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল। কৃষ্ণও দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

বারাণসী দগ্ধ।

কাশিরাজপুত্র পিতার কাটা মুণ্ড দেখিয়া শিবের আ-রাধনায় কৃষ্ণের বধ হেতু শঙ্করের বরে কৃত্যাকে পাইলেন। কৃত্যার ভীষণ মূর্ত্তি, পিঙ্গলবর্ণ, মাথায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। কৃত্যা ক্রোধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দ্বারকায় ধাবিত হইল। কৃ-ত্যাকে দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণ ভীত হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিল। এই সময়ে কৃষ্ণ সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন বলি-য়া চক্র পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন তুমি কৃত্যাকে বিনষ্ট কর। হে মুনিসত্তম! বিষ্ণুতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া কৃত্যা বারাণসীপুরীতে প্রবেশ করিল। তার পর কৃত্যার সাহায্যার্থ কাশিরাজ সৈন্য, মহাদেবের অনুচরগণ চক্রা-ভিমুখে গমন করিল। সুদর্শন চক্র শিবতেজ কৃত্যার সহিত সমুদায় সৈন্য ও কাশীপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তার পর ক্রোধে সুদর্শন চক্র জ্বলিতে জ্বলিতে বিষ্ণু হস্তে উপস্থিত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শাম্ব বন্ধন, কৌরবগণের প্রতি বলরামের ক্ষমা।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বলদেবের কার্য্য সকল

শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন তনয়ার স্বয়ম্বরকালে জাম্ববতী পুত্র শম্বর বল পূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে পরাজয় করিয়া বন্ধন করিলেন। হে মৈত্রেয়! এই কথা যাদবগণ শুনিয়া কৌরবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিলে, মদ-বিহ্বল-বচনে বলদেব কহিলেন, আমার কথায় কৌরবেরা শাম্বের বন্ধন মোচন করিবে, আমি একাকী যাই।

বলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজগণ বলদেবের আগমন শুনিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদিপাঠাইয়া দিলেন। বলদেব সেই সমুদায় গ্রহণ করিয়া কৌরবগণকে বলিলেন, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিয়াছেন শাম্বকে ছাড়িয়া দাও।

কৌরবেরা এই কথা শুনিয়া রাগে বলদেবকে কহিলেন, যাদবেরা রাজার যোগ্য নহে। আমাদের আজ্ঞা করে যদুবংশে এমত কে আছে? বলদেব! তুমি একথা কেমন করিয়া বলিলে? তুমি যাও, তুমি বা উগ্রসেন যিনিই হউন পাপাত্মা শাম্বকে ছাড়িয়া দিব না। রাজনীতির বহিভূ্ত তোমাদের সঙ্গে প্রণয়ের জন্য একত্রে আহার করিয়া থাকি বলিয়া অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছে? এই রূপ কৌরবেরা নানা মতে তিরস্কার করিলে, মদমত্ত বলদেব ক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করিবামাত্র পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া শব্দে দিঙ্মণ্ডল ফাটিয়া গেল। পরে বলদেব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৌরবদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা

করিলেন আমি একাকী কৌরব শূন্য করিয়া পত্নীর সহিত বীর শাম্বকে লইয়া দ্বারকায় যাইব। কৌরবদের সহিত হস্তিনাপুর গঙ্গায় টানিয়া ফেলিব বলিয়া বলদেব লাঙ্গলের মুখে হস্তিনা নগর টানিতে আরম্ভ করিলেন। এই দেখিয়া কৌরবগণ হতবুদ্ধি হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিল। এবং বলদেবের সন্নিধানে কৌরবেরা আসিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমরা সস্ত্রীক কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে ছাড়িয়া দিতেছি।

পরাশর কহিলেন, তার পর কৌরবের বলরামের কাছে সপত্নী শাম্বকে দিলেন। বলদেব ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এই আমি ক্ষমা করিলাম। হে দ্বিজ! সেই অবধি এখনও হস্তিনাপুর দেখিলে বোধ হয় যেন ঘুরিতেছে।

তার পর কৌরবেরা বলদেব ও শাম্বকে পূজা করিয়া কন্যা ও যৌতুক দিয়া বিদায় করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বিবিধ বধ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বলদেবের অন্যান্য অদ্ভুত কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নরক দৈত্যের দ্বিবিধ নামে একটি বানর সখা ছিল।

দ্বিবিদ দেবতা ও বানরগণের প্রতি শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিল। দেবরাজের প্রার্থনায় নরক বিনষ্ট হইলে দ্বিবিদ মনে মনে স্থির করিল আমি উহার প্রতিশোধ লইব। এই বলিয়া যজ্ঞধ্বংস, সাধুদের অমর্য্যাদা, গ্রাম, নগর দগ্ধ, জীব হিংসা ইত্যাদি নানা মতে উৎপাত আরম্ভ করিল।

এক সময়ে যেমন কুবের মন্দর পর্ব্বতে বিহার করিয়াছিলেন, সেই মত রৈবত উদ্যানে বলদেব সুরাপান করিয়া রমণী লইয়া বিলাস করিতেছেন এমত সময়ে দ্বিবিদ আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। পরে অসহ্য হইলে বলদেব উঠিয়া ক্রোধপূর্ব্বক মুষলাঘাতে দ্বিবিদ বানরকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বানরের মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বলদেব অনেকগুলিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

যাদবগণে ব্রহ্মশাপ।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে জগতের মঙ্গলের জন্য দৈত্য ও দুষ্ট ভুপালগণকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত একত্র হইয়া সাত অক্ষৌহিনী সেনা বধ করিয়া পৃথিবীর ভার কমান। পরে ব্রহ্মশাপে নিজকুল

ক্ষয় করিলেন।

কৃষ্ণ দ্বারকা ছাড়িয়া নিজ অংশ প্রদ্যুম্ন সহ মানবদেহ বিসর্জ্জন দিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, কৃষ্ণের ব্রহ্মশাপ ও মানব দেহ ত্যাগের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

পরাশর কহিলেন, একদা যাদবকুমারেরা পিণ্ডারক নামক মহাতীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র- কণ্ব ও নারদকে দেখিয়া শাম্বকে স্ত্রীলোকের বস্ত্র পড়াইয়া মুনিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল। ইনি রাজা বভ্রুর পত্নী ইনি পুত্র কামনা করেন, ইহাঁর কি সন্তান হইবে।

পরাশর কহিলেন, যাদবগণের প্রতারিত কথায় মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ইহার গর্ভে যদুকুল ধ্বংসকারী একটি মুষল উৎপন্ন হইবে।

কাল মূষলের উৎপত্তি।

কুমারেরা মুনিগণের অকস্মাৎ এই শুনিয়া আদ্যোপান্ত রাজা উগ্রসেনের সমীপে নিবেদন করিল। তার পর শাম্ব একটি মুষল প্রসব করিলেন। উগ্রসেন সেই মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে লৌহ চূর্ণ তীরে লাগিয়া বৃক্ষ রূপে উৎপন্ন হইল। যে অংশ চূর্ণ হইল না তাহাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে একটি মৎস্য আহার করিল। পরে ধীবরেরা মৎস্যের উদরে লৌহখণ্ড পাইয়া জরা নামক ধীবরকে দিল। এ সমুদায় বৃত্তান্ত কৃষ্ণ জানিতে পারিয়াও ঈশ্বরের বিপরীত করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

কৃষ্ণের নিকট দেবদূতের আগমন।

দেবতাগণের প্রেরিত দূত কৃষ্ণের নিকট আসিয়া নি-

র্জ্জনে কহিল। হে ভগবন্! এক্ষণে পৃথিবীর ভার সম্যক্ রূপে মোচন হইয়াছে। এক শত পঁচিশ বৎসর হইল আপনার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে যথা সময়ে স্বর্গে গমন হেতু স্মরণ করিয়া দিবার জন্য দেবতারা সকলে মিলিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। যাহা অভিরুচি হয় করুন্।

ভগবান্ কহিলেন, হে দুত! তুমি যাহা বলিলে তৎসমুদায় জ্ঞাত আছি। আমি যদুকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভার মোচন করত বলদেবের সহিত এক সপ্তাহের মধ্যে যাইতেছি। দ্বারকাপুরী সমুদ্রকে দিয়া, একটি বালকও যদুবংশে না রাখিয়া দেবলোকে গমন করিতেছি। দেবদুত বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া প্রণাম করিয়া দেবলোকে গমন করিল।

দ্বারকায় উৎপাত ও যাদবগণের প্রভাসে গমন ও যদুবংশধ্বংস।

এদিকে কৃষ্ণ দ্বারকায় দিন রাত সমুদায় সংহারের কারণ নানা প্রকার উৎপাত সকল দেখিতে লাগিলেন। এবং যাদবগণকে কহিলেন শান্তির নিমিত্ত প্রভাস তীর্থে সকলে চল।

পরাশর কহিলেন, উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন। বোধ হয়, আপনি যদুকুল সংহার করিবেন্। এখন আমাকে কি করিতে হইবেক, আজ্ঞা করুন্। কৃষ্ণ কহিলেন, তুমি নরনারায়ণের পবিত্র স্থান গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া আমাতে মন রাখিলে আমার অনুগ্রহে সিদ্ধ হইবে। আমিও যদুকুল ধ্বংস করিয়া

বৈকুণ্ঠে গমন করিব। আমি দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে, দ্বারকা সমুদ্রজলে মগ্ন হইবে। উদ্ধব কথিত স্থানে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গমন করিল।

এদিকে কৃষ্ণ বালরাম সঙ্গে যাদবগণ রথে আরোহণ করিয়া প্রভাসে গমন করিলেন। কুকুর ও অন্ধকগণ প্রভাসে যাইয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন। পরে কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া বাদানুবাদ করত প্রহার আরম্ভ করিতে করিতে অস্ত্র শস্ত্র নিঃশেষ হইলে বজ্রের ন্যায় বৃক্ষ লইয়া পরস্পর প্রহারে বিনষ্ট হইতে লাগিল। কৃষ্ণ কাহাকেও নিবারণ না করিয়া শেষে নিজে এক মুষ্টিএরকা বৃক্ষ লইয়া ক্রোধে অবশিষ্ট যাদবগণকে সংহার করিলেন।

কৃষ্ণ ও বলদেবের স্বর্গারোহণ।

তার পর কৃষ্ণের সারথি দারুকের সাক্ষ্যাতে রথ ও অশ্ব সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। কৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু, খড়্গ, তূণ প্রভৃতি আকাশ পথে গমন করিল। ক্ষণ কালের মধ্যে কৃষ্ণ আর দারুক ব্যতীত কেহই নাই। বলদেবকে দেখেন গাছতলায় বসিয়া আছেন মুখ দিয়া একটি সর্প বহির্গত হইতেছে। মহাকায় ঐ সর্প সিদ্ধ ও উরগগণের পূজিত হইয়া সমুদ্র মুখে গমন করিতেছে। বলদেবের দেহত্যাগ কৃষ্ণ দেখিয়া, দারুককে কহিলেন, তুমি বসুদেব ও উগ্রসেনের নিকট গিয়া বলদেবের দেহ ত্যাগ ও যদুবংশ ধ্বংশ বিষয় বলিবে। আমিও যোগ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিব। তুমি আহুক ও দ্বারকাবাসীগণকে বলিবে যতদিন

অর্জ্জুন দ্বারকায় না আসেন ততদিন সকলে থাকিবে তার পর অর্জ্জুন দ্বারকা ত্যাগ করিলে একটি প্রাণিও না থাকে। দ্বারকা সমুদ্র জলে প্লাবিত হইবে। আমার কথামত অর্জ্জুনকে বলিবে আমার পরিবারগণকে পালন করিবে। দ্বারকাবাসীরা হস্তিনাপুরে গমন করিলে বজ্রকে যদুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যাইবে। দারুক এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের কথিত মত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

হে দ্বিজ! কৃষ্ণ পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার কথা মত পা হাঁটুর উপর রাখিয়া যোগযুক্ত হইলেন। এই সময়ে জরা ব্যাধ আসিয়া মৃগবোধ করিয়া কৃষ্ণের চরণতল পূর্ব্বোক্ত লৌহবাণ বিদ্ধ করিল। তার পর ব্যাধ কাছে আসিয়া দেখে যে, চতুর্বাহুধারী একটি মনুষ্য বসিয়া আছেন। ব্যাধ তাহাকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ কহিলেন, তোমার কিছু মাত্র দোষ নাই। আমার অনুগ্রহে তুমি স্বর্গে গমন কর। এই কথা বলিবামাত্র বিমান আসিয়া ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গেল। তার পর কৃষ্ণ মানবদেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩৭॥

——০:—:০——
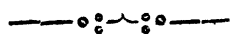
অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

পৃথিবীতে কলির আগমন ও দ্বারকা প্লাবন।

পরাশর কহিলন, তার পর অর্জ্জুন আসিয়া কৃষ্ণ বলরাম ও যাদবগণের যথাবিধি সংস্কার করিলেন। কৃষ্ণের প্রধানা আটজন মহিষী কৃষ্ণের চিতাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে রেবতীও বলরামের সঙ্গে সহমৃতা হইলেন। তারপর উগ্রসেন ও বসুদেব এই কথা শুনিয়া দেবকী ও রোহিণীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। পরে অর্জ্জুন যাদবগণের প্রেতকার্য্য সমাধা করিয়া দ্বারকাবাসী ও বজ্রকে লইয়া দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যে দিন কৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন, সেই দিন কৃষ্ণ কলেবর কলি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বারকাপুরী সমুদ্র জলে প্লাবিত হইল। কেবল একটি মাত্র দেবালয় জলে অদ্যাপিও ডুবিল না। এই খানে ভগবান্ কেশব নিত্য বিরাজমান আছেন। এই দেবগৃহ পবিত্র, দর্শনে পাপরাশি নাশ হয়।

আভীরগণের নিকট অর্জ্জুনের পরাজয় এবং আভীরেরা কৃষ্ণের মহিষীগণকে গ্রহণ।

হে মুনিসত্তম! অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে গমন করিয়া এক দিন পঞ্চনদ দেশে থাকিলেন। অর্জ্জুনকে একাকী ও কতকগুলিন ভর্ত্তৃহীনা রমণী দেখিতে পাইয়া কতকগুলিন ম্লেচ্ছ লোভাক্রান্ত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল এবং আপনাদের বলকে ধিক্কার করিয়া দস্যুগণ ডেলা ছুঁরিতে

ছুঁরিতে রমণীগণের প্রতি ধাবমান হইল। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন হাঁসিয়া বলিলেন, রে পাপাত্মারা! তোদের মৃত্যু নিকট যদি না হইয়া থাকে তবে প্রস্থান কর। অর্জ্জুনের কথা অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণের রমণীগণকে গ্রহণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের সেই গাণ্ডীব ও শর সমুদায় বিফল দেখিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট, আমার সাক্ষ্যাতে কৃষ্ণের পরম রূপবতী রমণীগণকে অনায়াসে বল পূর্ব্বক বা রাজী করিয়া লইয়া গেল, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, আমার ও ভীমের সমুদায় বল বীর্য্য কৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল। কৃষ্ণ ব্যতিরেকে হায় আমি আভীরগণের নিকট পরাজিত হইলাম।

মথুরায় বজ্রের অভিষেক, বেদব্যাসের সহিত কৃষ্ণের সাক্ষ্যাৎ ও আক্ষেপ।

অর্জ্জুন মথুরায় যাদবনন্দন বজ্রকে রাজা করিয়া বন মধ্যে ব্যাসকে দেখিয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ব্যাস অর্জ্জুনকে শ্রী হীন দেখিয়া বিবিধ প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আভীরগণের নিকট পরাজয় ও আভীরেরা কৃষ্ণ পত্নী গ্রহণ ইত্যাদি আদ্যোপান্ত বলিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণের স্বর্গারোহণে আমাদের বল, বীর্য্য সাহস ও কান্তি যা কিছু সমুদায় তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। যাঁহার অনুগ্রহে এই গাণ্ডীব ত্রিলোকে বিখ্যাত তিনি না থাকাতে আভীরেরা লগুড়ের দ্বারা পরাস্ত করিল। হে মহামুনে! কৃষ্ণের পরিবারস্থ সহস্র সহস্র রমণীকে লইয়া আসিতেছিলাম রাস্তায় আভীরেরা লাঠী

দ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়া সমস্তগুলিনকে হরণ করিয়া লইয়া গেল আমি তাহাদের কিছুই করিতে পারিলাম না।

ব্যাসের সান্ত্বনা, কৃষ্ণমহিষীদের পূর্ব্ব উপাখ্যান।

ব্যাস কহিলেন, হে পার্থ ! কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা সকলই সত্য, তিনি পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে সে কার্য্য সমাধা করিয়া কৃষ্ণ দেবসভায় গমন করিয়াছেন। তার পর ভগবান্ ব্যাস অর্জ্জুনকে নানা মতে বুঝাইয়া বলিলেন সমুদায় বিষ্ণুর লীলা। হে অর্জ্জুন ! দস্যু কর্ত্তৃক কৃষ্ণের রমণীগণের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টাবক্র অপ্সরোগণের কথা।

হে পার্থ ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র মুনি বহুকাল জল মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মার স্তব করিতে ছিলেন। এই সময়ে অসুরগণ পরাজয় হইলে দেবতারা সুমেরু পর্ব্বতের উপরে একটি মহোৎসব করেন। তাহাতে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ আসিতে আসিতে অষ্টাবক্রকে দেখিতে পান। হে পাণ্ডব ! রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরীরা আকণ্ঠ, জলমগ্ন, মস্তকে জটা ভার অষ্টাবক্রকে স্তব করিলে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন। হে রমণীগণ ! আমি তোমাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাও দুর্ল্লভ হইলেও সেই বর প্রদানে সম্মত আছি। কতকগুলিন রমণী কহিল, হে দ্বিজ ! আপনি প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তুর দুর্ল্লভ হইতে পারে ? আর কতকগুলিন রমণী কহিল, হে বিপ্র ! বিষ্ণু যেন আমাদের স্বামি হন্, এই বর প্রার্থনা করিল।

ব্যাস বলিলেন, অষ্টাবক্র তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক জল হইতে উঠিলেন। অত্যন্ত কুৎসিৎ আট স্থানে বক্র মুনিকে দেখিয়া অপ্সরীরা হাঁসিতে লাগিল, যত্ন করিয়াও সম্বরণ করিতে পারিল না। বিদ্রূপ দেখিয়া মুনি-বর শাপ দিলেন, যে তোমরা বিষ্ণুকে স্বামি পাইয়া শেষে দস্যু হস্তে পতিত হইবে। তার পর অপ্সরীরা অষ্টাব-ক্রকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন দস্যু হস্তে পতিত হইয়া পরে দেবলোকে গমন করিবে এই মাত্র ক্ষমা করি লাম। সেই কারণে কৃষ্ণ পত্নীরা দস্যু হস্তে পতিত হইল তজ্জন্য হে পাণ্ডব! কিছুমাত্র শোক করিও না।

বিষ্ণু যখন তোমাদের সংহার করিবার জন্য বল বীর্য্য আদি হরণ করিয়াছেন তখন তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন কর। দেখ, জন্ম হই-লেই মৃত্যু হয়, উন্নত হইলেই পতন হইয়া থাকে, সংযোগ হইলেই বিচ্ছেদ হইবে, সঞ্চয় হইলেই ক্ষয় হয় এই সমুদায় পণ্ডিতেরা অবগত হইয়া শোকাভিভূত হন্ না।

হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পরশ্ব দিবসে ধর্ম্মরাজকে বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যে যাইতে যত্নবান্ হইবে।

পরাশর কহিলেন, অর্জ্জুন ব্যাসের কথা শুনিয়া যুধি-ষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিকট আদ্যোপান্ত বলিয়া পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তোমাকে বসুদেবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বলিলাম।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
পঞ্চম অংশে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৮ ॥
ইতি পঞ্চম অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

(মন্বন্তর বিষয়।)

মৈত্রেয় বলিলেন, আপনি আমার গুরু এক্ষণে মন্বন্তর ও শক্র আদি বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া বলুন্। পরাশর কহিলেন, শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভূব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয় জন মনু অতীত হইয়া এক্ষণে রবিসুত বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে। প্রথম স্বায়ম্ভূব মনুর বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিতগণ দেবতা ও বিপশ্চিৎ দেবরাজ ছিলেন। তখন ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্ব্বরীবান্ ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি স্বারোচিষ মনুর পুত্র। তৃতীয় ঔত্তমি মন্বন্তরে সুশান্তি নামে ইন্দ্রদেবতাদের রাজা, দ্বাদশাত্মক সুধা - সত্য - শিব - প্রতর্দ্দ ও বশবর্ত্তিগণ এই পঞ্চগণ ও বশিষ্ঠের সাতটি পুত্র সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। অজ, পরশু, দিব্য প্রভৃতি ঔত্তমি মনুর পুত্র।

চতুর্থ তামস মন্বন্তরে হরি, সুরূপ, সত্য ও সুধীগণ প্রত্যেকে সাতাইশ সংখ্যা দেবতা; জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু,

কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইহাঁরা সপ্তর্ষি, নর, খ্যাতি শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা রাজা ও শিবি রাজা শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিলেন।

হে মৈত্রেয় ! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু ঋভু, ইন্দ্র, অমিতা-ভূতরজো বৈকুণ্ঠ ও সুমেধোগণ ইহাঁরা দেব,ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকগণে চতুর্দ্দশ দেবতা, হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি ইহাঁরা সপ্তর্ষি, বলবন্ধু, সমম্ভারু ও সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্রগণ রাজা ছিলেন। কথিত চারি জন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু, মনোজব ইন্দ্র, আদ্য-প্রসুত- ভব্য- পৃথু ও লেখ এই পঞ্চগণ দেবতা ইহাঁদের আট আট জনে এক গণ, সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহাঁরা সপ্তর্ষি এবং ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র রাজা ছিলেন।

হে বিপ্র ! এখন সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর, সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনু, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা এবং পুরন্দর ইহাঁদের অধিপতি অছেন। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি যমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি ; ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, মরিষ্যন্ত, নাভ, করুষ, পৃষধ্র ও বসুমন এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র।

এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণু অংশে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনিই প্রথম মন্বন্তরে মানসদেব রূপে জন্ম লয়েন। তারপর স্বারোচিষ মন্বন্তরে উক্ত মানসদেব

তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম লইয়া তুষিত নামে খ্যাত হন্। পরে ঔত্তম মন্বন্তরে ঐ তুষিত সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্মিয়া সত্য নামে খ্যাত হন্। পরে তামস মন্বন্তরে ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম লইয়া হর্য্যার গর্ভে এবং রৈবত মন্বন্তরে রাজসগণের সহিত সম্ভুতির গর্ভে জন্মিয়া মানস নামে খ্যাত হন্। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ নামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নাম লইয়া জন্মিলেন।

হে দ্বিজ! তার পর বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কশ্যপ ঔরসে অদিতি গর্ভে বামন রূপে জন্মিয়া ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক জয় করত দেবরাজকে দেন। হে বিপ্র! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সাতটি মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা পালন করিয়াছিলেন। দেবতা, মনু, সপ্তর্ষি, মনু পুত্র, ইন্দ্র ইহাঁরা সকলেই বিষ্ণুর বিভূতি।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার কথা ও যমের প্রতি শাপ।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিপ্রর্ষে! আপনার নিকট গত সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ শুনিলাম, এক্ষণে সপ্ত ভাবী মন্বন্তরের বিবরণ বলুন্।

পরাশর কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য্য বিবাহ করেন ইহাঁর গর্ভে শ্রাদ্ধদেব [মনু], যম ও যমী

এই পুত্রত্রয় জন্মাইলে পর সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নাম্নী একটি কন্যা সৃষ্টি করিয়া স্বামি শুশ্রূষায় নিযুক্ত করত আপনি তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার শনৈশ্চর ও সাবর্ণি [মনু] নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়। তার পর এক দিন ছায়া কুপিতা হইয়া তোর পা খসিয়া যাউক বলিয়া যমকে শাপ দিলে যম ও সূর্য্য বুঝিলেন যমজননী সংজ্ঞা নহে আর কোন্ রমণী হইবেন। পূর্ব্বে সূর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে ছায়া বলিলেন আমি সংজ্ঞা নহি আমার নাম ছায়া। সংজ্ঞা আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য সমাধি দ্বারা অরণ্যে ঘোটকী রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন জানিয়া নিজে অশ্বরূপ ধারণ করত অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। দুইটির নাম অশ্বিনীকুমার তৃতীয়টি রেতের অবসানে জন্মান্ বলিয়া রেবন্ত নাম হইল।

বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সূর্য্যের তেজের হ্রাস। সূর্য্যতেজে অস্ত্র প্রস্তুত।

সূর্য্য পুনরায় সংজ্ঞাকে ঘরে আনিলে বিশ্বকর্ম্মা জামাতাকে ভ্রমি যন্ত্রে অর্থাৎ চাকে চড়াইয়া যে তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন তাহাতে বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নাম অস্ত্র এবং কার্ত্তিকের শক্তি ও দেবতাদের বিশেষ২ অস্ত্র বানাইয়া দিলেন।

মনু ও মন্বন্তর।

হে মৈত্রেয়! ছায়ার গর্ভজাত সাবর্ণি অষ্টম মনু হইবেন।

সুত-অমিতা ও মুখ্যগণ দেবতা, ইহাঁদের প্রত্যেকগণে ২১টি দেবতা থাকিবেন। গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, মৎপুত্র বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ ইহাঁরা সপ্তর্ষি এবং পাতাল-বাসী বিরোচন তনয় বলি বিষ্ণুর কৃপায় ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত এবং বিরজ, আর্ব্বরীয়ান্ ও নির্ম্মোহ প্রভৃতি সাবর্ণ মনুর পুত্রেরা রাজা হইবেন।

নবমমনু দক্ষসাবর্ণ হইবেন। পরে মরীচি ও সুধর্ম্মগণ ইহাঁদের প্রত্যেকগণে বারটি দেবতা, অদ্ভুত ইন্দ্র, সবল, ভব্য, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য ইহাঁরা সপ্তর্ষি, ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি দক্ষ সাবর্ণের পুত্র হইবেন।

দশমমনু ব্রহ্ম সাবর্ণি হইবেন। সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দে-বতা প্রত্যেকগণের সংখ্যা একশত, শান্তি দেবগণের রাজা; হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু সপ্তর্ষি; ব্রহ্মসাবর্ণির সুক্ষেত্র, উত্তমৌজ ও হরিসেন আদি দশটী পুত্র রাজা হইবেন।

একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণি হইবেন। বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ব্বাণরতিগণ ভাবী দেবগণের প্রধান ইহাদের প্রত্যেক গণে ত্রিশটি দেবতা, বৃষ ইন্দ্র, নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপু-ষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ ইহাঁরা সপ্তর্ষি এবং সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্রেরা রাজা হইবেন।

দ্বাদশ মনুর নাম রুদ্রপুত্র সাবর্ণ সেকালে ঋতধামা ইন্দ্র, হরিত-লোহিত-সুমন-সুকর্ম্ম ও তারাগণ দেবতা

ইহাঁদের প্রত্যেকগণে দশ জন করিয়া দেবতা; তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন এই সপ্তর্ষি এবং দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি সাবর্ণ মনুর পুত্রেরা রাজা হইবেন।

ত্রয়োদশ মনুর নাম রৌব্য এই সময়ে সুত্রাম, সুকর্ম্ম ও সুধর্ম্মগণ প্রভৃতি দেবতা, ইহাঁদের প্রত্যেকগণে তেত্রিশ জন দেবতা থাকিবেন। দিবস্পতি ইন্দ্র; নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা ইহাঁরা সপ্তর্ষি; চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্রেরা রৌব্য মন্বন্তরে রাজা হইবেন।

চতুর্দ্দশ মনুর নাম ভৌত্য, শুচি ইন্দ্র, চাক্ষুষ - পবিত্র কনিষ্ঠ - ভ্রাজির ও বচোবৃদ্ধিগণ দেবত্বপদ; অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত ইহাঁরা সপ্তর্ষি, উরু, গভীর ব্রধ্ন প্রভৃতি ভৌত্য মনু পুত্রেরা রাজা হইবেন।

কল্প ও প্রলয় কাল।

চতুর্যুগাবসানে বেদের লোপ এবং সত্যযুগের প্রারম্ভে পুনরায় সপ্তর্ষিগণ বেদ প্রচার করেন। হে বিপ্র! মনু স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন, দেবতারা এক এক মন্বন্তর কাল স্বর্গে বাস, মনু পুত্রেরা এক মন্বন্তর কাল অবস্থিতি ও মনু বংশজাত সকলে পৃথিবী পালন করেন। প্রত্যেক মন্বন্তরে মনু, সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ উৎপন্ন হন্ ও লয় পান্। এইরূপ চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ চার হাজার যুগ অতীত হইলে এক কল্প হইয়া থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার কথন।

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! চার হাজার যুগ রাত্রিকাল ব্রহ্মরূপী হরি জলমধ্যে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ জনার্দ্দন কল্পান্তে সংহার করিয়া আপন মায়াতে অবস্থিতি করেন। পরে কল্পারম্ভে রজোগুণ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন। হে দ্বিজসত্তম! মনু, মনুপুত্র, ইন্দ্র, দেব ও সপ্তর্ষিগণ ইহাঁরা বিষ্ণুর অংশে জন্মিয়া পৃথিবী পালন করেন। তিনি সত্যযুগে কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া সত্য জ্ঞান দান, ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তিরূপ ধারণ করিয়া দুষ্টগণের প্রতি দণ্ড বিধান করত ত্রিলোক রক্ষা, দ্বাপরযুগে বেদব্যাসরূপ ধরিয়া বেদকে চার ভাগ, শত ভাগ, পরে অনেক ভাগে বিভক্ত করেন, পরে কলির অবসানে কল্কিরূপ ধরিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করেন। অনন্তরূপ বিষ্ণু সমুদায় সৃষ্টি, পালন ও অন্তকালে ধ্বংস করেন সুতরাং বিষ্ণু বিনা আর কেহই নাই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

বেদ বিষয়ক।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! বেদব্যাস ও বেদ বিভাগ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি, তাহা আমাকে বলুন্ পরাশর

কহিলেন, মৈত্রেয়! বেদ বিভাগ বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রবণ কর, হে মহামুনে। ব্যাসরূপী ভগবান্ বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য প্রত্যেক দ্বাপর যুগে এক বেদকে বহু রূপে বিভক্ত করেন। আঠাইশ বার বেদকে বিভাগ করিয়াছিলেন ২৮ জন বেদব্যাস গত হইয়াছে, যথা—

১ম	মন্বন্তরের	দ্বাপরযুগে	ভগবান্ শয়ম্ভু।
২য়	"	"	প্রজাপতি মনু।
৩য়	"	"	উশনা।
৪র্থ	"	"	বৃহস্পতি।
৫ম	"	"	সবিতা।
৬ষ্ঠ	"	"	মৃত্যু।
৭ম	"	"	ইন্দ্র।
৮ম	"	"	বশিষ্ঠ।
৯ম	"	"	সারস্বত।
১০ম	"	"	ত্রিধামা।
১১শ	"	"	ত্রিবৃষা।
১২শ	"	"	ভরদ্বাজ।
১৩শ	"	"	অন্তরীক্ষ।
১৪শ	"	"	বস্ত্রী।
১৫শ	"	"	ত্রয্যারুণ।
১৬শ	"	"	ধনঞ্জয়।
১৭শ	"	"	কৃতঞ্জয়।
১৮শ	"	"	ঋণজ্য।
১৯শ	"	"	ভরদ্বাজ।

২০শ	মন্বন্তরে	দ্বাপরযুগে	গৌতম।
২১শ	”	”	হর্য্যাত্মা।
২২শ	“	“	বেণ।
২৩শ	”	”	তৃণবিন্দু।
২৪শ	“	”	ঋক্ষ ইনিই বাল্মীকি।
২৫শ	”	”	শক্তি।
২৬শ	”	”	পরাশর।
২৭শ	”	”	জাতুকর্ণ।
২৮শ	”	”	কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

ভবিষ্য দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বথামা বেদব্যাস হইবেন। ইহার পর ওঁঙ্কার মাত্র থাকিবেক। ওঙ্কারই ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ স্বরূপ অতএব ওঙ্কার রূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার। জ্ঞান স্বরূপ ভগবান্ অনন্ত বেদকে বিবিধ শাখায় বিভক্ত করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাহাত্ম্য, বেদবিভাগ ও শিষ্যগণকে অধ্যয়ন।

ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত আদি বেদ এক লক্ষ শ্লোক চার ভাগে বিভক্ত ইহার দ্বারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে

আশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে একীভূত দেখিয়া চার ভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! এই রূপে বেদের শাখা ভেদ হইয়া চারি যুগের লোকেরা তদনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

বেদব্যাস ব্রহ্মার আদেশে বেদকে বিভাগ করিয়া মহামুনি পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শেখান। পরে মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস পুরাণের শিষ্য করেন।

পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ এক থাকে, বেদব্যাস উহাকে চারি ভাগ করিলে চাতুর্হোত্র হইল। যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋকে হোত্র, সামে ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব স্থাপন করেন। পরে সমুদায় ঋক্‌কে উদ্ধার করিয়া ঋক্‌বেদ সংহিতা, যজুঃতে যজুর্ব্বেদ সংহিতা ও সমে সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব স্থাপন ও ইহার দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগের শানি, পুষ্টি আদি সমুদায় দৈবকর্ম্ম করাইলেন।

প্রথমে পৈল ঋক্‌কে দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্র প্রমতি ও বাস্কল নামা শিষ্যদ্বয়কে পড়াইলেন। হে দ্বিজ! মহামুনি বাস্কল ঋক্‌বেদ সংহিতার প্রথম শাখাকে চার ভাগ করিয়া বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক চারিজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন।

হে মৈত্রেয়! ইন্দ্র প্রমতি যে সংহিতা পড়েন একাংশ আপন পুত্র মাণ্ডুকেয় ও বেদ মিত্রকে পড়ান। পৈলের গৃহীত ঋক্‌বেদ সংহিতা শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে সঞ্চারিত

হইল। বেদমিত্র নিজ অধিত সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া মুদগল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির এই পাঁচ জন শিষ্যকে পড়ান। ইন্দ্র প্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপুর্ণি পঠিত ঋক্ বিভাগ করিয়া তিনটি সংহিতা বরত ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক এই তিন জনকে পরে এক খানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া চতুর্থ শিষ্যকে পড়ান্। চতুর্থ শিষ্য নিরুক্তকৃৎ নামে খ্যাত হন্।

হে দ্বিজ! বাস্কলিও অধীত ঋক্‌বেদকে তিনটি সংহিতা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব এই তিন জন শিষ্যকে পড়ান। এই রূপে অনেক মহর্ষি অনেক প্রকারে বেদের সংহিতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে চতুর্থ অধ্যায়। ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ শাখা বিভাগ।

পরাশর কহিলেন, ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের সাতাইশটি শাখা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে দেন। ব্রহ্মার পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য গুরু শুশ্রূষা করিতেন।

ঋষিসভা ও বৈশম্পায়নের কথা।

হে দ্বিজ! মহামেরু নামক স্থানে সমুদায় ঋষি প্রতিজ্ঞা করিয়া একটি সভা করেন তাহার অধিবেশনে যিনি উপস্থিত না হইবেন তিনি সাত রাত্রির মধ্যে ব্রহ্ম হত্যার

পাতকে পাতকী হইবেন। কেবল বৈশম্পায়ন উপস্থিত হইতে পারিলেন না, শাপবশতঃ আপনার ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলে শিষ্যগণকে কহিলেন তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ভগবন্! এসকল ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজী ইহাঁদের ক্লেশ দিবার আবশ্যক নাই আমি একাকীই ব্রত অনুষ্ঠান করিব। এই কথা শুনিবামাত্র গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, ব্রাহ্মণাপমান কারিন্! তুই এই সকল ব্রাহ্মণকে নিস্তেজ বলিতেছিস্? আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা ফিরিয়া দাও এরূপ শিষ্যের আমার প্রয়োজন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বিবরণ, যজুর্ব্বেদ উদ্গীরণ, তৈত্তিরীয় শাখা।

গুরু বৈশম্পায়নের ঈদৃশ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ভক্তি প্রযুক্তই এরূপ কথা বলিয়াছি একণে আপনার মত গুরুতে আমার প্রয়োজন নাই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য রক্তমাখা সাকার যজুর্ব্বেদ উদ্গীরণ করিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা তিত্তিরি পক্ষী হইয়া গ্রহণ করাতে যজুর্ব্বেদের শাখা তৈত্তিরীয় নামে খ্যাত হইয়াছে। [যাঁহারা ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহাদের পঠিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে খ্যাত হইল।] তারপর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ পাইবার মানসে সূর্য্যের স্তব করিলে ভগবান্ রবি তুষ্ট হইয়া বর দিতে

সূর্য্যের স্তব করিলে ভগবান্ রবি তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার গুরু যাহা না জানেন এরূপ যজুর্ব্বেদ দান করুন্। পরাশর কহিলেন, ভগবান্ রবি তাহাই দিলেন।

হে দ্বিজসত্তম! ভগবান্ রবি বাজি রূপ ধরিয়া এই বেদ দান করেন বলিয়া যে সকল ব্রাহ্মণেরা এই অযাত - যাম নামক যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন তাঁহাদের বাজি বলে। এই বাজি প্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

——০:॥:০——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামবেদের শাখা বিভাগ।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! ব্যাসশিষ্য জৈমিনির সামবেদের শাখা বিভাগ শ্রবণ কর। জৈমিনির পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুকর্ম্মাকে সামবেদের এক এক শাখা পড়ান। সুমন্তু পুত্র সুকর্ম্মা হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি নামে দুইটী ছাত্রকে শেখান। পরে হিরণ্যনাভের পোনেরটী শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে। ইহাঁরা উদীচ্য সামগ নামে খ্যাত। অপর হিরণ্যনাভের আরও পোনেরটী শিষ্য পঞ্চদশ সংহিতা গ্রহণ করেন। ইহাঁরা প্রাচ্য সামগ নামে খ্যাত।

লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি ইহাঁরা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য, ইহাঁদের ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা এবং ইহাঁদের শিষ্যেরা অনেক সংহিতা করিয়াছেন। জৈনক কৃতিনামে হিরণ্যনাভের শিষ্য চব্বিশ জন শিষ্যকে চব্বিশ খানি সংহিতা বলেন, আবার ইহাঁর শিষ্যেরা সামবেদকে অনেক শাখায় বিস্তার করেন।

অথর্ব্ববেদের শাখা বিভাগ।

মহর্ষি সুমন্তু কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ পড়ান। কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যনামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পাদ ইহাঁরা দেবদর্শের এবং জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক ইহাঁরা পথ্যের শিষ্য। শৌনক আপনার পড়া সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া একটি শাখা বভ্রুকে ও একটি শাখা সৈন্ধবায়নকে পড়ান্। পরে সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ আপন আপন সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্র, বেদ, সংহিতা, অঙ্গিরা ও শান্তিকল্প এই পাঁচ অংশ সংহিতা সকলের বিকল্পক ও অথর্ব্ববেদ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পুরাণ বিষয়ক।

বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প শুদ্ধির সঙ্গে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামক শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি এই ছয় জন লোমহর্ষণের শিষ্য। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপয়ন ইহাঁরা

এক এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন আমি উহার সারোদ্ধার করিয়া এই বিষ্ণুপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি।

সকল পুরাণের আদি ব্রাহ্ম পুরাণ। ব্রাহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কেণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই আঠার খানা পুরাণ পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন। ইহাতে সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত্ত কথিত আছে। আমি যাহা বলিতেছি ইহা বিষ্ণুপুরাণ।

বিদ্যা ও ঋষিত্রয়।

চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা-চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও নীতিশাস্ত্র এই চার লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষি এই তিন ঋষি।

হে মৈত্রেয়! বেদ বিষয়ে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

যমের কথা।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মৃত্যু হইলেই যমালয়ে যাইয়া যমের দণ্ডভোগ করত দেবতা মানব আদিতে জন্ম হয় কিন্তু কিরূপ কাজ করিলে যমের বাড়ী যাইতে

না হয় তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, প্রকাশ করিয়া বলুন্।

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! নকুল ভীষ্মের কাছে এই প্রশ্ন করায়, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কালিঙ্গদেশীয় আমার কোন ব্রাহ্মণ সখা কোন জাতিস্মর মুনির নিকট শুনিয়াছিলেন, সেই যম ও যমকিঙ্করের গোপনীয় কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কালিঙ্গ কহিলেন, যম আপন দূতকে কানে কানে বলিয়া দিলেন যে মধুসূদনের শরণাপন্ন ব্যক্তিকে কদাচ এখানে আনিও না। আমি সকল প্রেতের প্রভু কিন্তু বৈষ্ণব প্রেতের নহি। বিধাতা আমাকে পাপ পুণ্য বিচারের জন্য যম নাম দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি স্বাধীন নহি, আমার গুরু হরি তিনি আমার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। সোনা যেমন এক হইয়া অলঙ্কারের নাম ভেদে নানা রূপ হয় তদ্রূপ বায়ুর ধ্বংসে পৃথিবীর সঙ্গে পার্থিব পরমাণু ও জলে জল মিলিয়া যায়। সেই মত দেব মনুষ্য-পশু প্রভৃতি বিষ্ণুতে লীন হইয়া থাকে। হরির পাদপদ্ম পূজা ও ভজনে কোন পাপ থাকে না। পাশহস্ত যমকিঙ্কর ধর্ম্মরাজ যমের কথা শুনিয়া বলিলেন, বিভো! হরিভক্ত কেমনে আমি জানিতে পারিব।

যম বলিলেন, যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ না করে, শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখে, চুরি ও হিংসা করে না, রাগাদি শূন্য, বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত

জানিবে। যিনি মোহশূন্য, সদা হরি নাম করে অপর নির্জ্জনে পরের স্বর্ণকে দেখিয়া তৃণবৎ জ্ঞান করে সেই ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত জানিবে। যেমন চন্দ্রের কিরণে উষ্ণতা থাকিতে পারে না তদ্রূপ যাহার মনে মাৎসর্য্য আছে সেখানে বিষ্ণু অবস্থান করেন না। বিশুদ্ধাত্মা, প্রশান্ত ও নির্ম্মলচেতা, মাৎসর্য্যশূন্য হিত ও প্রিয়বাদী, প্রাণীমাত্র মিত্র এরূপ লোকের অন্তঃকরণে বাসুদেব বাস করেন। বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে সৌম্য মূর্ত্তি হয়। যেমন শাল গাছের চারা দেখিলে পার্থিব রস আছে বুঝা যায়, হে দূত! যম ও নিয়মে যাহাদের পাপরাশি নাশ, অচ্যুতে আসক্ত, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার হীন এরূপ লোকের কাছে যাইও না। ইহার বিপরীত অর্থাৎ পরধনাপহারী, নিন্দাকরী, মিথ্যাবাদী, কটুভাষী, দ্বেষী, অদাতা, শঠ, অসদাচারী, পাপী লোকের হৃদয়ে বাসুদেব বাস করেন না, সেই পুরুষপশু বিষ্ণুভক্ত নহে। যে ব্যক্তি সদাই বিষ্ণুকে ধ্যান ও বিষ্ণু নাম করে তাহার কাছে গমন করিও না। তুমি বা আমি বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন করিলে তেজের হ্রাস হইবে তাহারা আমাদের অধিকৃত নহে, সে পুণ্যাত্মার কাছে আমরা যাইতে পারিব না, সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করিবার উপযুক্ত।

কালিঙ্গ কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে যমের আজ্ঞা যমদূতের কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা বলিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, নকুল! আমি যাহা শুনিয়াছিলাম

তাহা তোমাকে বলিলাম। বিষ্ণুই সংসারসাগরের ত্রাণ কর্ত্তা, যে ব্যক্তি সদা বিষ্ণু নাম করে তাহার যমদণ্ডের ভয় থাকেনা।

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! যমগীতা বলিলাম আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, বল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

——০ঃঃ॥ * ॥ঃঃ০——

বিষ্ণু আরাধনা।

মৈত্রেয় বলিলেন, হে ভগবন্! কেমনে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে ও তাহাতে ফল কি? শুনিতে বাসনা করি।

পরাশর কহিলেন, এই কথা ঔর্ব্ব সগরকে যেরূপ বলিয়াছিলেন আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ঔর্ব্ব কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ঐহিক কামনা পূর্ণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। হে রাজন্! বিষ্ণুর আরাধনা বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম ও আচার যথারীতি পালন করাই বিষ্ণুর আরাধনা, এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু পরিতোষ জনক আর কিছুই নাই। জপে, যজ্ঞে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে, পরদ্রব্য গ্রহণ, পরস্ত্রী হরণ - পরহিংসা - ক্রূরাচরণ - উদ্ভিদ বিনষ্ট ইত্যাদি না করিলে, সতত ব্রাহ্মণ - দেবতা ও গুরু শুশ্রূষা

করিলে বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন্। এই সকলের বিপরীত আচরণে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়। হে রাজন্! শাস্ত্রানুযায়িক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে রত থাকিলে বিষ্ণু প্রীত হন্।

সগর বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনুগ্রহ করিয়া আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম বলুন্।

আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম।

ঔর্ব্ব বলিলেন, জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য দান করা; দেবার ধনায় নিযুক্ত থাকা, বেদাদি পাঠ করা, নিত্য স্নান ও তর্পণাদিতে রত হওয়া এবং অগ্নি পরিগ্রহ করা। ব্রাহ্মণেরা যাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, পড়াইবে এবং ন্যায্য মত গুরু দক্ষিণা লইবে। কখন হিত ও সদয় ব্যবহার ব্যতীত কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণেরা পররত্নকে প্রস্তরবৎ দেখিবে এবং ঋতুকালে পত্নী গমন করিবে।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণকে দান, যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণু আরাধনা, গুরুর নিকট অধ্যয়ন, যুদ্ধে অস্ত্রধারণ, পৃথিবী রক্ষা, প্রজাপালন, যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এই রূপ করিলে ক্ষত্রিয়েরা স্বর্গলোকে গমন করে। রাজাও যজ্ঞ ফলের অংশভাগীও হয়েন্।

বৈশ্যেরা পশু পালন, বাণিজ্য, কৃষি কর্ম্ম, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এতদ্ব্যতীত নিত্য নৈমিত্তক ক্রিয়া কলাপ করিবে।

শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবা ও ইহার বেতনে জীবিকা নির্ব্বাহ, তদভাবে বাণিজ্য দ্বারা করিবে। শুশ্রূষাদি দ্বারা

সন্ধ্যা ধনে বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞানুষ্ঠান, দানাদি সৎকার্য্য, পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমুদায় নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিবে।

হে দ্বীপতে! ভৃত্যাদি ভরণ পোষণের জন্য চারি বর্ণেরই অর্থোপার্জ্জন ও ঋতুকালে স্ত্রীতে গমন করিবে। সকলের প্রতি দয়া, তিতিক্ষা, অনভিমানিতা, সত্য, শৌচ, নিয়মিত শ্রম, মঙ্গল চিহ্ন ধারণ, প্রিয়বাদিতা, অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনসূয়া এই সমুদায় চারি বর্ণের গুণ ও আশ্রম লক্ষণ। চারি বর্ণের স্ব স্ব ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে কি রূপ বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে কিন্তু শূদ্রেরা ব্যবসায়ে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকিলে দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে।

হে রাজন্! এই চারি বর্ণের ধর্ম্ম বলিলাম। এক্ষণে আশ্রম ধর্ম্মচতুষ্টয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে অষ্টম অধ্যায়। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মচার্য্য ও গুরু কুলে বাস বিবরণ।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! বাল্যকালে উপনয়ন

হইলে ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ পড়িবার জন্য গুরুগৃহে বাস করিবে। তথায় শুচি ও শুদ্ধাচার হইয়া গুরু শুশ্রূষায় নিযুক্ত, প্রাজাপত্যাদি ব্রতানুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যা অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনানন্তর গুরুকে নমস্কার করিবে। হে রাজন্! গুরু দাঁড়াইলে উঠিয়া দাঁড়াইবে, গমন করিলে সঙ্গে যাইবে, বসিলে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বসিবে, গুরুর আজ্ঞানুসারে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিবে।

স্নানের সময় অগ্রে আচার্য্য স্নান করিলে, শিষ্য পরে স্নান করিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে কুশ ও জল ও পুষ্প আহরণ করিয়া গুরুকে দিবে। এই রূপে শিষ্য বেদ পড়িয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

গৃহস্থ ধর্ম্ম।

হে ভূপাল! তার পর বিবাহ করিবে। যাজক ও অধ্যাপনা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহস্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে এবং পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃব্যগণকে, যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে, অন্নদ্বারা অতিথিগণকে, স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিগণকে, সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রজাপতিকে, ভূতোপহার দিয়া ভূতগণকে এবং সত্য বাক্যে সমুদায় লোককে অর্চ্চনা করিলে পুণ্যলোকে গমন করে; গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করিয়া পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীরা জীবন ধারণ করে এই জন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। অতিথি বৈমুখ হইলে নিজ পাপ দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া যায় এবং অতিথির প্রতি অসদা-

চরণ করিলে অখ্যাতি হয়। গৃহস্থেরা উত্তম রূপে অতিথি সৎকার করিলে উত্তম লোকে যায়।

হে রাজন্‌! বয়স হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট বা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবে। হে নৃপ! তার পর বনে গিয়া চুল ও দাড়ি রাখিয়া জটাধারী হইয়া ফল মূল ও গাছের পাতা খাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলের প্রতি সাধু ব্যবহার ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। চর্ম্ম, কুশ বা কাশের পরিধেয় বস্ত্র করিবে। হে নরেশ্বর! ত্রিসন্ধ্যা স্নান, পূজা, হোম, অভ্যাগত ব্যক্তিকে পূজা, ভিক্ষুককে দান করা ইত্যাদি গৃহস্থের কর্ম্ম। হে রাজেন্দ্র! বুনোসরিষার তৈল মাখিবে এবং শীত গ্রীষ্ম বহন করিয়া তপস্যা করিবে এই রূপ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

আশ্রমধর্ম্ম।

হে নরাধিপ! বানপ্রস্থ মুনি স্বজন আদি সমুদায় দ্রব্য ত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে ইহাকে ভিক্ষুর আশ্রম বলে। ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠান সমুদায় ত্যাগ করিয়া সমুদায় প্রাণির প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। সকলের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত থাকিবেন। কোন গ্রামে এক রাত্রি ও কোন নগরে পাঁচ রাত্রির অধিক বাস করিবেন না। যেখানে মনের প্রীতি জন্মে এবং দ্বেষ হিংসাদির উদ্রেক না হয় এরূপ স্থানে থাকিবেন। প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির ঘরে ঘরে আহারকালীন যাইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার আদি

ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম হইবে। যে মুনি প্রাণী মাত্রকে অভয় দান করিয়া বেড়ায় তাঁহার কোন প্রাণী হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্র স্বরূপ স্ব শরীরে রাখিয়া ভিক্ষান্নরূপ হব্য দ্বারা আপন মুখে হোম করেন তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যে ব্রাহ্মণ সমুদায় জগৎ ব্রহ্মের সঙ্কল্পমাত্র জানিয়া মুক্তির সাধন চতুর্থ আশ্রমে অনুষ্ঠান করেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ শোক মোহ আদি বিবর্জ্জিত শান্তির আশ্রয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

—০:*:০—

বালকের জাতকর্ম্ম ও অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সমুদায় বিশেষরূপে শুনিবার জন্য সগর রাজা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলে ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! প্রস্তাবিত বিষয় এক মনা হইয়া শ্রবণ করুন।

পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা তাহার জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া কাণ্ড ও আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধ কালে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব মুখে বসাইয়া কুলাচার ব্যবহার অনুসারে দেব পক্ষের ও পিতৃ পক্ষের শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদন ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা মূল দ্বারা দধি-যব-কুল মিশ্রিত পিণ্ড

নদীমুখ পিতৃগণকে প্রদান ও সমুদায় বৃদ্ধি শ্রাদ্ধকালে প্রদক্ষিণ করিবে।

নাম করণ।

তার পর পুত্র দশ দিনের হইলে পিতা নাম করণ করিবেন। অর্থ বিশিষ্ট, সুশ্রাব্য, লম্বা বা ক্ষুদ্র না হয় অথচ দেবতাদের নামের শেষে ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস প্রভৃতি দেওয়া প্রশস্ত।

উপনয়ন, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ।

উপনয়ন হইলে বিদ্যাভ্যাস করিতে গুরু গৃহে যাইয়া কৃতবিদ্যা গুরু দক্ষিণা দিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশার্থ বিবাহ করিবে অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরু বা গুরু পুত্রাদির সেবা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। অথবা বনবাসী বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা বেড়াইবে।

বিবাহার্থ কন্যার লক্ষণ ও অষ্ট প্রকার বিবাহ।

কন্যার বয়স পাত্রের তৃতীয়াংশ হইবে। অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতি পিঙ্গল বর্ণা, বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, রুগ্না, বটুভাষিণী, পুরুষাকারা, ঘর্ঘরস্বরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকস্বরা, লক্ষণরহিতা বা ভূপক্ষ্মা কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত।

যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমযুক্ত, গুল্ফ উন্নত, হাঁসিলে গালে গর্ত্ত হয়, অকোমল, নখ পাণ্ডুবর্ণ, নয়ন রক্তবর্ণ, হস্ত পদ স্থূল, নেত্রটেরা, অত্যন্ত দীর্ঘ্য, ভ্রূদুটি মিলিত, দন্ত মধ্যে অধিক ছিদ্র এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নহে।

হে নৃপ! গৃহস্থেরা মাতৃপক্ষে পঞ্চম ও পিতৃপক্ষে

সপ্তমী কন্যাকে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ তন্মধ্যে নিকৃষ্ট পৈশাচ বিবাহ করা অবিধেয়। গার্হস্থাশ্রমে বিবাহ করিলে পত্নী মহাফল প্রদান করে॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

——০ঃঃ॥ * ॥ঃঃ০——

সদাচার।

সগর কহিলেন, হে মুনে! যে কাজ করিলে ইহলোক ও পরলোকে ধর্ম্ম হানি না হয় গৃহস্থের এরূপ সদাচার শুনিতে ইচ্ছা করি।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে পৃথিবীপাল! সদাচার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করুন্। সদাচারশীল ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পূজিত হন্। দোষস্পর্শ শূন্য ব্যক্তিই সাধু, সৎ অর্থাৎ সাধুদের আচার ব্যবহারের নাম সদাচার। হে মহীপতে! সপ্তর্ষি মনু ও প্রজাপতিগণ সদাচারেরও কর্ত্তা। হে নৃপ! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময়ে মন সুস্থ ও প্রশান্ত থাকে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সময়ে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিবে। যাহাতে ধর্ম্ম হানি হয় এরূপ অর্থ ও কাম ত্যাগ করিবে সমাজ বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবিধেয়।

প্রাতঃকৃত্য।

হে নরেশ্বর! সকালে উঠিয়া নৈঋ্ত কোণে বাণ বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ কিছু দূরে যাইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। মানবের গতি বিধির পথে, শস্য যুক্ত ক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথে, নদীগর্ভে, তীর্থস্থানে জলমধ্যে, জলাশয়ে অথবা শ্মশানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। গৃহ, গো, ব্রাহ্মণ ও তরুর ছায়ার উপর, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ুর সম্মুখে প্রস্রাব করা উচিত নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দিনে উত্তরমুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবেন। মস্তকে বস্ত্র বাঁধিয়া, মৃত্তিকার উপর তৃণ বিছাইয়া মলত্যাগ করিবে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবে না এবং কথাও কহিবে না।

শৌচ মৃত্তিকা।

উইএর ঢিপির মাটী, ইন্দুরের মাটী, হাতমাটীর, অবশিষ্ট, গৃহলেপের মাটি, কীটযুক্ত মাটী, চাসেরমাটী ব্যতীত অন্য মাটীতে শৌচ সাধন করিবে। লিঙ্গে এক, গুহ্যে তিন, বাম হাতে দশ ও উভয় হস্তে সাত বার মাটী দিলে শৌচ সমাধান হয়। তার পর গন্ধফেণ ও বুদ্বুদ শূন্য নির্ম্মল জলে আচমন করিবে ইহার পূর্ব্বে পা ধুইয়া পরে তিন বার কুলকুচো করিয়া দুই বার মুখ মার্জ্জনা করিবে, তার পর মস্তক, ইন্দ্রিয়, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়ে এই সকল স্থান ক্রমশঃ জল হাতে স্পর্শ করিবে। এই রূপে শৌচ শাধন করিয়া চুল আঁচড়ান, আরসীতে মুখ দেখিয়া নেত্রে অঞ্জন ও সর্ব্বাঙ্গে দূর্ব্বা ঘাসাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য বিন্যাস করিবে।

ধনোপার্জ্জন, স্নান, তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ বিধি।

হে পৃথিবীপতে! তার পর স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধযুক্ত হইয়া যাগানুষ্ঠান করিবে। নিত্য ক্রিয়ার জন্য নদ, নদী, তড়াগ, দেবখাত, পর্ব্বত প্রস্রবণ বা কূপ হইতে জল তুলিয়া মধ্যাহ্নে স্নান করত পবিত্র বস্ত্র পড়িয়া এক মনে তত্তত্তীর্থে দেব, ঋষি ও পিতৃ তর্পণ করিবে। দেবগণের প্রীতির জন্য তিন বার, ঋষিগণের জন্য তিন বার, প্রজাপতির জন্য এক বার, পিতৃলোকের জন্য তিন বার জল প্রদান করিয়া পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাঁদিগকে তর্জ্জনী মূল দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে স্নেহানুসারে বন্ধুবান্ধবকে জল দিবেন। দেব, দানব, বৃক্ষ, পক্ষী প্রভৃতি যিনি যেখানে থাকুন যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে মদ্দত্ত এই সতিল জল অক্ষয় তৃপ্তিজনক হউক।

ইষ্ট দেবতা পূজা বিধি।

আচমন করিয়া সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি দিয়া " নমো যিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥" এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রথমতঃ জলাভিষেক, পরে পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি নিবেদন করিতে হইবে। পরে অগ্নিহোত্র সমাধান করিয়া আগে ব্রহ্ম পরে প্রজাপতিকে আহুতি দিয়া গুহ্য, কাশ্যপ ও অনুমতিকে ক্রমশঃ জল দিয়া জলে ও মেঘে নিঃক্ষেপ করিবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! দ্বারের উভয় পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার

উদ্দেশে এবং মধ্যদেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে।

দিক্‌পালের পূজা।

গৃহের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজ, পশ্চিমে বরুণ ও উত্তরে ইন্দুকে হুতশেষ অন্নরূপ বলি দিবে।

বৈশ্বদেব আদির বলি।

উত্তরে ধন্বন্তরি, বৈশ্বদেব, তৎপরবর্ত্তী গৃহদেবতা, তারপর দেবতার বলি প্রদান করিবে। তারপর বায়ুকোণে বায়ুকে, চারিদিকে ব্রহ্মাকে, অন্তরীক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিয়া বিশ্বদেব - বিশ্বভূত - ভূতপতি - পিতৃ ও যক্ষগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিতে হইবে। এবং অন্ন যাবদীয় তৃপ্তির জন্য প্রদান করিবে।

অতিথি সৎকার।

তারপর এক ঘটিকার চতুর্থাংশ কাল অথবা ইচ্ছা মত গৃহের উঠানে দাঁড়াইয়া অতিথির অপেক্ষা করিবে। অতিথি পাইলে আগমন জিজ্ঞাসা করত আসন দিয়া পা ধোয়াইয়া অন্নদান ও প্রিয় বাক্যে তুষ্ট করত বিদায় করিবে। এক গ্রামবাসীকে অতিথি করা বিধেয় নহে। অসহায়, অন্যদেশাগত পাথেয় হীন অতিথির সেবা না করিয়া ভোজন করিলে নরক হয়। অভ্যাগত ব্যক্তির কোন পরিচয় না লইয়া সৎকার করিবে।

হে নৃপ! পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আচার ও কুলজনিত পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকারী স্বদেশীয় একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পৃথক্‌ স্থাপিত অন্নাগ্র প্রদান করিয়া ক্ষমতা থাকিলে পরিব্রাট্‌ ও ব্রহ্মচারীকে দান ক-

রিবে এই চার প্রকার অতিথি সৎকার করিলে নৃযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হয়। অতিথি হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে সে আপনার পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। দুঃখার্ত্তি, গর্ভিণী, আতুর প্রভৃতিকে আগে ভোজন না করাইয়া যে গৃহস্থ নিজে ভোজন করে সে ব্যক্তি পরকালে নরকে যাইয়া শ্লেষ্মভোগী হইতে হয়।

ভোজন নিয়ম।

স্নান না করিয়া ভোজন করিলে মল ভক্ষণ, জপ না করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলে রক্ত ও পুঁজ খাওয়া, অসংস্কৃত অন্ন খাইলে মূত্র খাওয়া এবং বালবৃদ্ধ প্রভৃতিকে আগে আহার না করাইয়া খাইলে বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয়। স্নান, তর্পণ, বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও রত্নাঙ্গুরি ধারণ করিয়া জপ হোম সমাপন করত অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া নিজে গন্ধদ্রব্য ও মালা পরিয়া প্রীতি প্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ বদনে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া এক চিত্তে অগ্নিকে অগ্রভাগ দিয়া ভোজন করিবে। এক বস্ত্র পড়িয়া, জল পায়ে বা হাতে অন্য দিকে বসিয়া ভোজন করা অবিধেয়। কুৎসিত ব্যক্তি দ্বারা আনীত, ভিজে ও অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিবে না। অতি সংকীর্ণ ও অযোগ্য স্থানে এবং সন্ধ্যাকালে খাইবে না। শক্তু আদি কতগুলিন দ্রব্য ব্যতীত ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক খাইবে না। কাঁচা লেহ্য প্রভৃতি বা কুলের মত এবং গুড়পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করা অনুচিত। সার তুলিয়া লওয়া দ্রব্য খাইবে না। হে জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি মধুর, অম্ল,

দধি, ঘৃত ও ছাতু ব্যতীত আর কোন বস্তু নিঃশেষ খাইবে না। অন্ন ব্যতীত ভোজন কালে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে না। অগ্রে মধুর রস, মধ্যে লবণ ও অম্ল রস, শেষে কটু তিক্ত আদি খাইবে। ভোজনের প্রথমে মৌন হইয়া প্রাণাদির পরিতোষের জন্য পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। ভোজনের পর পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া আচমন হাত পা ধুইয়া আসনে বসিয়া প্রশান্তচিত্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ও আহার জীর্ণ হেতু " বিষ্ণুরত্তা তথৈবানং পরিণামশ্চ বৈ যথা। সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা॥ " ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পেটে হাত বুলাইবে। পরে শাস্ত্রালোচনা তারপর ভাল খেলা [শতরঞ্চ] পরে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনা করিবে।

সন্ধ্যোপাসনা বিধি।

হে পৃথিবীপতে! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধ অস্ত গেলে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। শুভাশৌচ, মৃতাশৌচ, চিত্তভ্রম, পীড়া, অনিষ্টাশঙ্কা ব্যতীত সন্ধ্যা না করিলে অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়। রোগ ব্যতীত যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে সে ব্যক্তি পাতকী হয়। সূর্য্যাস্তকালে অতিথি আসিলে যথাশক্তি সেবা ও শয্যাদি দিয়া রাখিবে নচেৎ দিবসে বিমুখ হইয়া গেলে যে পাপ হয় তাহার অষ্টগুণ হইবেক।

শয়ন নিয়ম ও পত্নীগমন বিধি।

হে নৃপ! গৃহস্থ ব্যক্তি সন্ধ্যাকালীন আহার করত পাদ আদি ধুইয়া ছিদ্ররহিত ছারপোকা না থাকে এরূপ হাতির

দাঁতের বা কাষ্ঠের পালঙে পরিষ্কার সুকোমল বিছানায় শয়ন করিবে। মাথা পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে করিবে উত্তর ও পশ্চিমে করিলে রোগ হয়।

হে অবনীপতে! ঋতুকালে, পুং নামক নক্ষত্রে, যোড়া ও শুভ দিনে, ঋতুকালের শেষ অংশে, দোষহীনা, সকামা সপত্নীতে গমন করিবে। ঋতুস্নান না হইলে, পীড়িতা, রজস্বলা, অকামা, কুপিতা, নষ্টা, গর্ভিণী, অননুকূলা, পর-স্ত্রী, ক্ষুধার্ত্তা, অতিভোজী স্ত্রীতে গমন করা অকর্ত্তব্য। স্নান ও গন্ধ দ্রব্য ধারণ করিয়া সকাম ও সানুরাগ হইয়া স্ত্রীতে গমন করিবে, ক্ষুধিত বা চিন্তান্বিত হইয়া গমন করা উচিত নহে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি দিনে জ্ঞানবানেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূজা, জপ ও যাগাদি করা বিধেয় এ সকল দিনে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে বিণ্মূত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। গো-ছাগাদি যোনিতে, অযোনিতে; দেব, গুরু ও ব্রাহ্মণের আলয়ে অথবা বাজিকরণ ঔষধ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ ব্যবহার করিবে না। হে মহীপতে! অশ্বত্থ বট আদি পূজ্য বৃক্ষ তলে, উঠানে, তীর্থে, মাঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। পর্ব্বদিনে ধনহানি, দিনে পাপ ও ভূতলে স্ত্রীসংসর্গ করিলে খ্যাতি লোপ হয়। বাক্যে, মনে পরস্ত্রী গমন করিলে কৃমি কীট আদি যোনিতে জন্ম হয়। পরস্ত্রী গমনে ইহলোকে আয়ুক্ষয় ও পরলোকে নরকে যায়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

—:০:—

দ্বাদশ অধ্যায়।

—০ = * = ০—
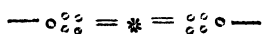
গৃহস্থের সদাচার বিধি।

ঔর্ব্ব কহিলেন, গৃহস্থেরা দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ-পুরুষ, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অগ্নিকে পূজা এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিবে। অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, রত্ন ও শুক্লপুষ্প ধারণ তেল দিয়া কেশ পরিষ্কার রাখা, গন্ধ দ্রব্য, মনোহর বেশ, সৎসংর্গ, সমকক্ষ লোকের সহিত কথঞ্চিৎ বিবাদ ও বিবাহ, অল্প ক্ষতি সহ্য, গুরুলোকের সম্মুখে বিনয়ান্বিত হওয়া, দেবালয় - চতুষ্পথ - মাঙ্গলিক-দ্রব্য - পূজ্যব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন ও দেখিলে নমস্কার করা, হোম, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও সুশীল ব্যক্তিকে সম্মান করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য।

পরদ্রব্য হরণ, অপ্রিয় কথা, মিথ্যা প্রেরবাক্য প্রয়োগ, অন্যের দোষ কীর্ত্তন, পরস্ত্রীতে লোভ, শত্রুতা, জীর্ণ বা ভগ্নযানে আরোহণ, নদীতীরের বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন, বেগ রহিত জলে স্নান, দগ্ধগৃহে প্রবেশ, গাছের অগ্রভাগে আরোহণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকা কুঞ্চিত, মুখ ঢাকা না দিয়া হাই তোলা, উচ্চৈঃস্বরে শ্বাস ও কাস ত্যাগ, উচ্চ হাস্য, শব্দ করিয়া বায়ুত্যাগ, নখ বাদ্য বা নখ দ্বারা তৃণ ছেদন, নখ দ্বারা ভূমিতে লেখা, শ্মশ্রু চর্ব্বণ বা লোষ্ট্র

মর্দ্দন, অপবিত্র হইয়া সূর্য্য আদি তেজ পদার্থ দর্শন, উলঙ্গ স্ত্রী দর্শন, উদয় ও অস্তের সময় সূর্য্য দর্শন, শব দর্শন, লোম অংশ শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ, পূজ্যব্যক্তি দেবতা - ধ্বজা - তেজ পদার্থের ছায়া, শূন্য গৃহেবাস, একাকী জনশূন্য অরণ্যে গমন, কেশ - অস্থি - কণ্টক- অপবিত্র বস্তু অগ্নি ভস্ম - তুষ - স্নান জলে - ভিজে জমী পায়ে স্পর্শ, আচার্য্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ, কুটিল লোকের সংসর্গ, হিংস্র জন্তুর নিকট যাওয়া, নিদ্রা ভঙ্গের পর অধিকক্ষণ শয্যায় থাকা, অধিকক্ষণ শয়ন, অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ ব্যায়াম, অধিকক্ষণ স্ত্রীসংসর্গ, সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র উলঙ্গ হইয়া স্নান - আচন- নিদ্রা, কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করা এক বস্ত্রে হোম- দেব পূজা আদি ক্রিয়া পুণ্য কথা কহা ও জপ করা, স্বার্থপর ব্যক্তির সহিত একত্রে বাস, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের সঙ্গে বিরোধ, বিবাদ, শত্রুতা, শত্রুতা করিয়া ধনোপার্জ্জন, স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্রমার্জ্জন, কেশ ঝাড়া, স্নানের পর মুখ প্রক্ষালন, পায়ে পা জড়ান বা নাচান, পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পা রাখা, গুরু লোকের সম্মুখে উচ্চাসনে বসা, চন্দ্র - অগ্নি - সূর্য্য - জল - বায়ু - পূজ্য ব্যক্তি ইঁহাদের অভিমুখে থুথু ফেলা ও মল মূত্র ত্যাগ করা, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা, শ্লেষ্ম - মল - মূত্র - রক্ত লঙ্ঘন করা, আহার - দেবপূজা - মাঙ্গলিককার্য্য - জপ - হোম- আদি সময়ে ও মহাজন সমীপে হাঁচা বা শ্লেষ্ম ত্যাগ করা,

স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস - ঈর্ষ্যা - অবজ্ঞা করা ও কর্ত্তৃত্ব ভার দেওয়া, মাঙ্গলিক বস্তু - পুষ্প - রত্ন - ঘৃত - পূজনীয় এ সকলকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া জ্ঞানবানের সদাই অনুচিত।

শত্রু, পতিত, উন্মত্ত, কুদেশস্থিত, বেশ্যা ও উহার উপপতি, যাহারা অল্প লাভে ন্যায় পথ ত্যাগ করে, ক্ষুদ্রাশয়, মিথ্যাবাদী, অতিব্যয় শীল, পরনিন্দা পরায়ণ, শঠ, দুষ্ট কামিনী ইহাদের সংসর্গ মিত্রতা ও সঙ্গে চলা জ্ঞানবানের অনুচিত।

যে ব্যক্তি দেব ও ঋষিগণে পূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ও তিথি সৎকার, জিতেন্দ্রিয়, মিষ্ট কথা, আস্তিক ও বিনীত হন্ তিনি অক্ষয় উত্তম লোকে বাস করেন। চন্দ্র গ্রহণ, পর্ব্বদিন, অশৌচ, অকালে মেঘ গর্জ্জন এই সকল সময়ে পাঠ নিষেধ। যে ব্যক্তি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি করেন, মাৎসর্য্য বিহীন ও ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাস দান করেন তাঁহার পক্ষে স্বর্গ লাভ সামান্য। জুতা পায়ে দিয়া চলা, ছাতা ব্যবহার করা, রাত্রে বা বনে যাইবার সময়ে লাঠী লইয়া যাওয়া জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ বা দূর দৃষ্টি করিয়া যাওয়া অনুচিত, নিচে দৃষ্টি করিয়া যাইবেন। বীতরাগ, সদাচার পরায়ণ, মিথ্যামায়ায় অবশীভূত, ও কাম - ক্রোধ - লোভ হীন এই সকল ব্যক্তির দ্বারাই পৃথিবী আছে। সত্য কথা কহিলে যেখানে অনিষ্ট হয় সেখানে মৌন থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপকার করাই সাধুদের কার্য্য।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুত্রের জাতকর্ম্ম ও অভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ।

ঔর্ব্ব, কহিলেন, ছেলে হইবামাত্র পিতা কাছে থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই পুত্রের জাত কর্ম্ম ও অভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। বাম দিক্ হইতে দেব পক্ষে ও পিতৃ পক্ষে জোড়া২ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া পুজা করত ভোজন করাইবেন। হে নৃপ! পূর্ব্ব ওউত্তর মুখ হইয়া দই-আতপচাল ও কুল দিয়া পিণ্ড, দেবতীর্থ বা প্রজাপতি তীর্থ দ্বারা দিবেন। নন্দীমুখ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হেতু গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্র শ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্র কন্যার বিবাহে, নূতন প্রবেশ সময়ে, বালকের নামকরণ-চূড়াকর্ম্ম-সীমন্তোন্নয়ন-পুত্র মুখ দর্শন ও অন্যান্য অভ্যুদয় কালে গৃহস্থ ব্যক্তি পবিত্র হইয়া নন্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন।

প্রেত কর্ম্মের বিধান।

মৃত দেহকে স্নান করাইয়া মালাদিতে বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে পোড়াইয়া সেই বস্ত্রে জলাশয়ে স্নান করিয়া দক্ষিণ মুখ হইয়া „ যত্র তত্র স্থিতায় অমুকায় এতৎ ,, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল দিবেন। দিনে দাহ করিলে সন্ধ্যার সময়ে নক্ষত্র দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে অশৌচ থাকা পর্য্যন্ত ভূমিতে ঘাসের শয্যায়

শুইয়া নিত্য প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে একটি পিণ্ড দিয়া প্রেতকৃত্য করিবে। হে রাজন্! দিনে একবার মাংস রহিত অন্ন ভোজন করিবে। মৃত ব্যক্তির পরিতৃপ্ত জন্য জ্ঞাতিভোজন করাইবে। অশৌচ ১ম, ৩য়, ৭ম ও ৯ম দিনে বস্ত্র ত্যাগ ও বাহিরে স্নান করিয়া প্রেতের উদ্দেশে তিল ও জল দিবেন। তার পর তাঁহার বন্ধুরা ভূমিতে তিল জল দিবেন। অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম অস্থি চয়ন তার পর সপিণ্ডদিগের অঙ্গস্পর্শ করিবে। সমানোদকেরা অশৌ-চের মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞ আদি কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু চন্দনাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পারিবেন না এবং স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করিবেন।

বালক, দেশান্তরস্থিতব্যক্তি, পতিতব্যক্তি, গুরু, ইচ্ছা পূর্ব্বক ও জলঅগ্নি বা গলায় দড়ি দিয়া মরিলে শুনিবার পরক্ষণেই অশৌচ যায়। মৃতাশৌচে দশদিন স্বগোত্রের অন্ন খাওয়া অবিধি। অশৌচকালে দান গ্রহণ, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন নি-ষেধ, এই ব্রাহ্মণের অশৌচ বলিলাম। ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন এবং শূদ্রের এক মাস অশৌচ হয়। অশৌচ অন্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে ৩।৫ বা যত ইচ্ছা অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের কাছে কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড দিবে। তার পর ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে, বৈশ্য প্রতোদকে ও শূদ্র যষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধ হইবেন। তারপর স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। পরে প্রতিমাসে মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট করিবে, ইহাতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণাদি

কিছুই নাই এই শ্রাদ্ধে একটি অর্ঘ্য, একটি দান, অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রেতোদ্দেশে পিণ্ড দিবে। এই রূপ এক বৎসর প্রতি মাসে একোদ্দিষ্ট করিবে।

হে পার্থিব! এই সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট বিধানানুসারে হইবে, তিল, গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটি পাত্র স্থাপন করিয়া এক পাত্র প্রেতের ও তিন পাত্র পিতৃ লোকের এবং প্রেত পাত্রের জলে পিতৃপাত্রত্রয় ভিজাইবে। হে মহীপতে! তারপর উক্ত রূপে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। হে নৃপ! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র বা আর কেহ সপিণ্ডপুত্র সপিণ্ডীকরণে অধিকারী হইবেক। পিণ্ডীদেয় কেহ না থাকিলে সমানোদক সন্তান অভাবে মাতামহ সপিণ্ড তদভাবে মাতামহ সমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে। পিতৃকুল ও মাতৃকুল না থাকিলে স্ত্রী লোক তদভাবে সহাধ্যায়ী প্রেতকৃত্য করিবে। বন্ধু ও উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করিবেন। দাহ হইতে আয়ুধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত আদ্য ক্রিয়া, মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যক্রিয়া, সপিণ্ডীকরণের পর যে শ্রাদ্ধ করা তাহাকে অন্তিমক্রিয়া বলে। অন্যেও পূর্ব্বক্রিয়া করিতে পারিবে। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদি বিনা অন্তিমক্রিয়া হয় না। প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই করিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—০ঃঃ=*=ঃঃ০—

শ্রাদ্ধ বিষয়ক।

ঔর্ব্ব কহিলেন, পিতৃ শ্রাদ্ধ করিলে দেব আদি ভূতগণ সকলেই পরিতৃপ্ত হন্। হে নরেশ্বর! প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণের শেষে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্র - সূর্য্য গ্রহণে, সংক্রান্তিতে, গ্রহনক্ষত্র দূষিতে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, গৃহে শস্য আসিলে কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে। অমাবস্যা তিথিতে অনুরাধা, বিশাখা ও স্বাতি নক্ষত্রের যোগে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর এবং উক্ত তিথিতে পুষ্যা, আর্দ্রা বা পুনর্ব্বসু যোগে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বার বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন। দুর্ল্লভ অমাবস্যা তিথিতে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা নক্ষত্রের অথবা পূর্ব্বোক্ত ৯টী নক্ষত্রের যোগে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ অধিক পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। পুরূরবাকে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন যে, বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, কার্ত্তিকের শুক্ল নবমী, ভাদ্রের কৃষ্ণত্রয়োদশী এবং মাঘের পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে অনন্তফল হয়। বৈশাখের অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুব সংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরে আদ্য তিথি, ছায়াগত ব্যতিপাদযোগ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তিনটী অষ্টকা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ কাল, এবং, মাঘের অমাবস্যায় দুর্ল্লভ শতভিষা, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগ এই সকল সময়ে পিতৃগণকে তিল জল দিলে বিশেষ পরিতৃপ্ত হন্। গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা,

সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যের মধ্যে গোমতী নদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে পাপ ক্ষয় হয়।

পিতৃগীতা।

পিতৃগণ কহেন, আমাদের বংশে সুসন্তান জন্মিলে পিণ্ডদান, ধন থাকিলে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি আমাদের উদ্দেশে দান করিবেন। ধন না থাকিলে যথাশক্তি, কিছুই না থাকিলে করাগ্রে তিল লইয়া ব্রাহ্মণ কে দান করিবে। তিলাভাবে তৃণ লইয়া আমাদের উদ্দেশে গাভীকে দিবেন। এমন কি বনে যাইয়া দুই হাত তুলিয়া শ্রাদ্ধোপযোগী আমার কিছুই নাই বলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি বলিলেও আমরা পরিতুষ্ট হই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধকল্প।

ঔর্ব্ব কহিলেন, শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, যোগী, জ্যেষ্ঠসামগ, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ী, ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র; জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপোনিরত, পঞ্চাগ্নিনিরত, শিষ্ট, সম্বন্ধী ও পিতা মাতার অনুরক্ত ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে।

মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, কালদন্ত, কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, দোষযুক্ত, চৌর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন লইয়া অধ্যাপন বা অধ্যয়নকারী, পর-পূর্ব্বাপতি, মাতাপিতাত্যাগী, শূদ্র সন্তান প্রতিপালন-কারী, শূদ্রাণীপতি, দেবলক এই সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রণ করিয়া এবং অনিমন্ত্রিত ভাল ব্রাহ্মণ ঘরে আসিলে ভোজন করাইবেন। শ্রাদ্ধের দিন যজমান ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই ক্রোধ, স্ত্রীসহবাস, এবং শারীরিক শ্রম করা নিষেধ। করিলে মহাদোষ, এবং পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্ত্রীসহবাস করিলে পিতৃগণ রেতঃ-কুণ্ডে নিমগ্ন হন্।

যে কয়জন পারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম, অক্ষমে এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পিতৃ পক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটি মাত্র বিশ্বদেব কল্পনা করিবে। পিতৃ ও মাতামহগণের ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখে বসাইবেন। হে নৃপ! কোন কোন মহর্ষি পিতামহ ও মাতামহবর্গের শ্রাদ্ধ পৃথক্ করিতে কহ বা একত্রে করিতে বলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে কুশ ও অর্ঘ্য দিয়া পূজা করত অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন, পরে যব জল দিয়া আর্ঘ্য - মাল্য - গন্ধ - ধূপ - দীপ দান করিবে। তারপর বামদিকে পিতৃ-গণকে প্রদান, ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লইয়া দুই ভাগে দর্ভ দি-বেন। তার পর পিতৃগণের আবাহন করিয়া বামদিকে

তিল জল দিবেন। পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া যথাসাধ্য পূজা করিবে কারণ লোকের উপকার সাধন হেতু যোগীরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন চেনা যায় না এই জন্য শ্রাদ্ধ কালীন অভ্যাগত অতিথির পূজা করা বিধেয়। অতিথির পূজা না হইলে শ্রাদ্ধের ফল হয় না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্যঞ্জন ও লবণ রহিত অন্ন মন্ত্র দ্বারা প্রথমে অগ্নিকে, দ্বিতীয় সোমকে ও তৃতীয় আহুতি যমকে প্রদান করিয়া হুতাবশিষ্ট লইয়া অল্প পিতৃপাত্রে সমুদায় ছড়াইয়া দিবে। পরে বিনয়াবনত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক। ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তিল-ব্যঞ্জনাদি সহ অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ডদান, পিতৃতীর্থ দ্বারা তিল জল দান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া মান্যব্যক্তি বন্ধু ও ভৃত্যদের সহ একত্রে ভোজন করিবে। হে নৃপ! সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন যোগী থাকিলে সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে তৃতীয় অংশে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

——০ঃ॥ঃ০——

ষোড়শ অধ্যায়।

——০ঃঃ॥ * ॥ঃঃ০——

আচার কীর্ত্তন।

ঔর্ব্ব কহিলেন, শ্রাদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ এক মাস, মৎস্য দিলে দুই মাস, শশমাংস

দিলে তিন মাস, পক্ষীমাংস দিলে চার মাস, শূকর মাংস দিলে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস দিলে ছয় মাস, এণ নামক হরিণ মাংস দিলে সাত মাস, রুরু নামক মৃগমাংস দিলে আট মাস, গবয় মাংস দিলে নয় মাস, মেষ মাংস দিলে দশ মাস, গোমাংস দিলে এগার মাস ও বাধ্রীনস মাংস দিলে অশেষ পরিতৃপ্ত থাকেন। হে নরেশ্বর! গণ্ডারের মাংস, কালশাক ও মধু শ্রাদ্ধে শ্রেষ্ঠ ও তৃপ্তিজনক। হে পৃথিবীপতে! গয়ায় যাইয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহার জন্ম সার্থক ও পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। দেব - নীবার - সদা-কাল শ্যামাক ধান্য যব, প্রিয়ঙ্গু, মুগ, গম, ব্রীহি, তিল, শিম, কোবিদার, সরিষা এই সকল বনৌষধি শ্রাদ্ধের উপযোগী।

হে নরেশ্বর! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, অকৃষ্ণ মাষ, সূক্ষ্ম-শালিধান্য, মসুর, অলাবু, গৃঞ্জন, পেঁয়াজ, গোলমূলা, গান্ধার, করম্ভ, উষর লবণ, রক্তবর্ণ গাছের আটা, নিন্দিত বস্তু, প্রত্যক্ষলবণ, রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত কুপা-দির জল, যে জল গোরুতে না খায়, দুর্গন্ধ ও ফেণাযুক্ত জল, এক শফ জন্তুর - উঠ - মেষ - মৃগ - মহিষ ইহাদের দুগ্ধ এই সমুদায় শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ষণ্ড, অপ-বিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত, চিররোগী, কুক্কুট, কুক্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রামশূকর, রজস্বলা নারী, শুভ ও মৃতাশৌচ, মৃত হারক ইহারা শ্রাদ্ধ দেখিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ খান না, এই জন্য পরিবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে এবং ভূমিতে তিল ছড়াইয়া নিশাচরগণকে নিবারণ করিবে।

ইক্ষ্বাকুর প্রতি পিতৃগণের বচন।

হে মহীপতে! কলাপ উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা বলিয়াছেন, যে আমার বংশে এমত পুত্র জন্মে যে গয়ায় গিয়া আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান এবং ভাদ্র মাসে মঘা ত্রয়োদশীতে ঘৃত-মধুযুক্ত পায়স প্রদান করে। গৌরীকন্যা বিবাহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

মায়ামোহোৎপত্তি।

(নগ্নের লক্ষণ।)

মৈত্রেয় কহিলেন, নগ্নের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া বলুন্। পরশর কহিলেন, বেদত্রয় সমুদায় বর্ণের আবৃতি স্বরূপ, যে ইহা পরিত্যাগ করে সেই পাতকীকে নগ্ন বলা যায়। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।

হে দ্বিজ! পুরাকালে এক সময়ে দিব্য এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধে হ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর কূলে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা ও নানা প্রকার স্তব করিতে লা-

গিলেন। দেবগণের স্তবে শঙ্খচক্রগদাপানি গরুড়ারূঢ় হরি তুষ্ট হইয়া দেখা দিলে দেবগণ নমস্কার করিয়া কহিলেন, নাথ! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি দৈত্যগণ হইতে রক্ষা করুন্। পরাশর কহিলেন, দেবগণের স্তবে ভগবান্ বিষ্ণু আপন শরীর হইতে উৎপাদন করিয়া বলিয়া দিলেন এই মহামোহ দৈত্যগণকে মোহিত করিলে তোমরা অনায়াসে বধ করিতে পারিবে। হে দেবগণ! তোমরা যাও, মায়ামোহও তোমাদের আগে আগে গমন করুক। পরাশর কহিলেন, দেবতারা মায়ামোহ সঙ্গে অসুরগণ যেখানে অবস্থিতি করিতেছে সেই খানে উপস্থিত হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

--------*꞉০ ॥ ০꞉*------

অসুরগণের নিকট মায়ামোহের গমন, উপদেশ ও অসৎপথে আনয়ন।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তারপর নর্ম্মদা নদী তীরে দৈত্যগণকে তপস্যা করিতে দেখিয়া দিগম্বর মূর্ত্তি, মুণ্ডিত মস্তক, বর্হিপত্রধারী মায়ামোহ কহিল, হে দৈত্যপতি গণ! তোমরা ঐহিক বা পরলৌকিক ফল প্রত্যাশায় তপস্যা করিতেছ? বল। অসুরেরা বলিল আমরা পারত্রিক ফল লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করিতেছি, আপনার কিছু বক্তব্য থাকে বলুন্।

পরাশর কহিলেন, মায়ামোহ অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইয়া দৈত্যগণকে বিমোহিত করত বেদরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া অহিত ধর্ম্ম আশ্রয় করাইয়াছিল। তারপর মায়ামোহ রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন দিয়া অসুরগণের নিকট যাইয়া অহিংসা পরমধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে দৈত্যগণ পরস্পর এই রূপে বিমোহিত হইয়া বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেদ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পরে দৈত্যেরা দেবতাদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে অসুরেরা বিনষ্ট হইল। যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়ামোহ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের নগ্ন বলে। ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাট্ এই চারি প্রকার আশ্রম ধর্ম্ম। গার্হস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ বা পরিব্রাট্ না হইলে সে পাপাত্মাকে নগ্ন বলে। হে বিপ্র! শক্তি থাকিতে নিত্য ক্রিয়া যে না করে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইতে পারে কিন্তু নগ্নে শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। পাপাত্মাগণের সংশ্রব একান্ত নিষেধ। দেব, ঋষি, পিতৃ, ভুত, ও অতিথিকে পূজা না করিয়া যে ভোজন করে তাহার নরক হয়।

শতধনু রাজার উপাখ্যান।

শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে শতধনু নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার শৈব্যা নাম্নী সর্ব্বগুণান্বিতা ও পতিব্রতা এক রমণী ছিল। রাজা পত্নী সহ সমাধি আশ্রয় করিয়া জনার্দ্দনের আরাধনা, হোম, জপ, দান ও উপবাসাদি দ্বারা দিনাতিপাত করিতেন। একদা স্ত্রীপুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপ-

বাস করিয়া গঙ্গাতে স্নান করত উঠিয়া কোন পাষণ্ডকে দেখিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড রাজার চাপাচার্য্যের সখা থাকা বশতঃ আলাপ করিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী মৌন থাকিয়া পাষণ্ড দর্শন পাপ বিমোচনার্থ সূর্য্য দর্শন করিলেন।

হে দ্বিজোত্তম! তার পর ঘরে আসিয়া রাজা রাণী যথারীতি বিষ্ণু পূজা করিলেন। এই রূপে কিছুকাল পরে রাজা কলেবর ত্যাগ করিলে রাণী সেই চিতায় আরূঢ় হইলেন। রাজা উপবাসের পর স্নান করিয়া সেই পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে কুক্কুর যোনিতে ও রাণী কাশী রাজার কন্যা রূপে জন্মিলেন, কিন্তু জাতিস্মরা হইলেন। তারপর কাশীরাজ বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলে কন্যা আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে তাঁহার স্বামি বিদিশা নগরীতে কুকুর হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। রাজ দুহিতা তথায় যাইয়া কুক্কুররূপী ভর্ত্তাকে সৎকার পূর্ব্বক উত্তম আহার দিতে লাগিলেন। সুমিষ্ট অন্ন ভোজনে পশু জাত স্বভাব বশতঃ চাটুকারিতা প্রকাশ করিলে রাজ দুহিতা লজ্জিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মের পাষণ্ড দর্শনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া দিলে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করাতে শৃগাল যোনিতে জন্ম রাজদুহিতাও পূর্ব্বমত তথায় যাইয়া স্মরণ করিয়া দিলে অনাহারে বন মধ্যে শৃগাল দেহ ত্যাগ করিলে বৃক জন্ম গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্বমত কাশীরাজ দুহিতা উপস্থিত হইয়া

সেবা ও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলে বৃকদেহ ত্যাগ করিয়া গৃধ্র হইয়া জন্মিলেন, পরে রাজকুমারীর নিকট সমুদায় জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া কাক যোনি প্রাপ্ত তারপর ময়ূর যোনিতে জন্মিলে জনক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই ময়ূরটিকে স্নান করাইলেন, রাজনন্দিনীও স্নান করিয়া পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত ময়ূররূপী রাজাকে স্মরণ করিয়া দিলে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনক রাজার পুত্র রূপে উৎপন্ন হইলেন।

তারপর কৃশাঙ্গী কাশীরাজ দুহিতা পিতার নিকট বিবাহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করত পূর্ব্বভর্ত্তা জনক রাজার পুত্রের সহ বিবাহ হইয়া জনকের মৃত্যুর পর তৎরাজ্যে বিবিধ যজ্ঞ, দান, ধ্যান করত পৃথিবী পালন পুত্র উৎপাদন করিয়া অন্তিমকালে স্বামির চিতারোহণ করিয়া অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইলেন।

হে দ্বিজ! নগ্নের কথা তোমাকে, বলিলাম এই পাপাত্মাগণকেই পাষণ্ড বলে। জ্ঞানবানেরা ইহাদের সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক মুখ দর্শনও করে না, করিলে সমুদায় পুণ্য ক্ষয় হয়। যাহারা আপন নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া বৃথা জটা ধারণ বা মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি ভাণ করিয়া থাকে তাহাদের সহিত কথা কহিলে নরকে যাইতে হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
তৃতীয় অংশে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

-০::॥ — * —

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

মঙ্গলাচরণ।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা জগতের ঈশ্বর বিষ্ণুকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা, দক্ষ আদি সৃষ্টির প্রধান জীবগণ ও গুরু কপিলকে নমস্কার করিয়া বেদ তুল্য পুরাণ বলিতেছি।

সংক্ষেপে বিষ্ণুপুরাণের প্রশ্ন।

নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বশিষ্ঠের পুত্র মহামুনি পরাশর পূজাদি সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে মৈত্রেয় প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরো! আপনার নিকট বেদ বেদাঙ্গ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িয়াছি, এক্ষণে যে রূপে জগতের সৃষ্টি ও লয় হয় তাহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! এই চরাচর জগৎ কেমনে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আগে কোথায় লীন ছিল? কোথায় বা পুনরায় লয় প্রাপ্ত হইল? ভূতের পরিমাণ কত? কেমনে দেবাদির উৎপত্তি হইয়াছে? সমুদ্র, পর্ব্বত ও পৃথিবীর আধার কিরূপ? সূর্য্যাদির পরিমাণ কত? দেবাদির বংশে কি কি রূপে জন্মিয়াছে? মনু ও মন্বন্তর কত ও কিরূপ? ব্রহ্মার পরমায়ু ও যুগ ধর্ম্মের বিবরণ কি? দেবর্ষি ও রাজ-

গণের চরিত কিরূপ? কিরূপে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও আশ্রমবাসীদের ধর্ম্ম কি? হে বশিষ্ঠনন্দন! আপনার নিকট এই সমুদায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! পূর্ব্বে আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন সেই বহুকালের কথা তুমি অদ্য আমাকে স্মরণ করিয়া দিলে।

রাক্ষস সত্রের বিবরণ।

হে মৈত্রেয়! যখন আমি শুনিলাম বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত রাক্ষস আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে তখন আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশ জন্য যাগ আরম্ভ করিলাম। রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞে ভস্ম হইতে আরম্ভ হইলে আমার পিতামহ মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে বলিলেন, বৎস! ক্রোধ ত্যাগ কর, রাক্ষসেরা তোমার পিতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারা অপরাধী নহে। পূর্ব্ব জন্মের ফল ভোগ ব্যতীত কে কাহারে বধ করিতে পারে? মানবেরা অনেক ক্লেশে যশঃ ও তপস্যা সঞ্চয় করে, ক্রোধে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে, ক্রোধই স্বর্গ ও মোক্ষের বাধা স্বরূপ, সেই জন্য মহর্ষিরা সতত ক্রোধ ত্যাগ করিয়া থাকেন, নিরপরাধী নিশাচরগণকে দগ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। তুমি সেই যজ্ঞ হইতে বিরত হও; ক্ষমাই সাধুদিগের প্রধান গুণ। পিতামহের বাক্যে যজ্ঞে ক্ষান্ত দিলে পিতামহ সন্তুষ্ট হইলেন। সেই

সময়ে সেই স্থানে পুলস্ত্য উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে অর্ঘ প্রদান করিলে তিনি আমারে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ হইবে বলেন এবং আমার পিতামহ তাহাই ঘটিবে বলিয়াছিলেন।

বৎস্য মৈত্রেয়! পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে তোমার প্রশ্নে তৎসমুদায় আমার স্মরণ হইল, সমুদায় পুরাণ সংহিতা তোমাকে উত্তম রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণু এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত ছিল, তিনি পালন ও সংহার কর্ত্তা এবং তিনিই জগতের উৎপত্তির কারণ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়। ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগৎ সৃষ্টি।

পরাশর কহিলেন, যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার, পরমাত্মা সর্ব্বদা একরূপ, সকলের ঈশ্বর, হিরণ্য গর্ভরূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও শঙ্কর রূপে সংহার, ভক্তের ত্রাণ কর্ত্তা; কারণ রূপে এক, কার্য্য রূপে অনেক, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অণু হইতে অণু অথচ বিশ্বের আধার, সকলের অন্তরাত্মা, নির্ম্মল ও পরমাত্ম জ্ঞানের স্বরূপ, অজ, অব্যয়, নির্ব্বিকারও জগতের ঈশ্বর সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বকালে দক্ষ আদি মহর্ষিগণ ভগ-

বানের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এবং উক্ত মহর্ষিরা নর্ম্মদা নদীতীরে পুরুপুৎস রাজার নিকট যাহা বলেন তাহা সারস্বতকে পুরুপুৎস যেরূপ বলিয়াছিলেন আমি যাহা সারস্বতের মুখে শুনিয়াছি সেই সমুদায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাহার ক্ষয়, বৃদ্ধি ও হ্রাস নাই, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, নির্ম্মল, ব্যক্ত, অব্যক্ত সেই বাসুদেব স্বইচ্ছায় এক হইতে বহু হইব বলিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি পরম ব্রহ্মের প্রথম রূপ তাঁহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, আদি হইয়াছে জানিবেন। মহাপ্রলয় কালে সূর্য্য না থাকাতে দিন রাত ছিল না রাত্রির অভাবে অন্ধকার, দিনের অভাবে জ্যোতি, আকাশ, ভূমি বা কোন বস্তুই ছিল না। সেই সময়ে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, বুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতি, পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিল। হে দ্বিজ! সেই বিষ্ণুর কাল নামে একটী রূপ আছে, কালের সঙ্গে প্রকৃতি ও পুরুষ, সৃষ্টি কালে যোগ এবং প্রলয় কালে বিয়োগ হয়। মহাপ্রলয় কালে অহঙ্কারাদি প্রকৃতিতে বিলীন ছিল এইজন্য ঐ কালের নাম মহাপ্রলয় কাল। উহার আদি বা অন্ত নাই। যেমন গন্ধের কাছের লোকের মনকে ক্ষোভিত করে সেই মত পরমেশ্বর স্বয়ং কার্য্যহীন হইয়াও প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষোভিত করে। হে ব্রহ্মন্! সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উঁহাতেই সব। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে আবৃত থাকিল। উহারাই বৈকারিক,

তৈজস ও ভূতাদি এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। তামস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র, পরে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, তাহা হইতে বায়ুর সৃষ্টি হয়। বায়ু বিকৃত হইয়া রূপতন্মাত্রের সৃষ্টি অর্থাৎ তেজো পদার্থের উৎপত্তি হয়। পরে জ্যোতি হইতে রস, রসে জল, জলে গন্ধ, গন্ধ হইতে কঠিন বস্তু অর্থাৎ পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইল।

তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি, তৈজস হইতে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, পদ, মলদ্বার ও লিঙ্গ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। এবং সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতার সৃষ্টি হয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তঃকরণ নামে খ্যাত হয় উহার চারিটী বৃত্তি; যথা- মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। চন্দ্র, ব্রহ্মা রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি জন ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ. রূপ, রস ও গন্ধ পাওয়া যায়। বাক্, হস্ত, পদ, মলদ্বার, লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহাদের দ্বারা কথা, কার্য্য, গতি, মল ও মূত্র ত্যাগ এই পরস্পরে পাঁচটী কার্য্য হয়।

হে ব্রহ্মন্! আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল, পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত ইহারা কার্য্য ও কারণ গুণ সম্পন্ন হইয়াই সুখ, দুঃখ, মোহের হেতু ক্রমশঃ পঞ্চ ভূত দৃঢ় সংযোগ হইয়াই

ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। জলের ফেণার ন্যায় মহাভূত সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও বড় হইয়া অবয়ব হইল। পরে ইন্দ্রিয়ের অগোচর জগদীশ্বর বিষ্ণু মায়া হিরণ্যগর্ভ রূপে স্বয়ং সেই অণ্ড মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুমেরু পর্ব্বত মূষকের ন্যায় গর্ভ বেষ্টনের চর্ম্ম অন্যান্য পর্ব্বত সকল জরায়ু ও সমুদ্রগণ গর্ভোদক স্বরূপ হইল। হে বিপ্র! সেই অণ্ড মধ্যে সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, জ্যোতি, ভূর্ভুবস্বঃ আদি সমস্ত ভুবন, দেবগণ, অসুরগণ ও মনুষ্য-গণ সমুদায় উৎপন্ন হইল এই ব্রহ্মাণ্ডের পঁচিশকোটী যোজন পরিমিত্ত বড়ার ন্যায় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দশ গুণ পরিমিত জলে বেষ্টিত, তাহার চারিদিকে দশ গুণ পরি-মিত বহ্নিতে আবৃত তাহার চারিদিকে দশ গুণ প্রমাণ জলাবৃত তাহার চারিদিকে দশ গুণ পরিমিত্ত আকাশে বেষ্টিত, তাহারি চতুর্দ্দিকে তামস অহঙ্কারে আবরণ, ঐ রূপ উহার চতুর্দ্দিকে মহত্তত্ত্ব এবং পৃথিবী আদি মহত্তত্ত্বের চারিদিকে ও তাহার দশ গুণ পরিমাণে প্রকৃতির আবরণ আছে। যেমন নারিকেলফলের ভিতরের বীজ আবৃত থাকে সেই মত ব্রহ্মাণ্ডও জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি এই সাত প্রকার প্রাকৃত্ত আবরণে আবৃত্ত হইয়াছে, অনন্তর বিশ্বেশ্বর হরি এই জগতের আভ্যন্তরীক স্থাবর, জঙ্গম সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন্ এবং ভগবান্ বিষ্ণু সেই জগৎ পালন করেন এবং রুদ্র রূপী হইয়া কল্পান্ত সময়ে সমুদায় সংহার করেন। এই জন্য ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কারণ হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর

এই ত্রিবিধ নামে পৃথক্ রূপে অভিহিত হন্। ভগবান্ বিষ্ণুই স্রষ্টা, পালন কর্ত্তা এবং প্রলয়কালে সংহার কর্ত্তা, বেদে তাঁহারে অব্যয় বলিয়া থাকে, তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি, তিনিই সকলের বরণীয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি বিষয়ে সন্দেহ নিরাকরণ।

মৈত্র বলিলেন হে দ্বিজ! ঈশ্বর নির্গুণ, অপ্রমেয়, রাগাদি রহিত তবে তাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পারাশর কহিলেন, হে তপোধন! তাঁহার শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর; আগুণের উষ্ণতার ন্যায় সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব আদি বুদ্ধির অগম্য তাহার আর আশ্চর্য্য কি! অতএব যেরূপে ভগবান্ জগদীশ্বর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন্ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে বিদ্বন্! ভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তি বিশেষ লোক পিতামহ ব্রহ্মা আপন ইচ্ছানুসারে আবির্ভূত হন্। তাঁহার দিনের সংখ্যা অনুসারে পরমায়ু ১০০ একশত বৎসর। বিষ্ণুর কাল স্বরূপ যে রূপান্তরের কথা বলিয়াছি সেই কালদ্বারা ব্রহ্মার, জন্তুগণের, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, প্রভৃতি স্থাবর আদির ক্ষণমুহুর্ত্তাদি সময়ে বিভাগ বলিতেছি শ্রবণ কর।

সময় বিভাগ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক বার চক্ষু মুদিলে এক নিমেষ হয়,

পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে মানবের এক দিবারাত্রি, ত্রিশ দিবা রাত্রিতে অথবা দুই পক্ষে এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন, (অয়ন দুই প্রকার দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন) দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে। উত্তরায়ন দেবতাদিগের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি দেবতাদিগের বার হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারি যুগ হয়। এই চারি যুগের বিভাগ বলিতেছি শ্রবণ কর।

সে কালের পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন দিব্য চারি হাজার বৎসরে সত্য যুগ, তিন হাজারে ত্রেতা. দুই হাজারে দ্বাপর ও এক হজোর বৎসরে কলি যুগ হয়। দিব্য এক হাজার বৎসরে চারি যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যা এবং এক হাজার বৎসরে শেষ সন্ধ্যা হইয়া থাকে, পূর্ব্বসন্ধ্যা ও শেষ সন্ধ্যার মধ্য সময়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। ইহাতেই হিরণ্যগর্ভের এক দিন হয়। এক দিনে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে।

এক এক মনুর অধিকার সময় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সপ্তর্ষি ইন্দ্র, দেবগণ, মনু ও তাহার পুত্র রাজর্ষিগণ ইহারা সকলেই এক সময়ে সৃষ্ট হয় ও এক সময়ে অধিকার চ্যূত এবং সংহার প্রাপ্ত হয়। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়, ইহাই সপ্তর্ষি মনু ও ইন্দ্রাদির অধিকার সময়। দেবতাদের আট লক্ষ এক শত হাজার বৎসরেরও অধিক সময়ে মন্বন্তর হয়। মনুষ্যদের ত্রিশ কোটী সাতষট্টির অধিক নিযুত ও বিশ হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এইরূপ চতু-

দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন হয়। অনন্তর ব্রহ্মা অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া রজনী প্রভাত হইলে পুনরায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন্। এই রূপ ব্রহ্মার ত্রিশ দিনে মাস, বার মাসে বৎসর, এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়। এই শত বৎসর সেই মহাত্মার আয়ু। এই ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ ইহার অবসান সময়ে পাদ্ম নামে মহাকল্প গত হয় একণে ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে ইহার নাম বারাহ কল্প।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পৃথিবীর সৃষ্টি বিবরণ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! মহাকল্পের প্রথমে ভগবান্ নারায়ণ কেমনে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলুন? পরাশর কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ ব্রহ্মার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সত্ত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিলেন। এবং পুনরায় সমুদায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন্। প্রথমে জলের সৃষ্টি হইয়াছে এই জন্য জলের নাম নার। প্রলয় কালে জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান এই জন্য বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। সমুদায় জগৎ জলময় হইলে প্রজাপতি পদ্মপত্র দর্শনে পৃথিবী জলমধ্যে আছে অনুমান করিয়া উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই বরাহ কল্পে বরাহ

রূপ ধারণ করিলেন। পরে সিদ্ধগণেরা স্তব করিলে জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবী বসুন্ধরা বরাহরূপী বিষ্ণুকে পাতালে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নানাপ্রকার সম্বোধনে স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর স্তবে বরাহরূপী বিষ্ণু ঘর্ঘর রবে দাঁতেরদ্বারা রসাতল হইতে নীলবর্ণ পৃথিবীকে তুলিলেন এবং সঁতার দিবার সময়ে মুখের জলে সনন্দন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে প্রক্ষালিত করিল। বরাহের খুরে রসাতল বিক্ষিপ্ত হইলে মহাসমুদ্রের উচ্ছ্বাস সলিল শব্দ করিতে করিতে সেই ছিদ্র দ্বার নীচে পতিত হইতে লাগিল এবং সিদ্ধপুরুষগণ আহত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এবং বেদময় শরীর কাঁপাইলে যোগীরা লোম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রীত হওত স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া পরমেশ্বর পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া মহাসমুদ্র মধ্যে স্থাপন করিলেন। মহাসমুদ্রে নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল বিস্তৃত বলিয়া ডুবিল না। পরে ভগবান্ পৃথিবী পৃষ্ঠ সমান করিয়া পর্ব্বত সকল স্থাপন এবং যে সকল নষ্ট হইয়াছিল তৎসমুদায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিলেন।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অবিদ্যা, দেব, ঋষি, বৃক্ষ, লতাদির সৃষ্টি বিবরণ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে দ্বিজ! সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দেব

ঋষি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে যে রূপে সৃষ্টি করেন যাহার যে গুণ ও স্বভাব দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বলুন্। পরাশর কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমত সময় অব-ধান বশতঃ অবিদ্যার সৃষ্টি হইল। তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা তাঁহা হইতে হয়। পরে ব্রহ্মার চিন্তাতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ ও বীরুৎ এই পাঁচ প্রকার স্থাবর সৃষ্টি হইল, ইহারা মূঢ় স্বভাব অস্তিত্ব জ্ঞানহীন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আদি বাহ্য বিষয়, এবং সুখ, দুঃখাদি বোধ রহিত ইহারাই মুখ্য সৃষ্টি। তার পর তমোগুণ বিশিষ্ট তীর্য্যগ্ জাতিপশুপক্ষী যথেচ্ছা-চারী, ভক্ষ্যাভক্ষ্য. গম্যাগম্য বিবেচনা হীন, অজ্ঞানগণের সৃষ্টির পরে দেবগণের সৃষ্টি হইল। ইহারাই সাত্ত্বিক- সুখী। তদনন্তর প্রকৃতি হইতে মনুয্যের উৎপন্ন হইল ইহারা তমো-গুণ ও রজোগুণ বিশিষ্ট, সুখ ও দুঃখ ভাগী।

হে মুনিসত্তম! এই ছয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় কথিত হইল।

জগদীশ্বর হইতে প্রথম মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি, দ্বিতীয় তন্মাত্র, তৃতীয় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়, চতুর্থ মুখ্য অর্থাৎ উদ্ভিদগণ, পঞ্চম তীর্য্যগ্‌যোনি অর্থাৎ পশুপক্ষী, ষষ্ঠ ঊর্দ্ধস্রোত অর্থাৎ দেবগণ, সপ্তম অর্ব্বাকস্রোত অর্থাৎ মনুষ্যগণ, অষ্টম সাত্ত্বিক, তামস, নবম, কৌমার সৃষ্টি, উহা প্রাকৃত ও বৈকৃত দুই প্রকার। হে মহর্ষে! তোমাকে প্রজাপতির এই নয় প্রকার সৃষ্টি কহিলাম, এক্ষণে জগদীশ্বরের সৃষ্টি শুনিতে আর কি

কামনা কর? মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিবর! দেবকীর সৃষ্টি বিষয়ে বিস্তারিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

পরাশর কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর; প্রজাপতির ইচ্ছায় দেবগণ, মনুষ্যগণ, তীর্য্যগ্‌জাতি ও স্থাবরগণ এই চার প্রকার প্রজার উৎপন্ন হইল॥ ইহারা প্রলয়কালে সংহার হইলেও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে সদসদ্‌ কর্ম্ম জনিত শুভ অশুভ দুরদৃষ্ট যায় না। সংস্কার বশতঃ তমোগুণে বিধাতার জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হইলে তমোময় ভাব ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সত্ত্বগুণে দেবগণ উৎপন্ন এবং সে ভাব পরিত্যাগ করিলে দিবস হয়। এইজন্য অসুরগণ রাত্রে এবং দেবগণ দিবসে প্রবল হয়।

তার পর সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বনে উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ উৎপন্ন এবং সে ভাব ত্যাগ করিলে দিবারাত্রির মধ্যবর্ত্তি সন্ধ্যারূপে প্রকাশ হইল। পরে রজোগুণ আশ্রয় করিলে মানবের সৃষ্টি হইল। রাজসিক ভাব ত্যাগ করিলে প্রভাত হইল। এইজন্য মানবেরা প্রভাত কালে এবং পিতৃগণ সায়ংকালে বলবান্‌ হয়। তৎপরে ব্রহ্মা অন্য প্রকার রজোগুণ আশ্রয় করিলে ক্ষুধার উৎপত্তি হয়। ক্ষুধা হইতে কোপের জন্ম হয়। তারপর ব্রহ্মা অন্ধকারে থাকিয়া ক্ষুধাতুর প্রাণিদের সৃষ্টি করেন। ইহারা জটাশ্মশ্রুধারী বিরূপাকার সৃষ্টমাত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকে খাইতে উদ্যত হইল কতকগুলি বলিল অহে! খাইও না রক্ষা কর, যাহারা খাইতে গেল তাহারা যক্ষ এবং যাহারা রক্ষা কর বলিল তাহারা রাক্ষস নামে খ্যাত হইল। যক্ষ রাক্ষসকে

দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মস্তকের চুল ভূমিতে পড়িয়া উঠিল, পতন হেতু অহি এবং উঠা হেতু সর্পের সৃষ্টি হইল। তার পর জগৎস্রষ্টা রাগ করিলে মধুর-স্বরে গান করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হইল।

তারপর প্রজাপতি আপন দেহ হইতে পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বুক হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, পেট ও পার্শ্বদেশ হইতে গরু, দুই পা হইতে অশ্ব, হস্তী, পশ্চ-পাল, হরিণ উট ইত্যাদি বিবিধ পশু জাতি সৃষ্টি হইল। এবং তাঁহার রোম হইতে ওষধি সকল জন্মিল। হে দ্বিজো-ত্তম! ত্রেতাযুগের আরম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মা পশু ও ওষধি সমূহকে বনে থাকিতে ব্যবস্থা করিয়া যজ্ঞে নিযোজিত করিলেন। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোঁড়া, গাধা ইহারা গ্রাম্য জন্তু, বাঘ, হাতী, বানর, পাখী, সাপ, ব্যাঙ আদি ইহারা বন্য জন্তু মধ্যে পরিগণিত হইল।

তারপর ব্রহ্মা মুখ দিয়া ঋক্‌বেদ, সামবেদ ও অগ্নি-ষ্টোম যাগ আদি উৎপাদন করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, কৃষ্ণচ্ছন্দ, সামবেদের গান, বৃহৎসাম ও সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভুত হইল, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ জগতীচ্ছন্দ, সামবেদের গান ও অতিরাত্র যাগ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দ, বৈরাজ-যাগ ও আপ্তোর্য্যাম নাম যাগ উৎপন্ন হইল। এইরূপে ভগ-বান্ ব্রহ্মা দেব, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী আদি স্থায়ী, অস্থায়ী সমুদায় স্থাবর জঙ্গম জীব সৃষ্টি করিলেন। এই সকল জীবেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব

কল্পে যে রূপকর্ম্ম করিয়া ছিল, সৃষ্টির সময় স্বভাবত সেই রূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইল, এই জগতে কেহ হিংস্রক কেহ অহিংস্রক, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মৃদু, ক্রূর, সত্যনিষ্ঠ ও মিথ্যাবাদী হইতেছে এ সমুদায় পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বিধাতা অমৃত, অন্ন, ফল, তৃণ আদি ভক্ষ্যবস্তু ও সমুদায় জলচর স্থলচর আদি জীবগণের ঈশ্বর তিনি বেদ হইতে দেবতা মনুষ্যাদি জীবগণের এবং ভুত সমুদায়ের ক্রিয়া কলাপের নাম, রূপ ও আকৃতি আদি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এই রূপ শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু ও ফল পুষ্পাদি সমুদায়ই পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেক কল্পেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রত্যেক কল্পেই পুনঃ পুনঃ এই রূপই সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানব সৃষ্টি।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! মনুষ্যগণের বিষয় সংক্ষেপে বলিলেন। পরন্তু ভগবান্ ব্রহ্মা যে রূপে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, জাতি, গুণ ও কর্ম্মাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহা বিস্তারিত রূপে বলুন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলে তাহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণাবলম্বী, বক্ষঃস্থল হইতে রজোগুণাবলম্বী

ও উরুদেশ হইতে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী এবং পদদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সমুদায় তমোগুণাবলম্বী প্রজা উৎপন্ন হইল, এই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এইচারি বর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন দেবতারা যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া যথাকালে বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা প্রজাগণকে তুষ্ট করেন। স্বধর্ম্মে রত, সৎপথগামী ও বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন সাধুরাই যজ্ঞ সমাধান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ। মানবের মানব যোনিতে জন্ম হেতু কর্ম্মগুণে সত্য লোকেও যাইতে পারে। হে মুনিসত্তম! প্রজাগণ অরণ্য গিরি গুহা প্রভৃতি স্থানে বাস করিবার কোন বাধাই ছিলনা। শুদ্ধাচারে থাকিয়া নিরন্তর তাহারা বিষ্ণুপদ ধ্যান করিত। পরে সত্য যুগের অবসানে অত্যল্প সুখ বহু দুঃখদায়ক রাগ-রূপ পাপ নিঃক্ষিপ্ত করিলেন, সেই পাপই অধর্ম্মের বীজ স্বরূপ তমঃ ও লোভের কারণ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি বর্গের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাগে সমুদায় সিদ্ধ নাশ এবং শীত গ্রীষ্ম আদি প্রজাগণ ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা দস্যু হইতে ধন ও শরীর রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষ, পর্ব্বত ও জলময় দুর্গ, ইষ্টকাদির প্রাচীর দ্বারা কৃত্রিম দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রাজধানী ও নগর নির্ম্মাণ করিল।

হে মহামুনে! মনুষ্যগণ শীতাতপ জনিত বাধা ও চৌর্য্যাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী, নগর, গ্রাম প্রভৃতিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে শারীরিক শ্রমে কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যব, গম, ধান, তিলাদি সমুদায় খাদ্য ও

যজ্ঞের উৎপন্ন করিতে লাগিল। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে ব্রীহি, যব, মাষ, গম, ধান্য, তিল, পিপুল ও কুলত্থকলায় এই আট প্রকার গ্রাম্য; শ্যামা, নীবার, বুনোতিল, গড়গড়, বেণুজ ও বন্যপিপুল এইছয় বন্য ওষধি। গ্রাম্য ও বন্য এই চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধির দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ইহাই ওষধি ও যজ্ঞ প্রজাগণের বৃদ্ধির হেতু, এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা যজ্ঞ করিয়া থাকেন।

হে মুনিসত্তম! যাহারা বিষয়বাসনাদি রূপ মহাভারে লিপ্ত তাহারা দেবতাদের নিন্দা, যজ্ঞের বাধা ও বেদের নিন্দা করিয়া থাকে। এইজন্য কৃষি কর্ম্মাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক স্থির হইল। ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম ব্যবস্থা, জযন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিবেক। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রজাপালনে রত থাকিবেক। বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যাদিতে এবং শূদ্রেরা সেবাদিতে রত থাকিবেক। এই চারি জাতির মধ্যে যাহারা আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করে তাহারা কোন্ লোকে গমন করিবেক ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার স্থির করিলেন। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যাগাদিতে ক্রিয়াবান্ হইলে পিতৃ লোকে, ক্ষত্রিয় সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রলোকে, বৈশ্য কৃষি বাণিজ্যাদিতেরত হইলে দেবলোকে, শূদ্র সেবাপরায়ণ হইলে গন্ধর্ব্ব লোকে যাইয়া থাকে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা জনলোক, বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীরা তপোলোক, গৃহস্থেরা পিতৃলোক, সন্ন্যাসীরা সত্যলোক, ও যোগীরা অচ্যুতলোক প্রাপ্ত হন্। যাহারা বাসুদেব মন্ত্র

ধ্যান করেন তাহারা আর অমৃত লোক হইতে ফেরেন না।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

প্রজা বৃদ্ধি।

পরাশর কহিলেন, দেব ও স্থাবরগণ পর্য্যন্ত চরাচর প্রজার যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদায় বলিয়াছি। তারপর প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে আর প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না কেহই সংসার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুত্র উৎপাদন করে না তখন তিনি মানস পুত্র, সৃষ্টি করিলেন। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, আঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র বীতরাগ, তত্ত্বদর্শী, সনন্দনাদি সংসারে আসক্ত হইয়া প্রজা বৃদ্ধি করিল না দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইলে ললাট দেশ হইতে রুদ্রের উৎপন্ন হইল, রুদ্রের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারী হইলে ব্রহ্মা রুদ্রকে শরীরকে বিভক্ত কর বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার কথায় রুদ্র আপন শরীর এক ভাগ পুরুষ ও এক ভাগ স্ত্রী রূপে বিভাগ করিলেন। তারপর প্রজা বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মা আপন দেহ হইতে উৎপন্ন সাত্ত্বিক স্বভাবাপন্ন স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাপালনে নিযুক্ত করিলেন। মনু শতরূপাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকুতি নামে দুই

কন্যা হয়, প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষের সঙ্গে প্রসূতির রুচির সঙ্গে আকূতির বিবাহ দিলেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কুমারী হয়, যজ্ঞ দক্ষিণাকে বিবাহ করেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশটী পুত্র হয় ইহারা দেব ও যাম নামে খ্যাত হইলেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতিব গর্ভে চব্বিশ টী কন্যা হয় উহাদের নাম যথা শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি (এই তেরটিকে ভগবান্ ধর্ম্ম বিবাহ করেন) খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা এই এগারটিকে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণ যথাক্রমে বিবাহ করেন। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর অহঙ্কার, ধৃতির নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ, পুষ্টির লোভ, মেধার শ্রুত, ক্রিয়ার তমো অংশ দ্বারা দণ্ড রজো অংশ দ্বারা নয় - সত্ত্ব অংশ দ্বারা -বিনয়, বুদ্ধির বোধ, লজ্জার বিনয়া, বপুর ব্যব-সায়, শান্তির ক্ষেম, সিদ্ধির সুখ, কীর্ত্তির যশঃ নামে পুত্র হয় ইহারা সকলে ধর্ম্মের ঔরসে। ধর্ম্ম পুত্র কাম নন্দানাম্নী স্ত্রীতে হর্ষ নামে পুত্র উৎপাদন করে। ব্রহ্মার অপর পুত্র অধর্ম্ম হিংসা নাম্নী কামিনীতে অনৃত নামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা উৎপাদন করে, অনৃতির সহ নিকৃতির বিবাহ হইয়া ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। ভয় মায়াকে ও নরক বেদনাকে বিবাহ করে। মায়ার গর্ভে মৃত্যু ও বেদনার গর্ভে দুঃখ হয়। মৃত্যু হইতে উর্দ্ধরেতা বংশ বিহীন, পাপ স্বরূপ দুঃখ ময় ব্যাধি,

জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ এই পাঁচটি পুত্র হয়। হে মুনি-বর! ভগবান্ বিষ্ণু হইতে এই জগতের নিত্য প্রলয় হয়। দক্ষ, মরীচি, অত্রি, প্রভৃতি প্রজাপতিগণ নিত্য স্বষ্টির কারণ, মনুগণ, মনুর পুত্ত্রগণ ও পরাক্রান্ত ভূপালেরা এই জগতের পালন করিয়া থাকেন।

প্রলয়ের কথা।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! নিত্য, স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বিস্তার করিয়া বলুন্। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চার প্রকার যথা নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক ও নিত্য। ব্রহ্মারদি-বাবসানে শয়নকালে নিদ্রা জন্য যে প্রলয় তাহার নাম নৈ-মিত্তিক। প্রকৃতিতে লীন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয়। তত্ত্ব জ্ঞানে পরমাত্মাকে লয় হইলে আত্যন্তিক প্রলয়। জীবের নিত্য জন্ম মৃত্যুই নিত্যপ্রলয় জানিবেন। মহাপ্রলয়ের পর প্রকৃতি যে মহত্তত্ত্বাদির স্বষ্টি হয় তাহার নাম প্রাকৃতী স্বষ্টি। ব্রহ্মার প্রাতঃকালে স্থাবর জঙ্গমের যে স্বষ্টি তাহার নাম দৈনন্দিন। ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণুর সত্ত্ব, রজ ও তম গুণে যথাকালে স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। যিনি এই গুণ ত্রয় অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই মুক্তি পদ পান তাঁহার আর এই সংসারে আসিতে হয় না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

রুদ্র সৃষ্টি।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্মার তামস সৃষ্টির বিষয় বলিলাম এক্ষণে রুদ্র সৃষ্টির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা আপনার সমান পুত্রের জন্য চিন্তা করিলেন এমত সময়ে তাঁহার কোলে কুমার নীল লোহিত আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম! নীল লোহিত হইবা মাত্র মধুর স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাঁদ কেন? কুমার বলিল আমার নাম করণ কর, কাঁদিও না তুমি রুদ্র নামে খ্যাত হইবে। তারপর রুদ্র সাতবার কাঁদিলে ব্রহ্মা সাতটী নাম দিলেন। এই অষ্টমূর্ত্তি, অষ্ট পত্নী ও আটটী পুত্র হইল। ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব এই সাত টী নাম; সুর্য্য, জল, ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম এই আটটী মূর্ত্তি আটটী নামের আধার ব্রহ্মা স্থির করিয়া দেন। সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, শিবা, স্বাহা; দিক্, দীক্ষা, রোহিনী রুদ্রের এই আটটী পত্নী। ঐ অষ্ট মুর্ত্তির পুত্রের নাম, যথা — শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান, বুধ এই আট।

উমা ও লক্ষ্মীর বিবরণ।

দক্ষ তনয়া সতীকে রুদ্র বিবাহ করেন, পিতার প্রতি সতী কুপিতা হইয়া কলেবর ত্যাগ করিলে পুনরায় হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম লইয়া উমা নামে খ্যাত

হন্। পুনর্ব্বার রুদ্র উমাকে বিবাহ করেন। ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নামে কন্যা হয়। লক্ষ্মীর স্বামী নারায়ণ। মৈত্রেয় বলিলেন, অমৃত মন্থনে ক্ষীর সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তি শুনিয়াছি এক্ষণে আপনি বলিতেছেন যে ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে জন্ম হয়। পরাশর কহিলেন, বিষ্ণু শক্তি জগন্মাতা লক্ষ্মীর জন্ম মৃত্যু নাই বিষ্ণুর ন্যায় তিনি আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন্। বিষ্ণু যেমন সর্ব্ব জীবের অধিষ্ঠান করেন লক্ষ্মীও তদ্রূপ অবস্থান করেন। এই জগতে লক্ষ্মী ও নারায়ণ ভিন্ন কোন বস্তুই নাই।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

লক্ষ্মীর কথা।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মীর কথা শ্রবণ কর। পুরাকালে কোন সময়ে শঙ্করের অংশ সম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কোন এক বিদ্যাধরী হস্তে দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন ঐ মালা কল্প বৃক্ষের ফুলে গাঁথা উহার গন্ধে সমুদায় বন আমোদিত হইয়াছিল। উন্মত্ত ব্রতধারী দুর্ব্বাসা বিদ্যাধরীর কাছে সেই মালা চাহিলে পরমরূপবতী বিদ্যাধরী দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া সেই মালা প্রদান করিল। দুর্ব্বাসা মালা মাথায় দিয়া পৃথিবী

পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এমন সময় ইন্দ্র মত্ত ঐরাবতে চড়িয়া দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন। তখন দুর্ব্বাসা আপনার মাথা হইতে সেই অপূর্ব্ব মালা লইয়া দেবরাজকে নিক্ষেপ বরিলেন। উন্মত্ত ভ্রমরেরাও উহার সহিত ধাবিত হইল। দেবরাজ সেই মালা ঐরাবতের মাথায় দেওয়ায় জহ্নবীর ন্যায় কৈলাশ শিখর শোভিত হইল। পরে মদান্ধ ঐরাবত শুঁড়ের দ্বারা আঘ্রাণ লইয়া সেই মালা ভূতলে ফেলিয়া দিল তাহা দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অন্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, হে দুরাত্মন্! ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া লক্ষ্মীর আধার আমার এই মালা ঘৃণা করিলে এবং মালা পাইয়া প্রণাম করা দূরে থাকুক আনন্দিত হইয়া মাথায় ধারণ করিলে না; রে মূঢ়! এই জন্য তোর সমুদায় অধিকার শ্রীভ্রষ্ট হইবে।

ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ।

পরাশর কহিলেন, দেবরাজ দুর্ব্বাসার শাপ শুনিয়া হস্তী হইতে নামিয়া, প্রণিপাত পূর্ব্বক দুর্ব্বাসাকে স্তব কারিতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা কহিলেন, পুরন্দর! অন্যান্য মুনির ন্যায় স্তবে তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিব না এ রীতি আমার নহে। আমার নাম দুর্ব্বাসা, গৌতম তাহার স্ত্রীকে তুমি লইয়াছিলে সে অপরাধ ক্ষমা করায় তোর আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তুমি উচ্চ আসনে বসিয়া থাক বশিষ্ঠ প্রভৃতি দয়ালু মুনিরা তোমার স্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন সেই জন্য গর্ব্বিত হইয়া আজ আমাকে অবজ্ঞা করিলে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে ভয় না করে এমন কে আছে? আমি তোমার বিনয়ে ক্ষমা

করিব না বলিয়া দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রও অমরালয়ে গমন করিলেন।

দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মী ত্যাগ।

এ দিকে দিন দিন পৃথিবীর সমুদায়ই শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। যজ্ঞে আর ফল দর্শে না সকলই লক্ষ্মীছাড়া দৈত্য ও দানবেরা প্রবল হইয়া দেবতাদের পরাভব করিল।

ব্রহ্মা সহ দেবগণ বিষ্ণুর নিকট ক্ষীর সাগরে গমন।

তার পর ইন্দ্র ও দেবগণ অগ্নিকে আগে করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বলিলে পর ব্রহ্মা কহিলেন তোমারা অসুর সংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া ক্ষীর সাগরের উত্তর তীরে গমন করিয়া বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণু স্তব ও সমুদ্র মন্থন।

ব্রহ্মা, দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষির স্তবে শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু দেখা দিয়া প্রসন্ন দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! আমি তোমাদের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি, তোমারা দৈত্যদের সহিত মিলিত হইয়া ওবধি সমুদায় ক্ষীর সমুদ্রে নিঃক্ষেপ, মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড, বাসুকিকে মন্থন রজ্জু করিয়া সমুদ্রকে মন্থন পূর্ব্বক অমৃত উৎপাদন করিবে আমি তোমাদের সাহায্য করিব এবং অসুরেরা অমৃত যাহাতে না পায় তাহার উপায় করিব। তোমরা অমৃত পান করিয়া অমর হইবে।

পরাশর কহিলেন, দেবতারা তাহাই করিল, অসুরেরা বাসুকির মুখ ধরিয়াছিল বলিয়া উহার নিশ্বাসে নিস্তেজ এবং দেবতারা পুচ্ছ ধারণে আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি কূর্ম্ম রূপ ধারণ করিয়া মন্দর পর্ব্বতের আধার হইলেন। এবং বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ব্বতকে ধরিয়া থাকেন তাহা অসুরেরা দেখিতে পায় না।

সমুদ্র মন্থনে কামধেনু, বারুণীদেবী, হিমাংশু, বিষ,
পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা, বৈদ্যরাজ, ধন্ব-
ন্তরি, অমৃত ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি
এবং দেবরাজ ইন্দ্রের
স্তব।

তারপর ক্ষীর সমুদ্র মন্থন হইলে প্রথমে ঘৃত দুগ্ধের আধার কামধেনু উৎপন্না হইলেন। তার পর বারুণীদেবী, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরাগণ উত্থিত হইলে হিমাংশু উৎপন্ন হয়। তাহা মহেশ্বর গ্রহণ করিলেন এবং বিষসর্পেরা অংশ করিয়া লইল। অনন্তর সাদা কাপড় পড়িয়া অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে ধন্বন্তরি উঠিলেন ইহাঁকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তার পর ভগবতী কমলাকে উঠিতে দেখিয়া মহর্ষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্তব, গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরেরা নৃত্য করিতে লাগিল। গঙ্গা আদি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানের জন্য জল লইয়া উপস্থিত এবং দিগ্‌গজেরা ঐ জল লইয়া স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একছড়া পদ্মের মালা দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা অলঙ্কারে সাজাইয়া দিলেন। ইহার পর সসজ্জিতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল

আশ্রয় করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবতারা তুষ্ট ও অমরেরা ম্লান হইয়া বল পূর্ব্বক ধন্বন্তরির হাত হইতে অমৃতের ভাঁড় কাড়িয়া লইলেন। তখন বিষ্ণু মোহিনী স্ত্রী রূপ ধারণ করিয়া মায়াতে অসুরগণকে ভুলাইয়া অমৃত লইয়া দেবগণকে দিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। এ দিকে অসুরেরা ক্রোধান্ধ দৈত্যগণকে মারিতে উদ্যত অমৃত পানে বলিষ্ঠ দেবগণের নিকট অসুর সেনা পরাজয় মানিয়া পাতালে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। দেবতারা বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া আপন আপন অধিকারে যাইয়া দেবলোক শাসন করিতে লাগিলেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তার পর সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত এবং প্রাণী মাত্র ধর্ম্মে রতি হয় এই রূপে ত্রিভুবনে শ্রীবৃদ্ধি ও দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীসম্পন্ন হইলেন। তার পর দেবলোক ইন্দ্ররাজ পাইয়া সিংহাসনে বসিয়া নানা মতে কমলার স্তব করিতে লাগিলেন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! দেবরাজের স্তবে কমলা তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদেবের সমক্ষে বলিলেন, হে দেবেশ! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি বর প্রার্থনা কর, ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি তুমি তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিয়া থাক আর যদি আমি উপযুক্ত পাত্র হই তাহা হইলে আমাকে এই বর দাও যে, তুমি কখন ত্রিলোক পরিত্যাগ করিবে না এবং যে ব্যক্তি তোমারে স্তব করিবে তাহারে কদাচ ছাড়িও না। লক্ষ্মী তাহাতেই সম্মতা হইলেন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম

হইয়াছিল পরে সমুদ্র মন্থনে পুনর্ব্বার উৎপন্না হন্ । যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর জন্ম বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করে তাহার ঘরে লক্ষ্মী ত্যাগ হয় না ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

ভৃগু আদি বংশ পর্য্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে ! আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদায় শুনিলাম । এক্ষণে ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করুন্ । পরাশর কহিলেন, লক্ষ্মী ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে জন্মিয়া বিষ্ণুর পত্নী হয়, এবং ভৃগুর ধাতা বিধাতা নামে দুইটী পুত্র এবং মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুইটী কন্যা ছিল । ধাতা আয়তি ও বিধাতা নিয়তিকে বিবাহ করেন । আয়তির পুত্র প্রাণ, নিয়তির পুত্রের নাম মৃকণ্ডু । মৃকণ্ডুর পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয়, প্রাণের বেদশিরা, কৃতিমা ও রাজবান্ নামে পুত্র হইয়া ক্রমশঃ ভৃগুবংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে ।

মরীচির পত্নী সম্ভূতি তৎপুত্র পৌর্ণমাস, উহার দুইটী পুত্র বীরজা ও সর্ব্বগ ।

অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে সিনিবালী, কুহূ, রাবণ ও অনুমতি এই চারিটী কন্যা হয় । অত্রি হইতে অনুসূয়া, সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় নামে তিনটী পুত্র হয় ।

পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দম্ভোলী নামে কন্যা জন্মে এই পুলস্ত্য পূর্ব্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে অ-গস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু এই তিন পুত্র ক্ষমা নাম্নী দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হয়। ক্রতু ভার্য্যা সন্নতির গর্ভে প্রখর তেজোবিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব পরিমিত বালখিল্য নামে ষাট হাজার পুত্র উৎপন্ন হয় উহারা সকলেই যতি ও ঊর্দ্ধরেতাবিশিষ্ট। পত্নী ঊর্জ্জার গর্ভে রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপাঃ ও শুক্র নামে সাতটি পুত্র হয় ইহাঁরাই সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্ন্যভিমানির ঔরসে স্বাহার গর্ভে পাবক পবমান ও শুচি এই তিনটি তেজস্বী পুত্র জন্মে ইহাদের সাধারণ নাম জলাশী ইহাঁদের প্রত্যেকের ১৫ টি করিয়া ৪৫ টি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা যে সকল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদ নামে সাগ্নি ও নিরগ্নি যে সমুদায় পিতৃগণ আছেন তাঁহাদের হইতে স্বধা, মেনা ও বৈধারিণী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ইহাঁরা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী এই তোমাকে দক্ষ কন্যাদিগের সন্তান সন্ততির বিষয় বলিলাম এই কথা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্তান হন্ না।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে দশম অধ্যায় সামপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ধ্রুবোপাখ্যান।

পরাশর কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র, উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই রাণী, প্রিয়তমা সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। এক দিন রাজা উত্তানপাদ উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন এমত সময়ে ধ্রুব আসিয়া বাল স্বভাব বশতঃ কোলে উঠিতে ব্যগ্র হইলে সুরুচির সাক্ষ্যাতে ধ্রুবকে রাজা কোলে করিতে সাহসী হইল না তখন সুরুচি সতীন পুত্রকে বলিল, বাছা! আমার গর্ভে কেন জন্মাও নাই? বৃথা কেন আমার পুত্রের ন্যায় বড় হইতে চাও, এ রাজ কোল বা ছিংসাসন আমার পুত্রের অধিকার অন্যের দুর্লভ।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! ধ্রুব বিমাতার বাক্যে কুপিত হইয়া বাপের কাছ হইতে মায়ের কাছে গমন করিল। মা পুত্রকে ক্রোধিত দেখিয়া কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাছা! তোমাকে কে আদর করে নাই? সে কি জানেনা তোমার কাছে অপরাধ করিলে তোমার বাপের অপমান করা হয়। এই কথা শুনিয়া ধ্রুব মায়ের কাছে সমস্ত বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল দেখিয়া সুনীতি কাতর হইয়া কহিল, বাছা! তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছে তোমার অদৃষ্ট সেরূপ নহে। এই সমুদায় পূর্ব্বজন্মের পুণ্য বশতঃ অদৃষ্ট ফল, তার জন্য দুঃখিত হইও না, শান্ত

হও। পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহার সেই রূপ ফল হয়।

ধ্রুব কহিলেন, জননী! আপনার সান্ত্বনা বাক্যে আমার হৃদয় সন্তোষ নহে, বিমাতার বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহাতে আমি জগতের পূজ্য ও শ্রেষ্ঠতম পদ পাই তাহাতেই যত্নবান্ হইব। পিতা বিমাতাকে ভাল বাসেন বাসুন্, আমার ভ্রাতা উত্তম রাজা হয়েন্ হউন্ আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে এরূপ পদ আমি চাই না যাহা আমার পিতাও পান নাই নিজ পূণ্যে এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ পাইতে ইচ্ছা করি।

পরাশর কহিলেন, ধ্রুব মাতাকে এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। বনে গিয়া দেখেন সাত জন ঋষি কুশাসনের উপর কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া বসিয়া আছেন ধ্রুব বিনয়াবনত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজের পরিচয় দিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, বাপু! তোমার বয়স চার পাঁচ বৎসরের অধিক হইবেক না, নিতান্ত শিশু, তোমার পিতা জীবিত আছেন তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর তোমার ভাবনা কি? শরীরে কোন রোগও দেখা যায় না, তবে কেন তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

পরাশর কহিলেন, ধ্রুব বিমাতার কথা বলিলে মুনিগণ শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, আহা! ক্ষত্রিয় জাতির কি তেজ? বিমাতার অপমান বাক্য এ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে যাইতেছে না। হে ক্ষত্রিয়তনয়! আমাদের

কিছু সাহায্য করিতে হয় বল।

ধ্রুব কহিলেন, মহর্ষি! আমি ধন চাই না, রাজ্য চাই না, যে স্থান পূর্ব্বে কেহ ভোগ করে নাই সেই উৎকৃষ্ট স্থান পাইতে বাসনা করি।' কেমনে সেই স্থান পাইতে পারি তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন। মরীচি কহিলেন; রাজকুমার! গোবিন্দের আরাধনা করিলে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবে। অত্রি কহিলেন, বিষ্ণুকে তুষ্ট করিতে পারিলে অক্ষয় স্থান পাইতে পার। অঙ্গিরা বলিলেন, গোবিন্দের আরাধনা করিলে পাইবে। পুলস্ত্য কহিলেন, হরির আরাধনা করিলে মুক্তি পদ পাওয়া যায়। ক্রতু কহিলেন, জনার্দ্দন পরিতুষ্ট হইলে কোন বস্তুরই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন বালক! ইন্দ্র বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্রত্বরূপ শ্রেষ্ঠ পদ পাইয়াছেন তুমি তাঁহারই আরাধনা কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, বাছা! বিষ্ণুর আরাধনা করিলে না পাওয়া যায় এমন কোন বস্তু নাই তোমার এ অতি সামান্য কথা। ধ্রুব কহিলেন, মহর্ষিগণ আপনারা আরাধ্য দেবতার কথা বলিয়া দিলেন কিন্তু তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য যাহা জপ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিউন্। ঋষিগণ কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর। সমুদায় বাহ্য বস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া বিষ্ণুতে অবিচলিত মনে,, ওঁ নমো বাসুদেবায়" এই মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। এই মন্ত্রে তোমার পূর্ব্ব পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া অভিলষিত ঐশ্বর্য্য পান।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরান অনুবাদে

প্রথম অংশে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধ্রুবের বিষ্ণু আরাধনা।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! ধ্রুব ঋষিগণের উপদেশ বাক্য শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মধুবনে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব কালে মধু নামক দৈত্য এই বনে বাস করিত বলিয়া মধুবন নামে খ্যাত হয়। এইখানে রামচন্দ্র লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামে পুরী সংস্থাপন করেন। এই মধু বনে ধ্রুব এক চিত্তে ধ্যান করায় ভগবান্ হরি তাঁহার হৃদয় গত হইলেন।

হে মৈত্রেয়! ভগবান্ বিষ্ণু সেই ধ্রুব যোগীর হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে মেদিনী তাঁহার ভারে অসমর্থা হইয়া নত হইল পর্ব্বত, সমুদ্র ও দেবতারাও ভীত হইলেন।

হে মৈত্রেয়! তারপর যাম নাম দেবগণ ও কুষ্মাণ্ড নামক উপদেবগণ ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিবিধ প্রকারে ছলনা দ্বারা ধ্রুবের ধ্যান ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পরাশর কহিলেন, মায়াময়ী জননী অশেষ মতে বিলাপ ও ভয়প্রদর্শন করিলেও চিত্ত চঞ্চল হইল না একাগ্রচিত্তে নিরন্তর এক মাত্র বিষ্ণুকে দেখিতে লাগিলেন। সমুদায় মায়া বিফল দেখিয়া ধ্রুবের তপস্যায় ভীত হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

দেবতারা বিবিধ মতে স্তব করিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি আপনি প্রসন্ন হইয়া উহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করুন্। কি জানি ইন্দ্রাদি কোন পদের প্রত্যাশা করিয়াছে।

ভগবান্ কহিলেন, দেবগণ! উত্তানপাদের তনয় ইন্দ্রাদির কোনও পদই চাহে না। যে পদের আশা করিয়াছে তাহা দিয়া উহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন স্থানে গমন করিল।

ভগবান্ হরি। পরিতুষ্ট হইয়া ধ্রুবের সন্মুখে আসিয়া বলিলেন, হে উত্তানপাদতনয়! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। পরাশর কহিলেন, ধ্রুব বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন তিনি যাঁহার স্তব করিতেছিলেন সেই চতুর্ভুজ হরি তাঁহার সমুখে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। হে ভগবন্! আমি বালক ব্রহ্মা আদি দেবগণ তোমার তত্ত্ব পায় নাই আমি তোমাকে কিরূপে জানিয়া স্তব করিব, হে জগদীশ্বর! আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন্।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি গোবিন্দ ধ্রুবকে বেদান্ত ভাগ স্বরূপ প্রান্ত ভাগ দ্বারা স্পর্শ করিলে রাজকুমার ধ্রুব প্রসন্ন বদন হইয়া বিষ্ণুকে নমস্কার পূর্ব্বক বিবিধ সম্বোধনে নানা মতে স্তব করিলে ভগবান্ কহিলেন,

ধ্রুব! যখন আমার দর্শন পাইয়াছ তখন তোমার তপস্যায় সম্পূর্ণ ফল হইয়াছে এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ধ্রুব কহিলেন, আমার হৃদয় যে দুর্ল্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে তাহা আমি আপনার নিকট নিবেদন করি, আপনার কাছে কোন বস্তুরই দুর্ল্লভ নাই আপনার অগোচর নাই আমার বিমাতা যে কথা বলিয়াছেন সে রাজ সিংহাসনের অভিলাষী নহি এই জগতে শ্রেষ্ঠতম অক্ষয় স্থানলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ধ্রুবের পূর্ব্বজন্ম কথা ও বর প্রদান।

ভগবান্ কহিলেন, বালক! তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মন ছিলে তোমার মন আমাতে একান্ত আসক্ত ছিল। তুমি সতত নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া পিতা মাতার শুশ্রুষা করিতে, সে জন্মে তোমার কোন রাজ পুত্রের সহিত বন্ধুতা হয় তাহার ন্যায় ঐশ্বর্য্য কামনা করায় এ জন্মে দুর্ল্লভ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে রাজা উত্তানপাদ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। এখন সেই রাজপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ আমার প্রসাদে ত্রিলোক অপেক্ষা উচ্চ স্থান গ্রহ, নক্ষত্র আদি সপ্তর্ষি ও বিমানচারী দেবগণ সকলের উপরস্থিত স্থান দিলাম সে খানে চার হাজার যুগ অবস্থিতি করিবে। তোমার জননী সুনীতিও আকাশে নির্ম্মল তারকা হইয়া তোমার কাছে এক কল্প অবস্থিতি করিবেন। সকাল সন্ধ্যা তোমার নাম বা চরিত যে কীর্ত্তন করিবে তাহার মহা পুণ্য সঞ্চয় হইবেক।

পরাশর কহিলেন, মহামতে! ধ্রুবের উচ্চ স্থানে বাস সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবের জননী সুনীতি সম্মুখে অবস্থিতি আছেন

ইত্যাদি বলিয়া দেবাসুরের আচার্য্য শুক্র শ্লোক পাঠ করেন। যিনি এই ধ্রুবের স্বর্গা রাহণ কীর্ত্তন করিবেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হইবেন এবং দীর্ঘায়ু হইয়া স্বস্থান ভ্রষ্ট হইবেন না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বেণ রাজার উপাখ্যান।

পরাশর কহিলেন, ধ্রুব বংশে অঙ্গের ঔরসে সুনিথার গর্ব্ভে বেণের জন্ম হইলে ঋষিগণ তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হন্ ইনিই প্রজাদের হিতের জন্য পৃথিবীকে দহন করেন বলিয়া পৃথু নামে খ্যাত হন্। (ধ্রুব বংশ বংশাবলি দেখিবেন।)

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনি শ্রেষ্ঠ! কি জন্য ঋষিগণ বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিয়াছিল এবং পৃথুর জন্ম? পরাশর কহিলেন, মৃত্যু কন্যা সুনীথাকে অঙ্গ বিবাহ করেন ইহাঁর গর্ব্ভে বেণের জন্ম ইহার স্বভাবত দুষ্ট প্রকৃতি। মহর্ষিগণ বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে পৃথিবীর অধিপাত হইয়া যাগ, হোম বা দান করিতে নিষেধ ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইহাতে ঋষিরা মহারাজা বেণের নিকট উপস্থিত হইয়া পূজা বরত যজ্ঞের জন্য বিধিমতে নানা ফল দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন, বেণ কহিলেন আমাপেক্ষা

আর কে শ্রেষ্ঠ আছে যে তাহার আরাধনা করিতে হইবে? যাহাকে তোমরা যজ্ঞেশ্বর মনে করিতেছ সে কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি সকলেই রাজার শরীরে অবাস্থতি করিতেছে। রাজাই সর্ব্বদেবময়, অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আমি যাহা আজ্ঞা দিয়াছি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, দান, হোম, যজ্ঞ কিছুই করিতে পাইবে না; স্ত্রীলোকদের পতি শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, তোমাদের পক্ষে আমার আজ্ঞা পালন করা।

পরাশর কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহারাজ বেণকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুমতি দিলেন না তখন দুরাচার বিষ্ণু নিন্দাকারীকে নিপাত করা স্থির বিবেচনা করিয়া মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা আঘাত করিলে বেণ রাজার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল।

পৃথুর জন্ম।

তারপর রাজ্যে অরাজক উপস্থিত হইলে বেণের উরুদেশ মন্থন করাতে এক কদাকার পুরুষ উৎপন্ন হইল ঋষিরা নিষীদ এই কথা বলায় নিষাদ নামে খ্যাত হইল। হে মুনিশার্দ্দুল! বিন্ধ্যাচলবাসী নিয়ত পাপ কর্ম্মে রত নিষাদ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে প্রতাপশালী পৃথুর উৎপন্ন, পিনাক নামে হরধনু নিপতিত, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পড়িল। পৃথুর জন্ম হইলে প্রাণীগণ তুষ্ট, বেণের স্বর্গ লাভ হইল।

অনন্তর দেবর্ষিগণ সমাগত হইয়া বেণ তনয় পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। মহাত্মা পৃথু জন্মিবামাত্র পৈতামহ যজ্ঞঅনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঐ যজ্ঞে যেখানে সোমলতার

রস নিঙড়াইয়া লওয়া হয় সেই খানে সূত ও সুবুদ্ধি মাগধের উৎপত্তি হইলে মহর্ষিরা পৃথু রাজার স্তুতি পাঠ করিতে উভয়কে বলিল। পরে সূত মাগধ জোড়হাত করিয়া মুনিগণকে কহিলেন, ইনি এই জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন ইহাঁর কর্ম্ম গুণ যশ আদি এখনও কিছুই হয় নাই, কি অবলম্বন করিয়া স্তব করিব? ঋষিগণ কহিলেন, পৃথু চক্রবর্ত্তি যেই কর্ম্ম করিবেন তাহাই অবলম্বন করিয়া স্তব কর।

পৃথুর রাজ্যশাসন।

পরাশর কহিলেন, পৃথু সূত মাগধের স্তব-রূপ নীতি শ্রবণ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল, প্রজাগণ কৃতার্থ হওত উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে সময়ে বেণ রাজ্যের অবসান হয় সেই সময়ে পৃথিবী অরাজক হওয়াতে যব ধান্য আদি সমুদায় ওষধি নষ্ট হইয়াছিল। বসুন্ধরা সমুদায় ওষধি গ্রাস করেন, হে মহারাজ! আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি আমাদের জীবন ধারণের নিমিত্ত ওষধি প্রদান করুন্।

পরাশর কহিলেন, তারপর পৃথুরাজ কুপিত হইয়া পিনাক নামক দিব্য শরাশন ও দিব্যশর গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরার প্রতি ধাবমান হইলে বসুন্ধরা গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবী বলিলেন, নরনাথ! তুমি কি জান না স্ত্রী বধ করিলে মহাপাপ হয়। পৃথু কহিলেন যদি এক ব্যক্তি দোষী বধ করিলে অনেকের মঙ্গল হয় তাহাতে পাপ না হইয়া বরং পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। পৃথিবী কহিলেন, আমাকে বধ করিলে

তোমার প্রজারা কোথায় থাকিবে? পৃথু কহিলেন, বসুধে! আমি যোগ বলে সমুদায় প্রজাগণকে ধারণ করিব এই কথা শুনিয়া কম্পান্বিত কলেবরে পুনর্ব্বার পৃথুকে প্রণাম করিয়া পৃথিবী কহিলেন, নরনাথ! আমি যে সমুদায় ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি যদি তুমি তাহা ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি দুগ্ধরূপে তৎসমুদায় প্রদান করিতে পারি। তুমি প্রজাদের হিতের জন্য কাহাকে বৎস কল্পনা করিয়া দাও আমি সেই বৎসে বৎসলা হইয়া ক্ষীর রূপে সমুদায় ওষধি দিব, হে বীর! এক্ষণে আমার উপরিভাগ সমতল কর সমভূমিতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজ স্বরূপ ক্ষীর প্রদান করিব।

পরাশর কহিলেন, তারপর পৃথু পৃথিবীকে সমতল করিলে পথ, ঘাট, গ্রাম, নগর হইয়া প্রজাগণ বাস করিতে লাগিল, ফল, মূল আহারীয় দ্রব্য সমুদায় যাহা দুর্ল্লভ হইয়াছিল পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া প্রজাদের হিতের জন্য স্বহস্তে পৃথিবীকে নানাবিধ শস্য দোহন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ আজ পর্য্যন্ত সেই পৃথুর উৎপাদিত শস্যে জীবন ধারণ করিতেছে এই জন্যই ইনি পৃথিবী নাম প্রাপ্ত হন। ইনি প্রজারঞ্জন হেতু প্রথমেই রাজা বলিয়া খ্যাত হন। যে ব্যক্তি এই বেণ তনয় পৃথুর জন্ম বিবরণ কীর্ত্তন করিবে তাহাকে কোন পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ [illegible]দে
প্রথম অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় [illegible]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রচেতাগণের বিবরণ।

ধ্রুব বংশে জন্ম ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ পারদর্শী দশজনই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন ইহারা সমুদ্র জলে নিমগ্ন হইয়া দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া ছিলেন। (ধ্রুব বংশ বংশাবলি দেখ)

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! প্রচেতারা কি জন্য সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিয়া ছিলেন তাহা আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাচীন বর্হিকে সম্বোধন করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন সেই কথা তিনি তাঁহার পুত্র প্রচেতাগণকে বলিলে তাহারা পিতৃ বাক্য শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন এবং পিতাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! কোন কার্য্য করিলে আমরা প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব বলিয়া দিউন, পিতা কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে কামনা পূর্ণ হইতে পারে।

পরাশর কহিলেন, প্রচেতাগণ পিতৃ বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র জলে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে দশ সহস্র বৎসর গত হইল। পরে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া প্রচেতাগণকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। অনন্তর প্রচেতারা বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া পিতৃ আজ্ঞানুসারে প্রজা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া

অন্তর্হিত হইলেন, প্রচেতারাও জল হইতে উঠিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পৃথিবী অরাজক ও প্রচেতাগণের বিবাহ।

পরাশর কহিলেন, যখন প্রচেতারা তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় নারদের তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন সেই অবধি রাজার শাসন অভাবে প্রজাক্ষয় ও পৃথিবী জঙ্গলে পরিস্পূর্ণ হওয়ায় বায়ু বহিতে পারে নাই প্রজাগণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রচেতারা পৃথিবীর এই রূপ গতি দেখিয়া মুখ হইতে বায়ু অগ্নির সৃষ্টি করিলেন, বায়ু বৃক্ষ তুলিয়া শুকাইল অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষ পোড়াইতে লাগিল অল্প অবশিষ্ট থাকিতে উদ্ভিদ্গণের অধিপতি ভগবান্ সোম উপস্থিত হইয়া প্রচেতাগণকে কহিলেন, হে রাজগণ! আপনারা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শ্রবণ করুণ আমি বৃক্ষগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব এই যে পরমাসুন্দরী কন্যাটী দেখিতেছেন এটী বিধাতা বৃক্ষ হইতে করিয়াছেন ইহাঁকে আমি জ্যোৎস্না দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি ইহার নাম মারিষা। আপনারা ইহাকে বিবাহ করুন্ এই কন্যা হইতেই আপনাদের বংশ বৃদ্ধি হইবেক। আপনাদের অর্দ্ধেক ও আমার অর্দ্ধেক তেজের দ্বারা এই

কন্যা হইতে দক্ষ নামে প্রজাপতি জন্মিবেন। দক্ষ প্রজাপতি প্রজা বৃদ্ধি করিবেন। এই কন্যা মহর্ষি কণ্ডু হইতে অপ্সরার গর্ভে উৎপন্না এই কন্যার উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন আদ্যোপান্ত করিতেছি শ্রবণ করুণ।

কণ্ডুর উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে সমুদায় বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী কণ্ডু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি গোমতী নদী তীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন দিবার জন্য প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলে প্রলোভন দ্বারা মন হরণ করিতে সমর্থ হইল, মহর্ষিও সেই অপ্সরার কুহকে পড়িয়া মন্দর পর্ব্বতের নিতম্ব-দেশে এক শত বৎসরের অধিক কাল বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন তারপর একদিন দিব্যাঙ্গনা মহর্ষিকে বলিলেন, মহাত্মন্! আমি অনেক দিন ভূতলে আসিয়াছি এখন দেবলোকে যাইতে বাসনা করি আপনি অনুমতি প্রদান করুন্। অত্যন্ত আসক্ত বিষয়ে মহর্ষি বলিলেন, ভদ্রে! আর কিছু দিন থাক। প্রম্লোচা আরও কিঞ্চিনধিক একশত বৎসর সেই খানে থাকিয়া আবার দেবলোকে যাইব বলিয়া অনুমতি চাহিলেন, মহর্ষি তাহা শুনয়া তাহাতে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিল এইরূপে আরও এক শত বৎসর থাকিয়া প্রণয় দেখাইয়া হাস্য করিয়া কহিল ব্রাহ্মণ! আমি এখন দেবলোকে যাই মহর্ষি কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যাইলে শীঘ্র আসিবে না অতএব ক্ষণকাল থাক। ঋষি বাক্য লঙ্ঘন করিলে পাছে শাপ দেন সেই ভয়ে

আরও দুই শত বৎসর থাকিল। পরন্তু যখন তিনি দেব-লোকে যাইতে চাহেন তখনই মহর্ষি আর কিছু কাল থাকিতে অনুরোধ করেন।

একদা মহর্ষি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন দেখিয়া প্রম্লোচা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছেন? মহর্ষি কহিলেন দিবাবসান হইয়াছে সন্ধ্যাউপাসনার জন্য যাইতেছি অপ্সরা হাস্য করিয়া কহিল, আজ কি আপনার দিবা অবসান হইল? শত শত বৎসরের পরে কি আপনার এক দিবস হইল?

মহর্ষি কহিলেন, অদ্যইত প্রাতঃকালে তুমি এই নদী তীরে আসিয়াছিলে আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়া আ-শ্রমে আনিয়াছি স্বায়ং কাল উপস্থিত অতএব তুমি কি জন্য উপহাস করিলে আমার নিকট বল।

প্রম্লোচা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যে আজ সকালে আসিয়াছি সত্য বটে মিথ্যা নয়, কিন্তু তার পর এক্ষণে শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে।

সোম কহিলেন, তার পর মহর্ষি অপ্সরা কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরী! অদ্য কত দিন হইল তোমার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়াছি বল। অপ্সরী কহিলেন, নয় শত সাত বৎসর ৬ মাস ৩ দিন হইল।

সোম কহিলেন; হে রাজকুমারগণ! মহর্ষি অপ্সরার বাক্য শুনিয়া আমাকে ধিক্ এই বলিয়া পুনঃ২ আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, হায়! আমার সমু-দয় তপস্যা নষ্ট হইল। এইরূপে আপনাকে নানা রূপে ধি-

ঙ্কার দিয়া অপ্সরাকে কহিলেন, রে পাপিয়সি ! দেবরাজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছিস্ এখন যথা ইচ্ছা চলিয়া যা।

সোম কহিলেন, ব্রহ্মর্ষির বাক্যে দেবাঙ্গনা কাঁপিতে লাগিল শরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিল, মহর্ষি কর্ত্তৃক ভৎ'সিতা হইয়া আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া আকাশ পথে যাইবার সময় গাছের পাতায় ঘাম পুঁছিতে লাগিলেন, ইতি পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্ডুর ঔরসে যে গর্ভ হইয়াছিল লোমকুপ দ্বারা ঘর্ম্ম রূপে নির্গত হইল, বৃক্ষেরা সেই গর্ভ গ্রহণ করিলে বায়ুতে একত্র করিল পরে মদীয় চন্দ্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার নাম মারিষা বৃক্ষেরা আপনাদের এই কন্যা সম্প্রদান করিবে, আপনারা ক্রোধ সম্বরণ করুন। ইহার পিতা ভগবান্ কণ্ডু তপঃ ক্ষয় হইয়াছে দেখিয়া পুরুষোত্তম ধামে গমন করিয়া বিষ্ণু অরাধনায় রত আছেন।

মারীষের পূর্ব্ব জন্ম কথা।

এই মারীষা পূর্ব্ব জন্মে মহাসৌভাগ্যশালিনী রাজমহিষী ছিলেন ইহাঁর সন্তান হয় নাই বিবাহের কিছু কাল পরে বিধবা হইয়া আরাধনায় বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিয়া জন্মে জন্মে প্রণয় পতি, প্রজাপতি সম পুত্র ও অযোনজা হইয়া জন্ম হয় প্রার্থনা করিলে, দেব দেব কহিলেন, তোমার এক জন্মেতেই দশজন বিখ্যাত, মহাতেজস্বী স্বামি হইবেন এবং একটি বীর্য্যবান্ প্রজাপতি গুণ বিশিষ্ট পুত্র লাভ করিবে ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

মারীষার বিবাহ দক্ষ প্রজাপতির জন্ম কথা।

পরাশর কহিলেন, তার পর দশ প্রচেতা বৃক্ষগণের

উপর রাগ সম্বরণ করিয়া মারিষাকে বিবাহ করিলেন। প্রচে-তাগণের ঔরসে মারিষার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষের জন্ম হয়। ইনি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি হেতু কতকগুলিন পুত্র উৎপাদন করিলে পর ব্রহ্মার আদেশে দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণী ও স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিয়া যাটটি কন্যা উৎপাদন করিলেন। ইহার মধ্যে দশটি কন্যা ধর্ম্মকে, তেরটি কশ্যপকে ও অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটিকে চন্দ্রকে দান করিলেন। চন্দ্রের এই সাতাইশটি স্ত্রী কালরূপে নিযুক্ত আছে ইহাঁদের সহিত দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দানব আদির জন্ম; এই অবধি স্ত্রীপুরুষ সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হইল ইহার পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন, স্পর্শন ও তপস্যা দ্বারা পুত্র উৎপাদন হইত।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! আমি শুনিয়াছিলাম, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি আপনি প্রচেতা ইহতে বলিলেন তিনি চন্দ্রের দৌহিত্র কেমন করিয়া শ্বশুর হইতে পারে? পরাশর কহিলেন, ইহাঁরা সকলেই নিত্য, আবির্ভাব ও তিরোভাবকে জন্ম মৃত্যু বলে আর জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বয়ঃক্রম, তপস্যার প্রভাব ও বয়সের গণনা পূর্ব্ব কালে হইত না।

দেব দানব গন্ধর্ব্বাদির সৃষ্টি।

পরাশর কহিলেন, মহামতে! ব্রহ্মার আদেশে যেরূপে প্রজাপতি দক্ষ জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে প্রজাপতি দক্ষ দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পুন্নাগ, আদি মানসিক প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি

হইল না দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ সংযোগে প্রজার সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া বীরণ নামক প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন্। ইহাঁর গর্ভে পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে অনুমতি দিলেন। তার পর মহর্ষি নারদ আসিয়া তাহাদের বলিলেন, হে হর্য্যশ্বগণ! তোমরা মহাতেজস্বী প্রজা সৃষ্টি করিতে যত্নবান্ হইয়াছ ভাল তোমাদের আমি একটি কথা বলি শ্রবণ কর। তোমরা পৃথিবীর বিষয়ে কিছুই জাননা কেমন করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে পারিবে? আমি দুঃখিত হইলাম তোমরা মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। আগে তোমরা পৃথিবী পর্য্যটনে যত্নবান্ না হও কেন?

পরাশর কহিলেন, হর্য্যশ্বগণ দেবর্ষি নারদের কথা শুনিয়া নদী যেমন সমুদ্র মুখে ধাবমান হইয়া আর ফিরিয়া আসে না, তদ্রূপ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। তখন প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ পুনরায় অসিক্নির গর্ভে শবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। ইহাঁরাও নারদের কথা মতে ভ্রাতৃগণের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইল দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ রাগান্বিত হইয়া নারদকে লক্ষ্মী ছাড়া বলিয়া শাপ দিয়া পুনরায় বীরণ তনয়াতে ষাটটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতইশটি, অরিষ্টনেমিকে চারটি, বহু পুত্রকে দুইটী, অঙ্গিরাকে দুইটী ও কৃশাশ্বকে দুইটী কন্যা দান করেন। ইহাদের নাম ও পুত্রগণ বংশাবলি দেখুন। ইহার পরও ষোড়শ

অধ্যায় প্রহ্লাদ চরিতের আভাস মাত্র। উহা সপ্তদশ অ-ধ্যায়ে বিস্তার রূপ বর্ণিত আছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ চরিত।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! মহাত্মা প্রহ্লাদের সাধুচরিত বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া দিতি পুত্র হিরণ্যকশিপু বায়ু, অগ্নি, বরুণ, নিশাকর ইহাঁদের অধিকার, কুবের, যমকে তাড়াইয়া ইহাঁ-দের পদ ও দেবগণের সমুদায় যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে লা-গিলেন। হে মহামুনে! দেবতারা সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে হিরণ্যকশিপু সমুদায় ত্রিভুবন পরা-জয় করিয়া অভ্র ও স্ফটিকময় মনোহর অট্টালিকায় থাকিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে সুরাপান করিতেন গন্ধর্ব্বেরা গান, অপ্সরীরা নৃত্য, সিদ্ধ ও পন্নগগণ উপাসনা করিত।

এক দিন দৈত্যপতি মদ্য পান করিয়া আপন পুত্র প্র-হ্লাদকে ডাকাইলে প্রহ্লাদ গুরুসঙ্গে উপস্থিত হইয়া পি-তাকে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে দৈত্যরাজ হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বাপু! এত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা শিখিয়াছ বল দেখি শুনি।

প্রহ্লাদ কহিলেন আমি যাহা পড়িয়াছি পিতঃ! তাহা শ্রবণ করুন্। যাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয় ও বিনাশ নাই সেই মহাত্মাকে নমস্কার।

পরাশর কহিলেন, এই কথা শুনিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া চক্ষু লাল ও অধর কাঁপিতে লাগিল এবং প্রহ্লাদের গুরু প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ওরে ব্রাহ্মনাধম! তোর এই রীতি? তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার ছেলেদের এই অসার স্তব শিখাইয়াছিস।

গুরু কহিলেন, দৈত্যরাজ! রাগ করিবেন না এরূপ উপদেশ আমি দেই নাই। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বাছা প্রহ্লাদ! এ উপদেশ কে দিয়াছে বল। প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন এ উপদেশ কে দিতে পারে? হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে মূর্খ! তোর মৃত্যু নিকট হইয়াছে আমি থাকিতে তোর কোন্ ব্যক্তি তোর ঈশ্বর? এই অসার কথা তুই বার বার বলিতেছিস্।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! আপনি অকারণ কোপ করিতেছেন ভগবান্ বিষ্ণু তিনি সমস্ত জীবের, আমার এবং আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন্।

এই রূপে দৈত্যরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন এ দুরাত্মাকে বাহির করিয়া দাও ইহাকে অপর গুরুর ঘরে রাখিয়া উত্তম রূপে শাসন কর একে কোন্ দুরাত্মা আমার শত্রুর স্তব শিখাইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, দৈত্যরাজের আজ্ঞায় দৈত্যেরা

প্রহ্লাদকে গুরুর ঘরে রাখিয়া আসিলে পুনরায় গুরু শুশ্রূ-ষায় নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুদিন গত হইলে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র! একটি শ্লোক পাঠ কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যাহা হইতে এই জগৎ যিনি সমস্ত পদার্থের কারণ স্বরূপ সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্।

এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন এ কুলাঙ্গার দুরাত্মাকে বধ কর। হুকুম পাইবা মাত্র শত সহস্র দৈত্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রহ্লাদকে মারিতে উদ্যত হইল। শত শত অস্ত্রাঘাতেও বিষ্ণু মায়ায় প্রহ্লাদের গায়ে ক্ষত বিক্ষত কিছুই হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোরে অভয় দিতেছি, ক্ষান্ত হও, মূঢ়মতি হইয়া কেন নষ্ট হইতেছিস্। প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যাঁহারে স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও মৃত্যু আদির ভয় থাকে না সেই ভগবান্ অনন্তকে মনে করিলে ভয়ের সম্ভাবনা কি? দৈত্যরাজ কহিলেন, অহে ভুজঙ্গগণ! তোমরা এই দুরাচারকে সদ্য বিনাশ কর।

পরাশর কহিলেন, সর্পেরা শত শত দংশন করিলেও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে প্রহ্লাদ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সর্পেরা দাঁত ভাঙা, ফণিখসা ও প্রহ্লাদের গাত্র তাপে ফণা দগ্ধ ইত্যাদি দৈত্যরাজের নিকট আসিয়া কহিলে পর, দৈত্যেশ্বর দিগ্‌গজগণকে কহিলেন, বৈষ্ণবেরা এ দুরাত্মাকে রক্ষা করিতেছে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া দন্তা-

যাতে এখনি বিনাশ কর।

পরাশর কহিলেন, পর্ব্বত শিখর সদৃশ দিগ্‌গজগণ প্রহ্লাদকে ভূতলে ফেলিয়া দন্তাঘাত করিতে লাগিল গোবিন্দ স্মরণে সেই সকল গজদন্ত প্রহ্লাদের গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু দিগ্‌গজগণকে চলিয়া যাও বলিয়া অসুরগণকে বলিলেন, তোমরা আগুন জ্বালাইয়া এই পাপাত্মাকে দগ্ধ কর।

পরাশর কহিলেন, দানব রাজের আজ্ঞানুসারে অসুরেরা পর্ব্বত হইতে অপরিয্যাপ্ত কাষ্ঠ আনিয়া বালককে পোড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রহ্লাদ বলিলেন, পিতঃ! এই আগুনে আমাকে পোড়াইতে পারিতেছে না আমার শরীরের চতুর্দ্দিকে পদ্মপাতা বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া শীতল বোধ হইতেছে।

পরাশর কহিলেন, তার পর পুরোহিত যণ্ডামার্ক আদি ভার্গবতনয়গণ আসিয়া স্তব করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন্ ইহাকে লইয়া আমরা উপদেশ দেই এই বালকই বিনীত হইয়া আপনার শত্রুবংশ ধ্বংস করিবে যদি এ ছেলে বিষ্ণু পক্ষ ত্যাগ না করে তাহা হইলে আমরা অভিচার মন্ত্রে ইহাকে নিপাত করিব।

পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণের কথায় দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে আগুন হইতে বাহির করিয়া দিলে পুনরায় গুরু গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ পাঠের সাবকাশ কালে দানবকুমারগণকে যে রূপে উপদেশ দিতেন তাহা শ্রবণ কর।

দানব পুত্রগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দানব! হে ভাই সকল! আমি পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। আমার উপদেশ কথা মিথ্যা বা অন্যথা বোধ করিওনা আমি লাভের জন্য উপদেশ দিতেছি না। দেখ প্রাণিগণ জন্মিয়া ক্রমশঃ বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ হয় ইহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। হে দানব তনয়গণ! দেখ বৃদ্ধের পরই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। দেখ ইহা সকলেরই ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর পর আবার জন্ম হয় শাস্ত্রে ইহার অনেক প্রমাণ আছে গর্ভবাস হইতে জন্ম পর্য্যন্ত দুঃখময় এবং অল্প বুদ্ধি লোকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম আদিকে সুখ বলিয়া বোধ করে কিন্তু সে সমুদায় দুঃখের কারণ অন্নপানাদি সংগ্রহ করিতে অশেষ দুঃখ হইয়া থাকে। মল, মূত্র, মজ্জা, অস্থি আদিতে পূর্ণ এই দেহে হর্ষযুক্ত হইয়া আমার আমার বলিয়া অহঙ্কার করে তাহার নরকেও প্রীতি হয় না। শীতে অগ্নি, তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন সুখ বোধ হয় পরন্তু অগ্নিতে শীত, জলে তৃষ্ণা অন্নে ক্ষুধার আবশ্যক অপর শীতাভাবে অগ্নি, তৃষ্ণাভাবে জল, ক্ষুধাভাবে অন্ন সুখ না হইয়া দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। এই জন্য বাস্তবিক সংসারে কিছু মাত্র সুখ নাই। হে দৈত্য সুতগণ! সংসারী ব্যক্তি যে দেশেই থাকুন্ মন ধনের চিন্তা, ধন চোরের ভয় ইত্যাদিতে সতত দুঃখিত এই জন্য ধনাদিই দুঃখের কারণ। ধনের বাসনা ত্যাগ করিলে দুঃখের আর সম্ভাবনা কি? আবার মৃত্যুর পর যে যম যাতনা তাহাও সামান্য দুঃখদায়ক নহে।

দেখ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ কোথায়? এই জগৎ দুঃখের আধার, তবে বিষ্ণুই এক মাত্র পরম গতি। নির্ব্বোধ জীবগণ বাল্যকালে খেলা, যৌবনে বিষয়ভোগ এবং বৃদ্ধাবস্থায় অসমর্থতা হেতু বৃথা সময় শেষ করে। অতএব বাল্যকালেই বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেয় প্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ হইবে। দেখ তোমরা আমার কথা মিথ্যা বোধ না করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে তিনি তোমাদের সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে শ্রম কিছু মাত্র নাই। দ্বেষ হিংসা সকলই মহা মোহের কারণ। এই চরাচর জগৎ সমস্তই বিষ্ণুময় প্রাণান্তেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিও না। আইস আমরা রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া মুক্তিপদ পাইবার জন্য বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করি। এই পদ চন্দ্র, সূর্য্য, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, রোগ আদি দ্বারা কিছুতেই ক্ষয় হয় না।

দৈত্যগণ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাহার যে যোনিতেই জন্ম হউক সকলকে আপনার ন্যায় সমভাবে দেখিবে ইহাই বিষ্ণুর আরাধনা তোমাদের আমি এই সার কথা বলিয়া দিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে জগতে কোন বস্তুরই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। তোমরা কামনা শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ অনন্ত বৃক্ষ আশ্রয় কর, অবশ্য মোক্ষরূপ ফল পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

প্রহ্লাদের বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর নিকট দানবতনয়গণের অনুযোগ এবং প্রহ্লাদকে বিনাশ হেতু হলাহল বিষ আদি প্রয়োগ।

পরাশর কহিলেন, দৈত্যগণ হিরণ্যকশিপুর নিকট সভয়ে প্রহ্লাদের উপদেশ বিষয় নিবেদন করিলে দৈত্যরাজ পাচকগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। সুদগণ! তোমরা অবিলম্বে আহারের সঙ্গে হলাহল বিষ দিয়া সেই পাপাত্মা দুষ্ট বালককে খাওয়াইয়া মারিয়া ফেল। এ বিষয়ে কিছু মাত্র বিচার করিও না।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! দৈত্যরাজের আজ্ঞায় পাচকগণ প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিলে প্রহ্লাদ ভগবান্ অনন্তদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে অনন্তদেবের নামে বিষ নিস্তেজ ও জীর্ণ হইয়া গেল শুনিয়া দৈত্যরাজ পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অবিলম্বে অভিচার করিতে বলিলেন।

পরাশর কহিলেন, তার পর দৈত্যপুরোহিত প্রহ্লাদের নিকট যাইয়া কহিলেন, আয়ুষন্! তোমার ব্রহ্মার বংশে জন্ম, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র, তোমার পিতার ন্যায় তুমি সকলের আশ্রয় হইবে অতএব কেন তুমি দেবগণ, অনন্ত বা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ? তুমি শত্রুর নাম পরিত্যাগ কর, পিতাই তোমার পরম গুরু।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মহভাগগণ! আপনারা যাহা যাহা বলিলেন সমুদায়ই সত্য, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি বংশ ও আমার পিতা সকলের শ্রেষ্ঠ পরমগুরু পূজনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই কিন্তু আমি ইহাতে কোন অপরাধী হই নাই কিন্তু আপনারা অনন্তদেবের আশ্রয় গ্রহণের কথা যাহা কহিলেন তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া হাঁসিয়া বলিলেন অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি হইবে ? এই আপনাদের সাধু বাক্য। যদি আপনাদের কোন কষ্ট বোধ না হয় তাহা হইলে অনন্তের আশ্রয়ে কি ফল লাভ হয় তাহা শ্রবণ করুন্।

দৈত্যপুরোহিতগণের ক্রোধে প্রহ্লাদের
উপর অভিচার মন্ত্র প্রয়োগ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী লাভ করা পুরুষের উদ্দেশ্য, যাঁহা হইতে এই চারিটী ফল পাওয়া যায় তাঁহা হইতে কি লাভ হইবে ? এই অসার কথা আপনারা বলিতেছেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং জগতে যিনি যাহা ধ্যান, জ্ঞান, সম্পদ, মুক্তি আদি যত কিছু লাভ করিয়াছেন তৎসমুদায় শ্রীহরির আরাধনায়। আপনারা আমার গুরু, আমার বিবেচনা শক্তি কম, আপনারাই বিবেচনা করিয়া বলুন্।

পুরোহিতগণ বলিলেন, হে বালক ! তুমি আগুণে পুড়িয়া মরিতেছিলে আমরা তোমাকে রক্ষা করিলাম আবার ঐ কথা মুখে আনিতেছিস্ যদি আমাদের কথা না শোনো তবে আমরা তোমার জন্য অভিচার করিব। প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন কেহ কাহারে মারিতে বা বাঁচাইতে পারে না স্বয়ং আত্মাই সাধু বা অসাধু কার্য্য দ্বারা রক্ষিত বা হত হইয়া থাকে। পরাশর কহিলেন, এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্যপুরোহিতগণ ক্রোধান্বিত হইয়া ভীষণ অভিচার কার্য্য আরম্ভ করিলে শূল

দ্বারা প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে জলন্ত শূল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। যাহার হৃদয়ে ভগবান হরি বিরাজমান তাহার হৃদয়ে শূল দূরে থাকুক বজ্রও চূর্ণ হইয়া যায়। বিনাদোষে প্রহ্লাদের উপর অভিচার প্রয়োগ করায় পাপাত্মা দৈত্য পুরোহিতগণকে বিনাশ করিয়া অভিচার ক্রিয়া অন্তর্হিত হইল।

দগ্ধ পুরোহিতগণ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক জীবন দান।

প্রহ্লাদ পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিয়ার দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া হে অনন্ত! হে জনার্দ্দন! এই মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর আমি শত্রুকেও মিত্র ভাবে দেখি বলিয়া বিবিধ মতে স্তব করিতে লাগিলেন। আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই যদি তাহা সত্য হয় তবে এই অসুর যাজকগণ জীবিত হউক বলিয়া প্রহ্লাদ স্পর্শ করিবা মাত্র পুরোহিতগণ উঠিয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রহ্লাকে কহিলেন, বৎস! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ দীর্ঘজীবী হওত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর হইয়া পুত্রপৌত্রাদি সহিত পরম সুখে কাল যাপন কর।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! প্রহ্লাদের অভিচার বিষয়ে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় দৈত্যরাজের নিকট আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদের প্রতি দৈত্যরাজের বিবিধ অত্যাচার এবং ভগবান্ অনন্ত কর্ত্তৃক প্রহ্লাদকে রক্ষা।

পরাশর কহিলেন, তার পর হিরণ্যকশিপু অভিচার ক্রিয়া বিফল শুনিয়া প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তাহার ঈদৃশ প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পিতঃ! এ প্রভাব আমার মন্ত্রাদির দ্বারা হয় নাই, স্বভাবসিদ্ধও নহে ভগবান্ অচ্যুত যাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করেন তাহারই এই রূপ প্রভাব দেখা যায়। যে ব্যক্তি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করে তাহার কখনও অনিষ্ট হয় না। আমি কাহার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক্ মনেও চিন্তা করি না, আমি এই সকল পাপে বিরত থাকিয়া কেবল সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি আমার চিত্ত সতত কল্যাণ সাধনে রত, তবে কি জন্য দুঃখ উপস্থিত হইবে? এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া পণ্ডিতগণের ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরাশর কহিলেন, দৈত্যরাজ অট্টালিকার সর্ব্বোপরিভাগে বসিয়া প্রহ্লাদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে ভৃত্যগণকে কহিলেন, এই দুরাত্মাকে শত যোজন উচ্চ প্রাসাদ হইতে এই রূপে নিঃক্ষেপ কর যাহাতে পাহাড়ে

লাগিয়া হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া যায়। তার পর প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবেরা সেই মত নিঃক্ষেপ করিলে জগদ্বিধাতা হরি একান্ত ভক্ত প্রহ্লাদকে পড়িতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের কিছু হয় নাই দেখিয়া শম্বরকে কহিলেন, হে শম্বর! তুমি মায়াবী ইহাকে মায়া দ্বারা বিনিষ্ট কর। শম্বরাসুর শত সহস্র কোটী মায়া দ্বারা প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল প্রহ্লাদ হরিকে স্মরণ করিলে তাঁহার আদেশে সুদর্শন চক্র আসিয়া মায়া সকল বিনিষ্ট করিল। তার পর দৈত্যেন্দ্র বায়ুকে বলিলেন তুমি অবিলম্বে এই দুরাত্মাকে ক্ষয় করিয়া ফেল। বায়ু যে আজ্ঞা বলিয়া প্রহ্লাদের দেহ শোষনের জন্য প্রবেশ করিল বুঝিয়া প্রহ্লাদ পবনাশন শেষমূর্ত্তি ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে অনন্তদেব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বায়ু পান করিতে লাগিলে বায়ুও ক্ষয় হইয়া গেল।

এই রূপে শম্বরাসুরের মায়া ও বায়ু ক্ষয় হইলে প্রহ্লাদ গুরু গৃহে গমন করিয়া নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা ও বিনীতভাব দেখিয়া আচার্য্য হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দৈত্যপতে! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে শুক্রাচার্য্যের সমুদায় নীতি শিখাইয়াছি হিরণ্যকশিপুও পুত্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা-শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? ক্ষয় ও বৃদ্ধি এই উভয়ের সাম্যাবস্থায় কিরূপ আচরণ করা

উচিত ? এই রূপ কয়েকটী নীতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদ বিনয়াবনত হইয়া পিতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন, পিতঃ ! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা আমি শিখিয়াছি আমার মতে সে সকল সাধুউপদেশ বলিয়া বোধ হইতেছে না। শত্রু মিত্রাদি বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি উপায় উপদেশ পাইয়াছি আপনি ক্রোধ করিবেন না আমি শত্রু ও মিত্র দেখিতেছি না । যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে সাধনের প্রয়োজন কি ? পিতঃ। যখন গোবিন্দ সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন তখন শত্রু মিত্র কি ? প্রাণী মাত্রই সমান। নীতিশাস্ত্রে রাগদ্বেষাদি বিষয়ে বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে ইহাতে প্রয়োজন কি ? নিষ্কামে আত্মতত্ত্বে যত্ন করা উচিত। হে সুরেশ্বর ! মোহ বশতঃ অবিদ্যাতে বুদ্ধি উৎপাদন হয় যেমন জোনাই পোকাকে বালকেরা আগুণ জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ করে। যাহাতে সংসার বন্ধনের মোচন হয় তাহাই কর্ম্ম। যাহাতে মুক্তি লাভ হয় তাহাই বিদ্যা । আমি পদাশ্রিত হইয়া আপনাকে সার কথা বলিতেছি দেখুন ধন ও রাজ্যলাভের অভিলাষ কাহার না হয় ? এ সমুদায় পূর্ব্বজন্মের ফল পুণ্যবানেরাই পাইয়া থাকে এবং ভাগ্যফল । দেখুন যিনি এই সমস্ত বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন ঈশ্বর তাহার প্রসন্ন হন্ এবং তাহার সমুদায় ক্লেশ দুর হইয়া যায়।

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদের মুখে হিরণ্যকশিপু এই কথা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃ-

স্থলে পদাঘাত এবং অধৈর্য্য, মারিয়া ফেলিবার জন্য হস্ত দ্বারা নিষ্পেশন করিতে লাগিলেন। পরে দৈত্যরাজের আজ্ঞায় দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিলে সমুদ্র জলে পৃথিবী প্লাবিতপ্রায় দেখিয়া পর্ব্বত দ্বারা দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করিতে দৈত্যগণকে আদেশ দিলে পর্ব্বত সমূহ দ্বারা সহস্র যোজন পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। প্রহ্লাদ আহ্নিকের সময়ে সেই পর্ব্বতে আচ্ছাদিত সমুদ্র মধ্যে একাগ্র চিত্তে নানা প্রকার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে ঊনবিংশ অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদ অভেদ ভাবে বিষ্ণুকে চিন্তা করিলে ক্রমশঃ পাপ ক্ষয় হইয়া স্বয়ং বিষ্ণু প্রহ্লাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ যোগবলে বিষ্ণুময় হইলে সহসা নাগপাশ বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। সমুদ্র তোলপাড় হইয়া উঠিল, পৃথিবী পর্ব্বত আদি টলমল করিতে লাগিল তখন প্রহ্লাদ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বক্ষোপরি প্রক্ষিপ্ত শৈলরাশি দুরে নিঃক্ষেপ করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া সমুদায় জগৎকে আকাশরূপ দেখিয়া পুনরায় আপনাকে প্রহ্লাদ বলিয়া স্মরণ করত এক মনে অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন।

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন এমত সময়ে পীতাম্বরধারী ভগবান্ হরি আসিয়া দর্শন দিলে প্রহ্লাদ উঠিয়া গদগদ স্বরে বার বার নমস্কার করিয়া বলিলেন, হে শরণাগত ক্লেশ নাশক! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনরায় পবিত্র দর্শন প্রদান করুন্। শ্রীহরি কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি আমার পরম ভক্ত তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি বর প্রার্থনা কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবান্! আমি যেন যোনিতেই বেড়াই যেন আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকে। ভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! ইহাতো আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে এবং চিরকাল থাকিবেক পরন্তু আর যাহা ইচ্ছা হয় সেই বর প্রার্থনা কর।

প্রহ্লাদ বহিলেন, দেব! আপনার স্তব করায় আমার পিতা হিংসা বশতঃ যে সকল অত্যাচার আমার উপরে করিয়া পাপে পতিত হইয়াছেন, প্রভো! আপনার কৃপায় সেই সকল পাপ হইতে সদ্য বিমুক্ত হউন্।

ভগবান্ কহিলেন, অসুরতনয়! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ আমার প্রসাদে তাহা সিদ্ধ হইবে কিন্তু আমি তোমাকে অন্য বর দিতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ বিষ্ণু প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রার্থনা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

তার পর প্রহ্লাদ পিতার সমীপে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে কহিলেন,

বাছা! আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি বলিয়া মনস্তাপ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ প্রহ্লাদ পিতা ও গুরুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু বধ প্রহ্লাদের রাজত্ব ও মুক্তি।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তার পর বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে প্রহ্লাদ দৈত্যেশ্বর হইয়া রাজ্য ভোগে পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্রে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া সমুদায় পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিলেন।

মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত শ্রবণ করিলে প্রহ্লাদের ন্যায় বিপদ হইতে রক্ষা ও রাশি রাশি পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে বিংশতি অধ্যায় ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ আদি দৈত্যবংশ।

পরাশর কহিলেন, শিবি ও বাস্কল এই দুই সংহ্লাদের পুত্র। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ইহার পুত্র বলি। বলির একশত পুত্রের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। হিরণ্যাক্ষের ও দনুর মহাপ্রভাবশালী অনেক পুত্র জন্মিয়াছিল। দনুপুত্র স্বর্ভানুর কন্যার নাম সুপ্রভা ও বৃষপর্ব্বার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা

এবং বৈশ্বানরের দুই কন্যা পরম সৌভাগ্যশালিনী মরীচি তনয় কশ্যপ বিবাহ করেন ইহাঁর গর্ভে ষাট হাজার দানব উৎপন্ন হয়। ইহারা পৌলোস ও কান্নকের নামে খ্যাত। বিপ্রচিত্ত হইতে সিংহিকার গর্ভে কতকগুলিন দানব উৎপন্ন হইয়া দনুর বংশ বিস্তার হইয়াছে।

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের নিবাতকবচ নামে দৈত্যগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধিকা এই ছয়টি তাম্রার কন্যা। শুকী হইতে শুক ও কাকগণ, শ্যেনী হইতে শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধী হইতে গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষীগণ, সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ উৎপন্ন হয়। বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় নামে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। গরুড়ের অপর নাম সুপর্ণ পক্ষীশ্রেষ্ঠ,ভীষণাকার ও সর্পভোক্তা। সুরসার গর্ভে মহাতেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়। সুরভি হইতে গো মহিষগণ, ইরা হইতে বৃক্ষ লতা বল্লি ও তৃণজাতী, খসা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ, মুনি হইতে অপ্সরাগণ ও অরিষ্টা হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই কশ্যপের বংশ। হে ব্রহ্মন! আমি স্বাবচিষ মন্বন্তরের সৃষ্টির কথা বলিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে বরুণযজ্ঞে ব্রহ্মা হোম কার্য্যে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে যে রূপে প্রজা সৃষ্টি হয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৈবস্বত মন্বন্তরে মরুদ্গণের জন্মকথা।

হে মুনিসত্তম! দেব দানব গন্ধর্ব্ব উরগগণের পরস্পর

বিবাদ হইলে দিতীর অনেকগুলিন পুত্র নিহত হইলে কা-শ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন দিতীর আরাধনায় ভগবান্ কশ্যপ বর দিতে উদত্য হইলে দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে এরূপ একটী পুত্র প্রার্থনা করায় সেই বর প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, যদি তুমি শুচি হইয়া নিয়ম মত বিষ্ণুর ধ্যান পরায়ণা হইয়া এক শত বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার তাহা হইলে তোমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, মহর্ষি কশ্যপ এই কথা বলিয়া তাহার সহিত সঙ্গত এবং দিতী শৌচাদি সম্পন্ন হইয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা জানিতে পারিয়া গর্ভ বিনাশের নিমিত্ত শুশ্রুষার হেতু দিতী স্থানে উপস্থিত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতে এক শত বৎসররে এক বৎসর বাকী থাকিতে একদিন দিতী পা না ধুইয়া শয়ন করিয়াছেন দেবরাজ দিতীকে নিদ্রাভিভূত করিয়া বজ্র গ্রহণ করত গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ সেই মহাত্মাকে সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, ছেদন কালীন সেই বালক চিৎকার করিয়া কাঁদিলে, কাঁদিওনা২ বলিয়া দেবরাজ পুনঃ২ কহিতে লাগিলেন। গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত হইলে পর ইন্দ্র কু-পিত হইয়া বজ্রের দ্বারা প্রত্যেক খণ্ডকে সাত২ খণ্ড করি-লেন তাহাতে ৪৯ অতি বেগমান্ মরুৎনামে দেবগণ উৎপন্ন হইল ইহারা ইন্দ্রের সহায় হইল।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে প্রথম অংশে একবিংশ অধ্যায়॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার সৃষ্টি কথন।

পরাশর কহিলেন, পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মা অন্যান্য সকলকে রাজ্য প্রদান করেন। চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, দ্বিজ, তৃণ, লতা, যজ্ঞ, ও তপস্যার আধিপত্য দিলেন, কুবেরকে রাজগণের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বাসককে মরুদ্গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের, যমকে পিতৃগণের, ঐরাবতকে গজেন্দ্রগণের, গরুড়কে পক্ষীগণের, ইন্দ্রকে দেবগণের, উচ্চৈশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, অনন্তকে নাগগণের, সিংহকে মৃগগণের এবং বট বৃক্ষকে বনস্পতিগণের অধিপতি করিয়া দিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিক্‌পালগণকে স্থাপন করিলেন। প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র সুধন্যাকে পূর্ব্বদিকে, প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণ দিকে, প্রজাপতি রজের পুত্র কেতুমানকে পশ্চিম দিকে, প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র হিরণ্যরোমাকে অভিষিক্ত করিয়া শাসন ভার দিলেন। হে দ্বিজসত্তম! আর আর দেব দানব যক্ষ মানব নাগাদির অধিশ্বর পূর্ব্ব কালে যেরূপ আধিপত্য ছিল ভবিষ্যৎ কালেও সেইরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা সকলেই বিষ্ণু অংশে জন্মিয়াছেন জানিবেন। কারণ হরি বিনা কাহারই প্রজা শাসনে সামর্থ নাই। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই সনাতন বিষ্ণু মহাপ্রলয়ের অব-

মানে রজগুণাবলম্বী হইয়া সৃজন, সত্যগুণে পালন, তমো-গুণে সংহারকরিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করেন এবং পালন করিয়াও থাকেন।

প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন পরে মরীচ প্রভৃতি সন্তান উৎপাদন করেন তার পর প্রাণিগণেরা সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করে। ভগবান্ বিষ্ণু এই অখিল জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কর্ত্তা হইতেছেন।

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! কেমন করিয়া ব্রহ্মা চারি ভাগে বিভক্ত হন্ তাহা আমাকে বলুন্।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! বস্তুর কারণের নাম সাধন, সাধন করিবার সঙ্কল্পের নাম সাধ্য, প্রাণায়ামাদি মুক্তি সাধন যাহাতে পুনরায় আসিতে না হয় সেই পরম ব্রহ্মই যোগীর সাধ্য সাধন বিষয়ে যে জ্ঞান তাহা যোগীদের মুক্তির কারণ এই জ্ঞানময় বিষ্ণুর প্রথম ভেদ। হে মহামুনে! সংসার বন্ধন মোচন হেতু যিনি যোগাভ্যাস করেন ঈদৃশ যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম তাহাই দ্বিতীয় অংশ, সাধ্য সাধন উভয়ের অভেদে আমি ব্রহ্ম এই অদ্বৈতময় যে জ্ঞান তাহাই তৃতীয় অংশ, এপ্রকার জ্ঞানই বিষ্ণুর চতুর্থ ভেদ। পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে পরম যোগী সংসার তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হন্ পুনরায় আর প্রত্যাবৃত্ত হন্ না। ব্রহ্মের বিনশ্বর ও অবিনশ্বর দুইটি রূপ সর্ব্বত্রে অবস্থিত করিতেছে এই অখিল জগৎ পরম ব্রহ্মের ঐ শক্তি, পরম ব্রহ্মের প্রধান শক্তি বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবগণ তাহা অপেক্ষা

ন্যূন ইহাপেক্ষা দক্ষাদি প্রজাপতিগণ ইহাদের অপেক্ষা মনুষ্যের ক্ষমতা অল্প মনুষ্য হইতে পশু মৃগ পক্ষী বৃক্ষ লতাদি ক্রমশঃ ন্যূন।

এই জগত নিত্য ও অক্ষয় ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু পরম ব্রহ্মের স্বরূপ তিনিই মূর্ত্তিমান যোগীরা যোগারম্ভ কালে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকে। পরম ব্রহ্মের ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যে সকল শক্তি আছে তন্মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ. সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়, তিনি নিত্যানিত্য স্বরূপ ভূষণ ও অস্ত্র রূপে এই সমস্ত জগতকে ধারণ করিতেছেন।

বিষ্ণু ভূষণ ও অস্ত্রাকারে জগৎ ধারণ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! যে রূপে বিষ্ণু ভূষণ ও অস্ত্রাকারে জগৎ ধারণ করিতেছেন সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বে বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। ভগবান্ হরি এই জগতে আত্মা স্বরূপ নির্ম্মল, নিগুর্ণ ও নির্লেপ পুরুষকে কৌস্তুভ মণির রূপে ধারণ করিতেছেন, অনন্তর বিষ্ণু প্রকৃতিকে শ্রীবৎস রূপে ধারণ, বুদ্ধি, তত্ত্ব ও গদারূপে অবস্থিতি করিতেছেন সেই ঈশ্বর তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কার উভয়কে শার্ঙ্গ ও শঙ্খরূপে ধারণ করিতেছেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে করকমলে চক্ররূপে ধারণ করিয়া থাকেন, গদাধর বিষ্ণুর পঞ্চরূপা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় ভগবান্ জনার্দ্দন শররূপে ধারণ করিতেছেন পুরুষ প্রকৃতি আদি

সমুদায় ভগবান্ হৃষিকেশকে আশ্রয় করিয়া আছেন হরি যদিও নিরাকার তথাপি জীবগণের শ্রেয় সাধন জন্য অস্ত্র ও ভূষণাকারে মায়ারূপী হইয়া আশ্রিত উক্ত পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি ধারণ করিতেছেন। বিদ্যা অবিদ্যা কাল, মাস, দিন, ঋতু বৎসরাদি ভগবান্ হরির রূপান্তর।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহল্লোক, জনলোক, তপোলোক, সাতলোক এই সত্যলোক বিষ্ণুর মূর্ত্তি বিশেষ। তিনি সকলের আদির আদি, বিদ্যার আধার, বেদ বেদান্ত ইতিহাসাদি সমুদায় বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে স্বাকার নিরাকার যে সমস্ত বস্তু আছে সে সমুদায়ই বিষ্ণুর রূপভেদ এই সমস্ত জগৎবিষ্ণুময়, এই জগতে সমুদায় কার্য্য বা কারণ সকলই তাঁহা ভিন্ন নহে। যাঁহার অন্তঃকরণ এইরূপ হয় তাঁহাকে আর সংসারী রাগ-দ্বেষরূপ হৃদোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

হে দ্বিজ! তোমার নিকট এই বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ বলিলাম ইহা শ্রবণ করলে সমুদায় পাপক্ষয় ও বার বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্কর তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয় তাহাই মনুষ্যেরা পাইয়া থাকে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
প্রথম অংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥
ইতি প্রথম অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান।

মৈত্রের কহিলেন, ভগবান্ ! প্রিয়ব্রতের বংশাবলি শ্রবণ করিতে বাসনা করি আপনি প্রসন্ন হইয়া বলুন্।

পরাশর কহিলেন, প্রিয়ব্রত কন্যানাম্নী কর্দ্দম তনয়াকে বিবাহ করেন ইহাঁর গর্ভে সম্রাট্ ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা এবং অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব, সবন, পুত্র, ও জ্যোতিষ্মান্ ইহাঁর অন্য নাম সার্থক এই দশটি পুত্র জন্মে। পুত্রগণের মধ্যে মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন জন যোগী হন্। অপর সাত জনকে পৃথিবীকে সাত ভাগ করিয়া এক এক ভাগ দেন। অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপে, বপুষ্মান্‌কে শাল্মল দ্বীপে, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপে শাকদ্বীপে এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে আধিপতি করিয়া দিলেন।

অগ্নীধ্রের জন্ম বৃত্তান্ত।

জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের নয় জন প্রজাপতি সম পুত্র নয়টি বর্ষের অধিপতি হয়েন। তিনি নাভিকে হিমবর্ষে,

কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষে, হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষে, ইলাবৃতকে মেরুবর্ষে, রম্যকে নীলাচলবর্ষে, হিরণ্বান্‌কে উত্তর শ্বেত বর্ষে, কুরুকে শৃঙ্গবত্তবর্ষে, ভদ্রাশ্বকে মেরুর পূর্ব্বভাগবর্ষে ও কেতুমাল নামক নবম পুত্রকে গন্ধমাদনবর্ষে অধিপতি করিয়া দিলেন। এই রূপ পুত্রগণকে রাজ্য ভার দিয়া মহারাজ অগ্নীধ্র শালগ্রাম তীর্থে তপস্যার্থ গমন করিলেন।

ভরতের জন্ম বৃত্তান্ত।

মেরু দেবীর গর্ভে ঋষভের জন্ম হয় ইহাঁর এক শত পুত্র মধ্যে ভরত। পৃথিবীপতি ঋষভ জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ বিধি অনুসারে তপস্যা করিতে করিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। ভরতের এই হিমবর্ষ ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ভরত অত্যন্ত যজ্ঞ প্রিয় ছিলেন তিনি আপন পুত্র পরম ধার্ম্মিক সুমতিকে রাজ্য ভার দিয়া শালগ্রাম তীর্থে যোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ হইয়া যোগীবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে মৈত্রেয়! তোমাকে এই ভরতের পরজন্ম বৃত্তান্ত পরে বলিব। ইহার পর ভরতের বংশে (বংশাবলি দেখুন্) শতজিতের এক শত পুত্রের মধ্যে বিশ্বগ্‌জ্যোতিই প্রধান ইহাদের দ্বারা অসংখ্যক প্রজাবৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া সত্যত্রেতাদি সাত যুগ রাজ্য ভোগ করেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।
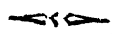
দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! নদ নদী পর্ব্বত আদি ভূগোল বৃত্তান্ত বলুন্। পরাশর কহিলেন আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সাতটি দ্বীপ সাত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, সাত সমুদ্রের নাম - লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র। মধ্যে জম্বুদ্বীপ ইহার মধ্যস্থলে সুমেরু নামে হিরণ্ময় পর্ব্বত আছে। সুমেরু পর্ব্বতের উচ্চ চৌরাশী হাজার যোজন নিম্নে ষোল হাজার যোজন, উপরের বিস্তার ৩২ হাজার যোজন, নিম্নের বিস্তার ষোল হাজার যোজন। পৃথিবী পদ্মের ন্যায় ও এই পর্ব্বতরাজ পদ্মবীজের কোষের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ পর্ব্বত; উত্তরে নীলাচল, শ্বেতাচল ও শৃঙ্গবান্ এই ছয়টি পর্ব্বত আছে। নিষধ ও নীলাচল লক্ষ যোজন দীর্ঘ, হেমকূট ও শ্বেত নব্বই হাজার যোজন। হিমালয় ও শ্বেত শৃঙ্গবানের দীর্ঘ একাশী হাজার যোজন। এই সমুদায় পর্ব্বতের উচ্চতা ও বিস্তার দুই হাজার যোজন হইবে।

হে দ্বিজ! সুমেরু পর্ব্বতের সর্ব্ব দক্ষিণে ভারতবর্ষ তার পরে কিম্পুরুষ বর্গ ইহার পরে হরিবর্ষ আছে। উহার উত্তরে প্রথমে রম্যকবর্ষ, তার পর হিরণ্ময়বর্ষ সকলের প্রান্তে দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ এবং উত্তর প্রান্তে দক্ষিণ

দিকে ভারতবর্ষ এবং উত্তর প্রান্তে কুরুবর্ষ আছে। সমুদায় বর্ষের বিস্তীর্ণ নয় সহস্র যোজন। ইলাবৃতবর্ষ নয় হাজার যোজন এবং সুমেরু পর্ব্বত আছে। ইলাবৃতবর্ষে মেরুর চারিদিকে নয় হাজার যোজন বিস্তৃত স্থান আছে এবং উহার চারিদিকে চারিটী পর্ব্বত দেখা যায়। এই চারিটি পর্ব্বত দশ হাজার যোজন উচ্চ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দরপর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল ও উত্তরে সুপার্শ্ব পর্ব্বত আছে। ইহাদের ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটি বৃক্ষ আছে ইহাদের উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন পর্ব্বতের স্বরূপ।

হে মহামুনে! গন্ধমাদন পর্ব্বতে জম্বু বৃক্ষ থাকায় এতৎ দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত উহাতে বৃহৎ হস্তীর ন্যায় একটি অতি বড় জম্বুফল উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বত পৃষ্ঠে পতিত হওত চূর্ণ হইয়া যায় উহার রসে জম্বুনদের উৎপত্তি। জম্বুনদের জল নির্ম্মল, মধুর, পানে বার্দ্ধক্য দশা হয় না, তীরের মাটী বায়ুতে শুকাইয়া সুবর্ণ হয় উহা জাম্বুনদ নামে খ্যাত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষ আছে ইহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। সুমেরুর পূর্ব্ব অংশে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে নন্দনবন আছে। দেবতাদিগের ভোগ হেতু মেরুর চতুর্দ্দিকে অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতেদি ও মানস নামে চারিটি সরোবর আছে। শীতান্ত, চক্রমুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান্ ও বৈকঙ্কত আদি কতকগুলি পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ আদি

কতকগুলি পর্ব্বত। দক্ষিণে শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন, জারুধি আদি কতকগুলি পর্ব্বত পশ্চিমে, শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ এবং কালঞ্জর আদি কতকগুলি পর্ব্বত মেরুর উত্তর অংশে কেশর স্বরূপ হইয়াছে।

মৈত্রেয়! ব্রহ্মপুরী নামে চৌদ্দ হাজার যোজন পরিমিত একটি মহাপুরী মেরুর উপরিভাগে আছে। অপর ইহার চতুষ্পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরী সকল আছে। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে নির্গত হইয়া স্বর্গ হইতে এই ব্রহ্মপুরীতে পতিত হওত সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গমন করত ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া, অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে সাত ভাগ হইয়া, চাক্ষু পশ্চিম ভাগের পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া কেতুমালবর্ষ দিয়া এবং ভদ্রানদী উত্তর কুরুদেশ ও উত্তরগিরি সকল ভেদ করিয়া সাগরে মিলিত হইতেছে। পশ্চিমে মাল্যবান্, পূর্ব্বে গন্ধমাদন, উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ। মেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি কেশর পর্ব্বতের কন্দরে সিদ্ধ ও চারণগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় রমনীয় কানন ও পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। হে মুনিসত্তম! ঐ সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি, সুর্য্য আদি দেবগণের আয়তনবর্য আছে কিন্নরেরা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে এই সকল স্থান ধার্ম্মিক লোকদিগের আবাস এবং ভুমি স্বর্গ বলে পাপীরা শত শত জন্মেও যাইতে পারে না।

ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব বর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে, ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে, কুরুবর্ষে মৎস্য রূপে, কিন্তু গোবিন্দ বিশ্বরূপে সর্ব্বত্রে অবস্থান করিতেছেন তিনি সকলের আধার ও আত্মা স্বরূপ।

হে মহামুনে! কিম্পুরুষ আদি আটটি বর্ষে শোক, দুঃখ ক্ষুধা ও ভয় কিছুই নাই, প্রজারা পরম সুখে কাল যাপন করে। স্থির পরমায়ু দশ বা বার হাজার বৎসর তথায় বিনা বর্ষায় ভৌম জলে প্রজাগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ নাই সমুদায় বর্ষে সাত সাতটি কুলাচল এবং উহা হইতে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ
অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে
দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষ।

পরাশর কহিলেন, সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এখানে ভরতবংশীয়েরা বাস করে ইহার বিস্তার নয় হাজার যোজন। মহেন্দ্র, মলয়, সহন, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটি কুলাচল আছে। এই স্থান হইতে স্বর্গ ও মুক্তি লাভ এবং নরকে গিয়া থাকে এই জন্য এই স্থানেই পাপ, পুণ্য ও যাগাদি কার্য্যের বিধান আছে।

ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিবক্ত যথা — ইন্দ্রদ্বীপ, কশে-

রুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। উত্তর দক্ষিণে হাজার যোজন দীর্ঘ। পূর্ব্ব অংশে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবনেরা ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা বাস করে। এবং আপন আপন ভাগ অনুসারে যাগ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। শতদ্রু, চন্দ্রভাগা আদি নদী হিমালয় হইতে, বেদস্মৃতি আদি নদী পারিপাত্র হইতে, নর্ম্মদা সুরসা আদি নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্য, আদি নদী ঋক্ষপর্ব্বত হইতে, গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী আদি নদী সহন পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়াছে ইহাতে স্নান করিলে পাপ নাশ হয়।

কৃতমালা, তাম্রপর্ণী আদি নদী মলয়পর্ব্বত হইতে, ত্রিসামা, আর্য্যকুলা আদি নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে; ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, ইহাদের শাখা নদী ও উপনদী সহস্র সহস্র আছে। পূর্ব্বদেশ, কামরূপ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, দাক্ষিণাত্য, সুরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারুষ মালব, সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব, শাকল, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারস্য দেশীয় লোকেরা এই সমুদায় নদীর জল পান এবং তীরে বাস করে। এতদ্দেশ বাসিরা হৃষ্টপুষ্ট ও সৌভাগ্যশালী।

হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগ ভেদ নাই। এখানে মুক্তি

হেতু মুনিগণেরা যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়া থাকেন। জম্বু দ্বীপবাসীরা বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যাগ করিয়া থাকে এরূপ অন্য দ্বীপে নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হাজার জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মিয়া থাকে দেবতারা বলেন, এখানকার লোকেরা দেব-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য। কামনা শূন্য লোকেরা কর্ম্মের দ্বারা অনন্ত বিষ্ণুতে বিলীন হন্। ভারতবর্ষে জন্মাইতে দেবতাদের ইচ্ছা হয় এবং এজন্ম ধন্য বলিয়া জ্ঞান করেন। যেমন জম্বু দ্বীপ নয়টি বর্ষে লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ সেইমত বালার ন্যায় বেষ্টিত লবণ সমুদ্র।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

প্লক্ষদ্বীপ বর্ণন।

পরাশর কহিলেন, প্লক্ষদ্বীপও বালার ন্যায় লবণ সমুদ্রে বেষ্টিতইহার বিস্তার দুই লক্ষ যোজন ইহার অধিপতি মেধা-তিথি ইহাঁর সাতটি পুত্র শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আ-নন্দ, শিব, ক্ষেমক, ধ্রুব ইহাঁরা প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ইহাঁ-দের নামে সাতটি বর্ষ হয়। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা, বৈভ্রাজ এই সাতটি গিরি সাতটি বর্ষে আছে ইহাতে দেব, গন্ধর্ব্ব ও নিষ্পাপ প্রজাগণ বাস করে, উত্তম জনপদ, লোকের পরমায়ু পাঁচ হাজার বৎসর কোন

রোগই নাই পরম সুখে লোকেরা কালযাপন করে সাতটী বর্ষ পর্ব্বত হইতে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাসা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা নামে সাত নদী নিঃসৃত হইয়াছে ইহা ব্যতীত হাজার হাজার ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত ও নদী আছে।

ব্রহ্মণ! জনপদবাসীরা ঐ সমুদায় নদী জলে স্নান করিয়া হৃষ্ট, পুষ্ট। তথায় সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগভেদ বা অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। প্লক্ষ হইতে শাকদ্বীপবাসী লোকেরা নিরোগে পাঁচ হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ তথায় এই পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আর্য্য - কুরু - বিবিংশ ও ভাবী জাতি বলিয়া খ্যাত।

হে দ্বিজোত্তম! তথায় একটি প্রকাণ্ড প্লক্ষবৃক্ষ আছে সেই অনুসারে প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। তথাকার আর্য্য জা-তিরা ভগবান্ সোমরূপী হরির আরাধনার্থ যাগ করিয়া থাকে। প্লক্ষদ্বীপের চারি দিকে ইক্ষু সমুদ্র বেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! তোমার নিকট এক্ষণে শাল্মলদ্বীপের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

শাল্মলদ্বীপ বর্ণন।

মহাবীর বপুষ্মান্ শাল্মলেশ্বর ইহাঁর শ্বেত, হরিত, জী-মূত রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ এই সাত পুত্র ইহাঁ-দের নামে সাতটি বর্ষ হইয়াছে। সাতটি বর্ষে রত্নোৎপন্না কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান্ নামে সাতটি পর্ব্বত ও যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা,

বিমোচনী ও নিবৃত্তি নামে সাতটি নদী আছে। এই সকল নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। বর্ষ সাতটি পরম রমণীয় ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ বাস করে ইহাদের ক্রমশঃ বর্ণ কপিল, অরুণ, পীত, কৃষ্ণ। ইহাঁরা সতত যাগ যজ্ঞ করে এবং দেবতারাও সতত নিকটে থাকে। এখানে একটি বৃহৎ শিমূলগাছ আছে তাহাতে দেবতারা তৃপ্তিলাভ করেন। শাল্মল সুরোদক সমুদ্রে বেষ্টিত বিস্তারও সেই রূপ।

কুশদ্বীপ বর্ণন।

কুশদ্বীপের রাজা জ্যোতিষ্মান্ ইহাঁর সাত পুত্র উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরণ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল ইহাঁদের নামে সাতটিবর্ষ খ্যাত। এখানে দৈত্য, দানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ বাস করে। এখানেও চারি বর্ণ আপন আপনধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। দমী ব্রাহ্মণ, শুষ্মী ক্ষত্রিয়, স্নেহ বৈশ্য ও মন্দেহ জাতীরা শূদ্র ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে উপাসনা করে। বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশর, হরি ও মন্দরাচল নামে তথায় সাতটি বর্ষাচল ও ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সন্মতি, বিদ্যুদম্ভ ও মহী নামে সাতটি নদী আছে ইহাতে স্নান করিলে পাপ ক্ষয় হয়। এতদ্ব্যতীত কুশদ্বীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত অনেক আছে। কুশদ্বীপ ঘৃতোদ সমুদ্রে বেষ্টিত বিস্তার এই সমুদ্র সম।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ বর্ণন।

কুশ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চ দ্বীপ দ্বিগুণ বিস্তার ইহার অধীশ্বর দ্যুতিমান্ ইহার কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ও পুত্রগণের নামে সাতটি বর্ষ আছে ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান্ দুন্দুভি ও মহাশৈল এই সাতটি দেব গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুমনোহর বর্ষাচল আছে। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাক্রমে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামে খ্যাত। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, কান্তি ও পুণ্ডরীকা নামে সাতটি নদী আছে। এখানকার লোকেরা ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়া থাকে। দধিমণ্ডোদক সমুদ্রে ক্রৌঞ্চদ্বীপ বেষ্টিত।

শাকদ্বীপ বর্ণন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা শাকদ্বীপের পরিমাণ দ্বিগুণ। মহাত্মা ভব্য শাকদ্বীপের অধীশ্বর জলদ, কুমার সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদক, মৌদাকি ও মহাদ্রুম নামে সাতটি পুত্র ও এই নামে সাতটি বর্ষ বিভাগ আছে। জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আম্বিকেয় ও কেশরী নামে সাতটি পরমরমণীয় বর্ষপর্ব্বত ও একটি শাক নামে বৃহৎ বৃক্ষ আছে, উহার মূলে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকে। বায়ু প্রীতিকর, জনপদ সকল পবিত্র এবং বর্ণচতুষ্টয় বাস করিয়া থাকে। সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গবস্তী নামে সাতটি পরম পবিত্র নদী আছে ইহা ব্যতীত শত সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত আছে এখানকার

নিবাসী জনগণের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব নাই, মৃগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ এই চারি জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা সূর্য্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করে। হে মত্রিয়! এই শাকদ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে বেষ্টিত ইহার পরিমাণ উক্ত সাগরের সদৃশ।

পুষ্করদ্বীপ বর্ণন।

পুষ্করদ্বীপের পরিমাণ সাগরদ্বীপের অপেক্ষা দ্বিগুণ ইহার অধিপতি সবল। মহাবী ও ধাতকী নামে সবলের দুইটী পুত্র এবং ঐ দুই পুত্রের নামে বর্ষ বিভাগ আছে। এখানে মানসোত্তর গিরি নামে পঞ্চাশ হাজার যোজন পরিমিত একটি বর্ষ পর্ব্বতে পুষ্করদ্বীপকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছে। এখানকার মানবেরা রোগ শোক রাগ দ্বেষাদি হীন ১০০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার নাই কেহ কাহারে বধ করে না। এখানে দেব ও দৈত্যগণেরা বাস করিয়া থাকে। এই স্থানকে ভৌমস্বর্গ বলে অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় বর্ণ, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান আদি কিছুই নাই। এই পুষ্করদ্বীপ ব্রহ্মার মনোনীত স্থান এখানে ন্যগ্রোধ নামে একটি মহাবৃক্ষ আছে। এই দ্বীপ স্বাদুদক নামক সমুদ্রে বেষ্টিত ইহার জল শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই সমান থাকে এবং চন্দ্রের উদয় ও অস্তে সমুদ্রের জলের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। এখানে খাদ্য দ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত ও প্রজারা ছয় রসের আস্বাদন করিয়া থাকে।

স্বাদূদক সমুদ্রের অপর পারে কাঞ্চনী ভূমি আছে তথায় জীবজন্তু বা লোকের বসতি নাই উহার পরিমাণ উক্ত সাগরের দ্বিগুণ ইহার পরে অযুত যোজন বিস্তার এবং অযুত সহস্র যোজন উচ্চ অন্ধকারময় এক পর্ব্বত আছে। এই ভূমণ্ডলের পঞ্চাশ কোটী যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী সমুদায় জগতের আধার।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পাতাল বর্ণন।

পরাশর কহিলেন, হে মুনিসত্তম! এক একটি পাতাল দশ হাজার যোজন বিস্তীর্ণ, অতল, বিতল, নীতল, গবস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল এই সাতটি ইহার যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণ, পীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনী ভূমি এই সাত প্রকার মৃত্তিকা আছে। এখানে অট্টালিকা সকল সুরম্য, দৈত্য, দানব, মহানাগ ও শত শত যক্ষ বাস করে। এক সময়ে নারদঋষি পাতাল বেড়াইয়া স্বর্গে দেবগণের কাছে স্বর্গ অপেক্ষা অধিক রমণীয় বলিয়াছিলেন। পাতালে দৈত্য ও দানব কন্যাগণে পরিশোভিত সুতরাং কাহার না প্রীতিপ্রদ হইবে। সেখানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, চন্দ্রের আলোক মাত্র আছে। পাতালবাসী দৈত্য দানবেরা ভক্ষ ভোজ্য পেয় দ্রব্য সেবনে নির-

ন্তর আনন্দিত থাকে। পাতালে বন উপবন নদ নদী ও কমল শোভিত পরমরমণীয় সরোবর বিরাজমান আছে, কোকিলেরা মধুরস্বরে গান করে, বসন ভূষণ আদি পরিষ্কৃত, বীণা বেণু মৃদঙ্গাদির ধ্বনি সুমধুর, পাতালবাসী দানব দৈত্য উরগগণেরা পরম আনন্দে বাস করে।

অনন্তদেব।

এখানে গুণাতীত শেষ নামে বিষ্ণুর একটি তামসিক মূর্ত্তি আছে সিদ্ধেরা অনন্ত বলিয়া থাকে, দেবর্ষিগণ পরম দেবতা বলিয়া পূজা করেন। অনন্তদেবের হাজার মস্তক প্রত্যেকের শিখায় ফণা মণি সমুজ্জ্বল করে বলিয়া অসুরেরা সতত দুর্ব্বল। অনন্তদেবের বর্ণ শ্বেত, নীল বস্ত্র পরিধান, গলে অপূর্ব্ব শ্বেতবর্ণ মালা, মস্তকে কিরীট, যেন কালমেঘ ও গঙ্গা প্রবাহে কৈলাস পর্ব্বত শোভা পাইতেছে, তাঁহার এক হাতে লাঙ্গল আর এক হাতে মুষল, লক্ষ্মী ও মদিরাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং উপাসনা করিতেছেন। ভগবান্ পাতালে থাকিয়া মস্তকের শেখর স্বরূপ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁর বীর্য্যপ্রভাব ও রূপ বর্ণন করিতে দেবতারাও পারে না।

যখন অনন্তদেব হাই তোলেন তখন সমুদ্র কানন সহিত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। কেহই ইহাঁর অন্ত পান নাই বলিয়া অনন্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। নাগবধুরা তাঁহার গাত্রে হরিচন্দন মাখাইয়া দিলে তদীয় শ্বাস বাতাসে দিক্ সকল গন্ধময় হয়। মহর্ষিগণ ইহাঁরই আরাধনায় জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাবি শুভাশুভ ফল জ্ঞাত হইয়াছেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নরক বর্ণন।

পরাশর কহিলেন, হে বিপ্র! ভূমণ্ডল ও জল রাশির নিম্ন প্রদেশে পাপীদের বাস জন্য কতকগুলির নরক আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুণ্ড, লবণ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, ক্রিমিশ, ক্রিমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ্য, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিলা, সন্দস, কালসূত্র, তম, অবীচি, স্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠা, অবিচী আদি অনেক নরক আছে এ সমুদায় যমরাজের রাজ্যভুক্ত, পাপীরা এই সব নরকে পতিত হয় এখানে অস্ত্র অগ্নি আদির ভয় বিদ্যমান আছে, মিথ্যাসাক্ষী, পক্ষপাত ও মিথ্যাকথা কহিলে রৌরব নামক নরকে; ভ্রূণ হত্যা, গোহত্যা ও যাহারা ভদ্রাসন কাড়িয়া লয় তাহারা রোধ নাম নরকে নিক্ষিপ্ত হওত শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা ও সুবর্ণ চৌর্য্যেরা শূকর নামক নরকে পতিত হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হত্যাকারী তাল নামক নরকে যায়। গুরুপত্নী হরণে তপ্তকুণ্ড নাম নরকে যায়। রাজদূত নষ্ট করিলে রুধির নাম নরক হয়। পতিব্রতা পাত্নীকে বেচিলে, কারাগার রক্ষকের কর্ম্ম করিলে, অশ্ব

বেচিলে, ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলে তপ্ত লৌহ নরক হয়। কন্যা বা পুত্রবধূ গমনে মহাজাল নামক নরকে গমন করে। গুরুলোককে অবমাননা, বেদ নিন্দা, বেদবিক্রয় ও অগম্যাগমন করিলে লবণ নরকে গমন করে। চুরি, শিষ্টাচার, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতার নিন্দা ও রত্ন দূষিত করিলে ক্রিমি ভোজন নামক নরকে নিঃক্ষিপ্ত হয়। পিতা, দেবতা বা অতিথিকে রাখিয়া আগে খাইলে লালাভক্ষক নামক নরকে পতিত হয়। বাণ প্রস্তুতকারী বেধক নরকে যায়। খড়্গাদি প্রস্তুতকারী বিশসন নাম নরকে পতিত হয়। অসৎপ্রতিগ্রহ, অযাজ্য যাজন ও গ্রহ নক্ষত্রাদি গণনা করিলে অধঃশিরা নাম নরকে যায়। একাকী খাইলে ক্রিমিযুক্ত পূয় নাম নরকে গমন করে। যে সকল ব্রাহ্মণেরা লাক্ষা, মাংস রস, তিল ও লবণ বিক্রয় এবং অসংসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং বিড়াল, কুকুর, ছাগ, বরাহ ও পক্ষী পুষিলে ক্রিমি নামক নরকে বাস করে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, নট মল্লাদি কার্য্য, জলের, মহিষের ও পক্ষীর ব্যবসা, খল ও জারজের সঙ্গে ভোজন, অর্থলোভ অদিনে কার্য্য বা স্ত্রীসহ বাস, গৃহদগ্ধ ও মিত্রদ্রোহী হইলে রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়। মধু বা গ্রাম নষ্ট করিলে বৈতরণী নরকে পতিত হয়। যাহারা ভেলকীবাজী ও সতত অশুচি থাকে তাহারা কালমূত্র নামক নরকে যায়।

অকারণে বন কাটিলে অসিপত্রবন নাম নরকে যায়। ব্যাধ ও মেষ ব্যবসায়ীরা ও ইট কলসী আদি অদাহ্য

পদার্থে আগুণ দেয় তাহারা বহ্নিজাল নরকে যায়। ব্রত লোপ ও আশ্রম ত্যাগ করিলে নন্দংশ নাম নরকে যায়। ব্রহ্মচারী দিনে শুইলে বা বীর্য্যপাত হইলে শ্বভোজন নাম নরকে যায়। এই সমুদায় নরক ভিন্ন আরও শত সহস্র নরক আছে যে যেমন পাপ করে তাহার সেইমত নরক ভোগ করিতে হয়। পাপীরা নরক ভোগ করিয়া ক্রমশঃ স্থাবর, কৃমি, জলচর, খেচর, ভূচর মনুষ্য, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা ও মুমুক্ষু প্রাপ্ত হয় স্থাবর হইতে কৃমি জন্ম সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট এই রূপ মোক্ষ পর্য্যন্ত পুণ্যফল হয়। যেমন পাপ করিয়া সেইমত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নিশ্চয়ই তদনুযাত্রিক নরক হয়। কিন্তু মনের সহিত বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সমুদায় পাপই ক্ষয় হয় অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক নাই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র।

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! গ্রহ নক্ষত্রগণের স্থান ও পরিমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া বলুন্। পরাশর কহিলেন, চন্দ্র, সূর্য্যের কিরণে নদী পর্ব্বত ভূমণ্ডলের যত দূর উজ্জ্বল হয় ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোকের সীমা। ভুবর্লোকের বিস্তার ও উর্দ্ধ পৃথিবীর ন্যায়। ভূমণ্ডলের এক লক্ষ

সূর্য্যমণ্ডল ইহার লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্রের লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রের দুইলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বুধগ্রহ, বুধের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শুক্রগ্রহ, শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গল, মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি ও বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উপরে শনিগ্রহ অবস্থিতি করিতেছে।

লোকালোক বর্ণন।

শনির এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ধ্রুব নক্ষত্র ইহা জ্যোতিশ্চক্রের নাভি স্বরূপ। ধ্রুবের কোটী যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক এখানকার লোকেরা কল্পাবাস করে অসহ্য উত্তাপ হইলে ভৃগু আদি মহর্ষিগণ জনলোকে আসিলে মহর্লোক জনশূন্য হয়। ধ্রুবের দুই কোটী যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক এখানে সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্র বাস করে, পরম পবিত্র স্থান। জনলোকের আটকোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক এখানে বৈরাজ নামক বেদগণ বাস করে। তপলোকের দ্বাদশ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক ইহাকে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ ধাম বলে এখানকার লোকেরা অমর।

এই পৃথিবীর পদব্রজে যতদূর যাওয়া যাইতে পারে তাহার নাম ভূর্লোক। যেখানে সূর্য্যমণ্ডল আছে তাহার নাম দ্বিতীয় ভুবর্লোক এখানে সিদ্ধগণেরা বাস করে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত চৌদ্দ যোজন স্থানের নাম স্বর্লোক। হে মৈত্রেয়! এই লোকত্রয় ভূঃ ভুবঃ স্বঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলাম।

পৃথিবী কদ্‌বেলের ন্যায় অণ্ডাকার চারিদিকে জলে বেষ্টিত। অণ্ড কটাহের পরিমাণ অপেক্ষা দশ গুণ জল, জলের চারিদিকে অগ্নিতে বেষ্টিত। অগ্নি বায়ু দ্বারা, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে আবৃত আছে। প্রকৃতি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, পরিমাণ নাই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, তিলে তৈল সেই রূপ চৈতন্য স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ সকলের উৎপত্তি তদ্রূপ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, অসুরাদি, এই সমুদায় অপর পাপ পুণ্য জগতের যত কিছু কার্য্য সমুদায়ই বিষ্ণু শক্তি সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা পরমব্রহ্ম এবং বিষ্ণু ভিন্ন জগতে আর কেহই নাই।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সূর্য্য।

পরাশর কহিলেন, হে সুব্রহ্ম! সূর্য্যাদির সংস্থান ও পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! সূর্য্যের রথের পরিমাণ নয় হাজার যোজন, দণ্ড আঠার হাজার যোজন, অক্ষ দেড় কোটি শত নিযুত যোজন অপেক্ষা অধিক তাহাতে চক্র আছে; চক্রের পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন

তিনটি নাভি, সংবৎসর আদি পাঁচটি রথের শলাকা, চক্রে ছয়টী নেমি ছয় ঋতু। সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় চক্র সাড়ে পঁয়তালিশ যোজন। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি এই সাতটি সূর্য্যের ঘোঁড়া। মানসোত্তর পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী নাম বস্বোকসারা, দক্ষিণে যমপুরী নাম সংযমনী, পশ্চিমে বরুণপুরী নাম সুখা, উত্তরে সোমপুরী নাম বিভাবরী। দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রের সহিত দক্ষিণ দিকে যাইয়া শীঘ্র গমন করেন বলিয়া সর্ব্বত্রে দিবারাত্রি হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে সকল দ্বীপেই মস্তকোপরি লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাপ বিস্তার করেন। যখন যে দেশে মধ্যাহ্ন হয় তাহার সমানে সুমেরুর ব্যবস্থিত দেশে অর্দ্ধ রাত্রি এবং তাহার পার্শ্ব দ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! যেখানে সূর্য্য প্রথম দেখিতে পায় তথায় উদয় যেখানে দৃষ্টিপথের অতীত সেখানে অস্ত হয়। কিন্তু সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই। সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন। সূর্য্য যখন যে দিকে থাকেন তাহার সম্মুখস্থ দেশে আলো হয়। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ নিরূপণ হয়। সুমেরুর উপরে ব্রহ্ম সভা ব্যতীত সকল স্থানেই সূর্য্যের আলো হয়। দ্বীপ বর্ষ আদি সকল স্থানে দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রিতে কিরণ অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া রাত্রে দূর হইতে আগুণের মত দেখা যায় দিবসে অগ্নিকিরণ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয়।

(২২)

দক্ষিণায়ণে দিবাকর দক্ষিণ দিকে গমন করিলে সেই দিকে অন্ধকার রাত্রি জলে প্রবেশ করে এবং উত্তরে দিন জলে প্রবিষ্ট থাকায় তথাকার জল শুক্লবর্ণ দেখায় এইরূপ উত্তারায়নেও বোধ হয়। সর্ব্বত্রে দিবসে রাত্রি জলে প্রবেশ করায় জল ঈষৎ তাম্রবর্ণ দেখায়, রাত্রে দিন জলে প্রবিষ্ট হওয়ায় জল শুক্লবর্ণ বোধ হয়।

পুষ্করদ্বীপ ভূমণ্ডলের ত্রিশভাগের এক ভাগ, এই ভাগ অতিক্রমে সূর্য্যের এক মুহূর্ত্ত কাল যায় ইহাকে মৌহূর্ত্তিকী গতি বলে। হে দ্বিজ! কুমোরের চাকার ন্যায় সূর্য্য ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতেছে ও পৃথিবীর এক অংশ অতিক্রম করিলে দিবারাত্রি হয়।

উত্তরায়নের প্রথমে সূর্য্য মকররাশিতে পরে কুম্ভ তৎপরে মীন রাশিতে যাইয়া বিষুবরেখায় গমন করেন এই সময়ে দিন রাত সমান হয়। তার পর রাত্রি অল্প ও দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে তীক্ষ্ণ কিরণ মেষ, বৃষ রাশি উত্তীর্ণ হইয়া মিথুন রাশির শেষে যাইলে উত্তরায়ন অবসান হয়।

হে দ্বিজ! দক্ষিণায়ন শেষ হইলে সূর্য্য বায়ুবেগে শীঘ্র গামী হইয়া দিনে বার মুহূর্ত্তে সারে তের নক্ষত্র অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধ বৃত্ত যাইয়া রাত্রিতে মন্দগামী হইয়া আঠার মুহূর্ত্তে আর অর্দ্ধ অংশ ভ্রমণ করেন। ধ্রুব নক্ষত্রও এই রাশিচক্রের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে কুমোরের চাকার আলের ন্যায় স্থান ভ্রষ্ট হয় না।

সূর্য্য কখন দক্ষিণ ও কখন উত্তর ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করায় দিবারাত্রি, শীঘ্র ও মন্দাগতি হয়। দিনে

মন্দাগতি হইলে রাত্রে শীঘ্র এবং রাত্রে শীঘ্র হইলে দিনে মন্দাগতি হয়, কিন্তু সূর্য্য দিনে রাত্রে সমান পথ অর্থাৎ চিরকাল দ্বাদশ রাশি গমন করেন, ছয় রাশি দিনে ও ছয় রাশি রাত্রিতে ভোগ করেন। সূর্য্যের রাশি ভোগ কম বেশী অনুসারে দিন রাত্রের কম বেশী হয়।

মন্দেহ রাক্ষস।

দিনের নাম ব্যুষ্টি ও রাত্রের নাম উষা এই দুইএর মধ্যবর্ত্তি কালের নাম সন্ধ্যা। এ সময়ে ভয়ঙ্কর মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিতে যায় বলিয়া সূর্য্য ও রাক্ষসগণের সঙ্গে নিত্য ভয়ানক যুদ্ধ হয়। প্রজাপতি শাপে দিনে রাক্ষসদের বলহীন ও মৃত্যু, অন্য সময়ে শরীর অক্ষয় থাকে। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ ও ওঁকার মন্ত্রে যে জল নিঃক্ষেপ করে তাহাই বজ্রসম হইয়া ঐ রাক্ষস সকলে দগ্ধ এবং ব্রাহ্মণেরা হোম কালে মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথম যে আহুতি দেন তাহাতে সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ মাত্রে রাক্ষসগণ বিনাশ হয়। দিবাকর পরম বৈষ্ণব অংশ ও জ্যোতিস্বরূপ। বিষ্ণুর অভিধায়ক ওঁ এই প্রণব ব্রাহ্মণগণের উচ্চারণে জ্যোতি নির্গত হইয়া মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যোপাসনা নাম না করে সে সূর্য্য হত্যা পাতকী হয়। সূর্য্যদেব বালখিল্ল আদি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জগন্মণ্ডল পালনের জন্য ভ্রমন করিতেছেন।

কাল।

পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিন বা রাত্রি হইয়া থাকে। দিবসের প্রহরাদি ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু সন্ধ্যা এক মুহূর্ত্তকাল হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দিবসের প্রথম পঞ্চম ভাগের নাম প্রাতঃকাল, পরে তিন মুহূর্ত্ত কালের নাম সঙ্গম, ইহার তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন, ইহার তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ শেষ পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন। পঞ্চদশ রাত্রিতে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।

সাবন, সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র এই চার প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে, পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। ইহার প্রথম বৎসরের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয়ের পরি বৎসর, তৃতীয়ের ইদ্বৎসর, চতুর্থের অনুবৎসর ও পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর।

শ্বেত দ্বীপের উত্তর ভাগে তিনটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট শৃঙ্গবান্ নামে একটি পর্ব্বত আছে, সুর্য্য শরৎ ও বসন্ত কালে উহার দক্ষিণ ও উত্তরে গমন করেন। হে মৈত্রেয়! সুর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করিলে বিষুবরেখায় গতি হয়, এই সময়ে দিন রাত্রি সমান হইয়া থাকে। যখন সুর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম ভাগে থাকে তখন রাত্রি বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ ভাগে থাকিবে। সুর্য্য তুলা রাশির শেষে যাইলে চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে থাকিবেন। এই সময় মহাবিষুব পুণ্য কাল, দানের মুখ্য সময়।

পিতৃযান।

বৈশ্বানর পথের বাহিরে অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণ যে রাস্তা আছে তাহার নাম পিতৃযান। এখানে অগ্নিহোত্রী ঋষিগণ বাস করেন ইহাঁরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু বেদপাঠ, যাগ, যজ্ঞ করেন। এরূপ কার্য্যকারীরা দেহাবসানে দক্ষিণ পথে গমন করেন।

সন্তানোৎপাদী, শাস্ত্রপাঠী, তপস্যাকারী বর্ণাশ্রমাদিরা যতদিন চন্দ্র তারা থাকিবে ততদিন ক্রমাগত পূর্ব্ব পুরুষেরা গৃহে জন্মিয়া সূর্য্যের দক্ষিণপথ আশ্রয় করিয়া থাকিবেন।

দেবযান।

নাগবীথির উত্তর, সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণ যে সূর্য্যের উত্তর পথ তাহার নাম দেবযান। এখানে সন্তানোৎপাদনে ঘৃণাকরী, মৃত্যুকে জয়কারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মল, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইচ্ছাদ্বেষত্যাগী, বিশুদ্ধ আত্মা অষ্টআশী হাজার উর্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচারীরা বাস করেন ইহাঁরাই ব্রহ্মলোকে থাকিয়া জীবন্মুক্ত হন্।

গঙ্গার উৎপত্তি।

হে দ্বিজ! অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়। প্রলয়কালে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত স্থান ধ্বংশ হয়। ইহার উপরে বিষ্ণুপদ দিব্যস্থান এস্থানে নিষ্কলঙ্ক যতিরা প্রাপ্ত হন্।

যেখানে তেজস্বী ধ্রুব আছেন ধ্রুব নক্ষত্রের সপ্তজ্যোতিতে মেঘ আছে মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টির জলে ওষধি পুষ্ট

দেবতা ও মনুষ্যেরা তৃপ্ত হয়েন। এই তৃতীয় নির্ম্মল বিষ্ণুপদ স্থান হইতে সর্ব্ব পাপ হরা গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন। গঙ্গা বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠের পাদপদ্মের নখ হইতে নিঃসৃত ও ধ্রুব ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতেছেন। সপ্তর্ষি গণ গঙ্গাতে স্নান করিয়া প্রাণায়াম করেন। গঙ্গা চন্দ্র মণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া সুমেরুর পৃষ্ঠে পড়িয়া জগৎ পবিত্র হেতু চারিদিকে গমন করায় সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্র নামে খ্যাত।

অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী মহাদেবের জটা হইতে নির্গত হইয়া সাগর সন্তানগণের অস্থি প্লাবিত করিয়া দেবলোকে লইয়া গিয়াছেন। এই অলকনন্দাকে গঙ্গার জলে স্নান করিয়া পাপ নাশ, পুণ্য লাভ, মুক্তি লাভ, মহা-যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ইহ লোক ও দেবলোকে পরম সিদ্ধি লাভ, নামোচ্চারণে পাপ-রাশি নাশ, নাম কীর্ত্তনে পবিত্র পদ লাভ করিয়াছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

বৃষ্টি।

পরাশর কহিলেন, আকাশে শিশুমার নামক জলজন্তুর ন্যায় আকার তারাময় যে বিষ্ণুর রূপ দেখা যায় তাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব নক্ষত্র চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন এবং চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহগণকেও ভ্রমণ করাইতেছেন। ধ্রুব

নক্ষত্র ও সূর্য্যের আধার স্বরূপ ইহাঁর আশ্রয়ে দেবতা, অসুর ও মানবেরা অবস্থিতি করিতেছে।

হে বিপ্র! জগৎ যেরূপে সূর্য্যের আশ্রিত তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্য পৃথিবীর আট মাস জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল চার মাসে বর্ষণ করেন জল হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা লোকেরা প্রাণ ধারণ করিতেছে। সেই জলে নিশাচর পুষ্ট, নিশাচর ও বায়ুতে মেঘে নিঃক্ষেপ (যাহার জল ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার নাম মেঘ) এবং বায়ুতে চালিত হইয়া বিশুদ্ধ ও মধুর রস ধারণ করে পরে বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। সূর্য্য সরিৎ, সমুদ্র, ভৌম ও জীবজাত জল এবং গঙ্গার জল গ্রহণ করিয়া মেঘ না হইলেও পৃথিবী নিঃক্ষেপ করেন। আকাশ হইতে বিনা মেঘে গঙ্গার জলই পতিত হইয়া থাকে। এই জল মানবের পাপ নাশক।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

সূর্য্য রথের অধিষ্ঠাতা।

পরাশর কহিলেন, সূর্য্যের গতি আরোহণ ও অবরোহণ এই দুই প্রকার এক বৎসরে হইয়া থাকে। উত্তরায়নে আরোহণ ও দক্ষিণায়নে অবরোহণ গতি। দুই গতিতেই সূর্য্যের রথে দেব, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ,

সর্প বা রাক্ষসগণ থাকে। ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রক্ষ রাক্ষস ও তুম্বুরু এই সাত জন রথে চৈত্র মাসের অধিষ্ঠাত্তা ও অধিপতি। অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, পুঞ্জিকস্থল, রাক্ষস ও নারদ ইহাঁরা বৈশাখ মাসে; মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় নামক রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন ইহাঁরা জৈষ্ঠ মাসে; বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হূহূ, বুধ, যক্ষ, সর্প ইহাঁরা আষাঢ় মাসে; ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোত, এলাপত্র নামক নাগ, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্প ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে; বিবস্বান্, উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, আপূরণ নামক যক্ষ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও রাক্ষস ইহাঁরা ভাদ্র মাসে; পুষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী ইহাঁরা আশ্বিন মাসে; বিশ্বাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত নামক সর্প, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ নামক রাক্ষস ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে; অংশু, কশ্যপ, তার্ক্ষ্য, মহাপদ্ম, উর্ব্বশী, চিত্রসেন ও বিদ্যুৎ ইহাঁরা অগ্রহায়ণ মাসে; ক্রতু, ভগ, ঊর্ণায়ু নামক গন্ধর্ব্ব, স্ফূর্জ্জ নামক রাক্ষস, কর্কোটক নামক সর্প, অরিষ্টনেমি নামক যক্ষ এবং পূর্ব্বচিত্তি নামে অপ্সরা ইহাঁরা পৌষ মাসে; ত্বষ্টা, জমদগ্নি, কম্বল, তিলোত্তমা, ব্রহ্মোপেত, রাক্ষস, ঋতুজিৎ নামক যক্ষ, ও ধৃতরাষ্ট্র নামক গন্ধর্ব্ব ইহাঁরা মাঘ মাসে; বিষ্ণু, অশ্বতর নামক সর্প, রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা নামে গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ নামক যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও যজ্ঞোপেত নামক রাক্ষস ফাল্গুণ মাসে সূর্য্যের রথে বাস করেন।

সূর্য্যের গমন কালে মুনিগণ স্তব, গন্ধর্ব্বেরা গান, অপ্-সরেরা নৃত্য ও নিশাচরেরা অনুগমন করেন। পন্নগেরা রথ সুসজ্জিত করিতে রহিয়াছে ও যক্ষেরা অশ্বরশ্মি সং-যোজন করিতেছে, বালখিল্য মুনিরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই সপ্তগণ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

সূর্য্যস্থিত বিষ্ণুশক্তি।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্! সূর্য্যের কার্য্য কি? বিস্তার করিয়া বলুন। পরাশর কহিলেন, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ বলিতেছি শ্রবণ কর, সপ্তগণ ও সূর্য্য এই দুইএর তুলনা করিলে একমাত্র সূর্য্যই প্রধান কারণ ঋক্, যজুঃ ও সাম বিষ্ণুর ত্রয়ীরূপা শক্তি সেই শক্তিই সূর্য্যরূপে তাপ দিতেছেন। পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্‌বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও অপ-রাহ্নে সাম সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন রূপে অব-স্থান করিতেছেন। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ঋক্‌ময় হইয়া সৃষ্টি করেন, যজুর্ম্ময় বিষ্ণু পালন করেন, প্রলয় কালে সামময় রুদ্র সংহার করেন বলিয়া সামবেদের গান অশুচি।

সূর্য্য উদয় অস্ত সমুদায় বিষ্ণু শক্তি। প্রভু সূর্য্য পিতৃ;

দেব ও মনুষ্যগণকে আপ্যায়িত করিয়া দিবা রাত্রির কারণ ভ্রমণ করিতেছেন, সুষুম্ন নামে সূর্য্যরশ্মিতে নিশাচরে পরিপুষ্ট হন্। কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা চন্দ্রকলা পান এবং কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিবসে অবশিষ্ট চন্দ্রের দুই কলা একটি পৃত্তিগণ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন্। সূর্য্য দেবতাদের এক পক্ষ, পিতৃগণের! এক মাস ও মনুষ্যাদির নিত্য তৃপ্তিবিধান করেন। অর্থাৎ অন্নে এক বার ভোজনে দেবতারা এক পক্ষ; পিতৃলোকেরা এক মাস ও মনুষ্যাদির এক দিন পরিতৃপ্ত হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে একাদশ অধ্যায়॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

চন্দ্রের রথ ও গতি।

পরাশর কহিলেন, বাম ও দক্ষিণে যোজিত দশটী সাদা ঘোঁড়ার তিন চাকার রথে চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। সূর্য্যের ন্যায় এক বার যোজিত জল ঘোটকেরা এক কল্প বহন করে এবং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণপক্ষে দেব ও পিতৃগণেরা সুধাংশু পান করিলে এক কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সূর্য্য দেব সুষুম্ন নামক রশ্মি দ্বারা পুনরায় পরিপুষ্ট করেন। যেমন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি ক্রমে চন্দ্রের শুধাকে পান করেন, তেমনি সূর্য্য শুক্ল প্রতিব্যাৎ হইতে জল আকর্ষণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে পরিতুষ্ট করেন। তেত্রিশ হাজার, তেত্রিশ শত তেত্রিশটি

দেবতা চন্দ্রের সুধা পান করিয়া থাকেন। দুই কলা অব-শিষ্ট থাকিতে চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন তখন অমা নামক সূর্য্যরশ্মিতে বাস করায় ঐ দিবস অমাবস্যা নামে খ্যাত হইয়াছে। অমাবস্যায় প্রথম চন্দ্র জলে পরে লতায় বাস করিয়া পরে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন্ এই সময়ে লতা ছেদন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে পাতকী হয়। এই সময় অবশিষ্ট জঘন্য কলাংশ পিতৃগণ পান করেন। সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিস্বত্ত নামা পিতৃগণ অমাবস্যায় সুধাংশু পান করিয়া পরিতৃপ্ত সেই রূপ সুধাময় কিরণ সম্ভূত অন্নে দেবগণ শুক্লপক্ষে আপ্যায়িত করেন। এবং মনুষ্য পশু পক্ষী কীটগণকে অমৃতময় শীতল জলে বৃক্ষ লতাদি উৎ-পাদন করিয়া পরিতৃপ্ত করেন।

বুধের রথ।

চন্দ্রের পুত্র বুধের রথ বায়ু ও অগ্নিতে নির্ম্মিত বয়ুর ন্যায় ভূসম্ভূত বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ আটটী ঘোঁড়া যোজিত আছে।

শুক্রের রথ।

শুক্রের রথ সোণার আট কোণা দেখিতে সুন্দর প্রকাণ্ড।

মঙ্গলের রথ।

মঙ্গলের রথ প্রকাণ্ড আগুণ হইতে উৎপন্ন রক্তবর্ণ ঘোঁড়ায় যোজিত।

বৃহস্পতির রথ।

পাঁশুটে রঙের ঘোঁড়ায় যোজিত সোণার রথে বৃহ-

স্পতি প্রত্যেক রাশিতে বৎসরের শেষে অবস্থিতি করেন।

শনির রথ।

নীলবর্ণ ঘোঁড়ায় যোজিত রথে শনি আরোহণ করিয়া আস্তে আস্তে গমন করেন।

রাহুর রথ।

রাহুর পাঁশুটে বর্ণ রথ, কালবর্ণ ঘোঁড়া এক বার যোজিত হইয়া চিরকাল চলে। রাহু সৌম্য পূর্ব্বকালে সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রে গমন করে আবার ঐ পর্ব্ব-কালে আসে।

কেতুর রথ।

এই রূপ কেতুর রথে বায়ুর ন্যায় বেগবান্ লালকাল রঙের আটটি ঘোঁড়ায় যোজিত আছে।

প্রবাহ বায়ু।

হে মহাভাগ! আমি এই তোমার নিকট নবগ্রহের রথের কথা বলিলাম এই সকল রথ বায়ু রূপ রশ্মিতে ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ থাকিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আকাশে যত নক্ষত্র আছে সমুদায় বায়ু রূপ রশ্মিতে ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ থাকিয়া সকলেই নিরন্তর ঘুরিতেছে এই বায়ুর নাম প্রবাহ।

শিশুমার নক্ষত্র।

হে মুনিসত্তম! শিশুমার নক্ষত্র ধ্রুবের পুচ্ছদেশে অব-স্থিতি করিতেছে প্রাণিরা দিবসে যে পাপ করে রাত্রিতে শিশুমার দর্শনে মোচন হয়। আকাশের যে সকল নক্ষত্র শিশুমারকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহা অপেক্ষা অধিক দিন শিশুমার অবস্থিতি করে। উত্তানপাদ ঐ শিশুমারের

উত্তর হনু অর্থাৎ গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, অধর ও ধর্ম্ম মস্তক আশ্রয় করিয়া আছে, অশ্বিনী কুমারদ্বয় সমুখের পাদদ্বয়ে, বরুণ ও সূর্য্য পশ্চাৎ পদদ্বয় ও উরু আশ্রয় করিয়া আছে। শিশুমারের লিঙ্গে সংবৎসর, অপানে মিত্র, পুচ্ছদেশে অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব মূল হইতে পর পর আছেন পুচ্ছের চারিটি তারা অস্ত যায় না।

বিষ্ণুর মহিমা।

হে বিপ্র! বিষ্ণু জলের আধার, জল হইতে পর্ব্বতাদি সহ বসুন্ধরা উঠিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র, ভুবন, বন, পর্ব্বত, দিক্, নদী, সমুদ্র, বিদ্যমান্ বা অবিদ্যমান্ জগৎ সমুদায় বিষ্ণুময়। হে দ্বিজ! বিজ্ঞান ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই সেই এক মাত্র বিজ্ঞানকে মানবেরা নানারূপে দেখে। শোক তাপাদি রহিত বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানই ভগবান্ বাসুদেব তিনি বিকারশূন্য পরম ঈশ্বর তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই। যজ্ঞ, পশু, অগ্নি, ঋত্বিক, সোম, সুরা ও স্বর্গের কামনা আদি কাম্যকর্ম্মাশ্রিত পথ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি ইহার ফল স্বরূপ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জড়ভরতের উপাখ্যান।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি রাজা ভরতের চরিত

কথা বলিব বলিয়াছিলেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন্।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! মহাভাগ ভরত রাজা শালগ্রাম তীর্থে বাস করিতেন। রাজা হিংসাদি ত্যাগ করিয়া কেবল গোবিন্দ মাধব, অনন্ত, বিষ্ণু, কেশব ব্যতীত স্বপ্নেও আর কিছু বলিতেন না, কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছু চিন্তা ছিল না কর্ম্মের মধ্যে পূজার জন্য পুষ্প কুশাদি চয়ন করিতেন।

একদা নদীতে স্নান করিয়া জপ করিতেছেন এমন সময়ে প্রসববেদনায় কাতর একটি হরিণী জলপান করিতেছিল সেই কালে সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া অত্যুচ্চ তটে লম্ফ প্রদান করায় গর্ভ নদীতে পতিত হইয়া মৃগ শিশু জলের ঢেউতে ভাষিয়া যায় দেখিয়া রাজা তাহাকে গ্রহণ করিলেন। হরিণী উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তপস্বী রাজা ইহা দেখিয়া মৃগশিশুকে লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন মৃগশিশু অরণ্য বা আশ্রমের তৃণ ভক্ষণ করিয়া বাড়িতে লাগিল, যখন ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত হইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইত কোন কোন দিন প্রাতে দূরে গিয়া সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমে আসিত, কখন আশ্রমস্থ পর্ণশালার উঠানে ক্রীড়া করিত।

হে দ্বিজ! যখন হরিণ দূরে বা নিকটে বেড়াইত তখন রাজারমন তাহাতেই আসক্ত ব্যতীত অন্য বিষয়ে হইত না। রাজা ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব, পুত্র, কলত্রাদির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু মৃগশাবকের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মৃগশিশু আশ্রমে অধিকক্ষণ না আসিত তখন

তিনি নানা রূপ চিন্তা করিতেন। আশ্রমে আসিতে দেখিলে প্রসন্ন হইতেন এই রূপে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল।

এই রূপে কিছু দিন পরে রাজার মৃত্যু হইলে পিতার মৃত্যুতে পুত্র যেমন শোক প্রকাশ করে সেইমত অশ্রুপূর্ণ লোচনে মৃগ রাজাকে দেখিতে লাগিল। রাজাও মৃত্যু কালীন তন্ময় চিত্তে মৃগশিশু চিন্তা করাতে কালঞ্জর পর্ব্বতের মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। পরে জাতিস্মরতা হেতু সংসারে বীতরাগ হইয়া মাতাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় শালগ্রাম তীর্থে যাইয়া শুষ্ক তৃণ দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে মৃগ দেহ ত্যাগ করিয়া যোগী বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। উপনয়ন হইলে বেদপাঠ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দেখা ও শাস্ত্র পাঠ কিছুই করিলেন না। জড়ের ন্যায় দুই একটি অসংস্কৃত গ্রাম্য কথা বলিতেন। ব্রাহ্মণের শরীর সতত ময়লা, মলিন বস্ত্র পরিধান, দন্ত অপরিষ্কার সুতরাং নগরবাসীরা সকলেই ঘৃণা করিতেন। লোক সংসর্গ ত্যাগ হেতু যোগিদের ন্যায় ঘৃণিত রূপে থাকিতেন। এবং জড় উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। বন্য ফল, শাক, ছোলা এবং পৃথিবীতে পতিত শস্য কণা ভক্ষণ করিতেন। কিছু দিন পরে জড়ভরতের পিতার লোকান্তর হইলে তাহার ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র আদি বন্ধুগণ তাঁহাকে ক্ষেত্র কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া বেতনের স্বরূপ অতি কদর্য্য আহার দিত। জড় ভরতের শরীর মেষের ন্যায় স্থূল ছিল জড়ের ন্যায় কর্ম্মও সেইরূপ করিতেন।

সৌবির রাজের তত্ত্বজ্ঞান।

একদা সৌবির রাজ ইক্ষুমতির নদী তীরে মহর্ষি কপিলের

আশ্রমে যাইতে অভিলাষ করিলে দ্বারপাল জড়ভরতকে স্থূলাকার ও জড়তা দেখিয়া যান বাহনকার্য্যে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পাল্কী বহিতে দিল রাজা মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ মহামুনি কপিলকে এই দুঃখ সমাকীর্ণ সংসারে মানবের কিরূপ আচরণ করা শ্রেয় জানিবার উদ্দেশে যাইতে ছিলেন। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের আধার ও জাতিস্মর ছিলেন তথাপি পাপক্ষয় কামনায় দ্বারপালের কথায় শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাইতে২ ব্রাহ্মণ আর তিন জনের সহিত সমান ভাবে চলিতে না পারায় রাজা বাহকদের বলিলেন, একি? সকলে সমান হইয়া চল। এইরূপ বার বার করায় অবশেষে রাজা কহিলেন ইহাদের মধ্যে তোমাকে আমি হৃষ্ট পুষ্ট স্থূল দেখিতেছি তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? অথবা আয়াসে কি পরিশ্রম সহ্য হয় না? ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি স্থূল নহি এবং আমি আপনার শিবিকা বাহন করি নাই শ্রান্ত ও হই নাই, আমাকে আয়াসও সহ্য করিতে হয় এরূপ কার্য্য দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন, তুমি যে মোটা তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমার পাল্কী বহ নাই এ কেমন কথা? এখনও তোমার কাঁদে শিবিকা রহিয়াছে। ভার বহনে প্রাণিমাত্রই ক্লান্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আপনি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন তাহাই বলুন সবল কি দুর্ব্বল এই বিশেষণ পদের সন্নিবেশ পশ্চাৎ বলিব। আমি শিবিকা বহিতেছি এবং আমার কাঁধে শিবিকা একথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেখুন, পৃথিবীর উপরে পদদ্বয় রহিয়াছে, পদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয়, উহার

উপরে উরুদ্বয়, উরুদ্বয়ের উপর উদর আছে। বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় উদরের উপরে আছে এই শিবিকা স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তবে আমার কেন ভার বোধ হইবে? যে শরীরে আপনার আত্মাভিমান হইতেছে সেই দেহ এই শিবিকাতে রহিয়াছে ভ্রান্তি বশতঃ আপনি বাহ্য ও আমি বাহক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ! সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণত্রয় অদৃষ্টের অধীন, আত্মা বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আত্মার উপচয় বা অপচয় নাই তখন আপনি কি প্রকারে স্থূল ও হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি কহিলেন? ইহাতে যদি আমার ভার বোধ হয় তবে আপনার কি ভার বোধ হইতেছে না? যদি আমার শ্রম অনুভব হয় তবে শুদ্ধ শিবিকার ভারে কেন? পর্ব্বত বৃক্ষ ও পৃথিবীর ভারেও সকলে ক্লান্ত হইতে পারে, দেখুন এই শিবিকা যে দ্রব্যে নির্ম্মিত আপনার আমার এবং সকল লোকের শরীরও সেই দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ মমতা ও আত্মাভিমান হইয়া থাকে।

পরাশর কহিলেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ চুপ করিলে রাজা পালকী হইতে সত্বরে নামিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিয়া বলিলেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলুন, আপনি কে? ছদ্মবেশে কোথায় আছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিচয় দিয়া সমস্ত বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি যে কে? তাহা বলিতে পারি না শুভাশুভ কর্ম্মফলে সর্ব্বত্রে আমার গতিবিধি আছে। সুখ দুঃখ ভোগ জন্য মনুষ্য জীবন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম

উৎপন্ন ও সর্ব্বত্রে গতি হয় তবে আপনি কি জন্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

রাজা কহিলেন, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কে? এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। আত্মারূপ বস্তুতে অস্তিত্ব আছে তবে আমি পদ কেন প্রয়োগ না হইতে পারে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনার সম্পূর্ণ ভূল। বিবেচনা করুন্ বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া কাষ্ঠ, কাষ্ঠে নির্ম্মিত এই পাল্কী এখন কোন্ নাম দেওয়া যাইতে পারে বলুন্, সাধারণে গাছে বা কষ্ঠে উঠিয়া যাইতেছেন না বলিয়া রচনা বিশেষে নাম প্রাপ্ত শিবিকারোহণে যাইতেছেন বলিবেক। এই শিবিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শিবিকা নাম থাকিবেক না। এই রূপ ছাতার শিক ও কাপড় পৃথক্ করিলে ছাতা আর বলিবেক না, ইহার ন্যায় আপনার ও আমার শরীরে খাটিতেছে হস্ত পাদ মস্তক আদি সংযুক্ত থাকায় আমি শব্দ প্রয়োগ করিতেছি হাত পা আলাহিদা হইলে কে আমি এ পদবাচ্য হইবে না। স্ত্রী, পুরুষ, গো, অশ্ব বৃক্ষ আদি আপন২ কর্ম্ম অনুসারে লৌকিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে কর্ম্ম অনুসারে শরীর ও আকৃতি ভেদ মাত্র। রাজন্! আপনার বস্থুরাজ রাজভট প্রভৃতি কোন নামই নিত্য নহে, কল্পনা মাত্র। দেখুন্ আপনার এই হস্ত পদ উদর কি রাজা? না ইহারা রাজার হস্ত পদ উদর? সমস্ত অবয়ব পৃথক্ করিয়া আমি কে স্থির চিত্তে চিন্তা করুন্।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে দ্বিতীয় অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৌবীর রাজার সন্দেহ নিরসন।

পরাশর কহিলেন, তার পর সৌবীর রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন, ভগবান্! আমি জগতের মোহ দুর করিবার জন্য অবতীর্ণ সর্ব্বভুতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ মহর্ষি কপিলের নিকট যে বিষয় জিজ্ঞাসার জন্য যাইতেছিলাম তাহা আপনার নিকট পথেই সেই সন্দেহ দুর হইল এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি পরম শ্রেয় সাধন অনুগ্রহ করিয়া বলুন্।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপ। শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ এক প্রকার নহে। ধন, সম্পত্তি, পুত্র কামনায় দেবতার আরাধনা, স্বর্গফল পাইবার জন্য যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, যোগযুক্ত হইয়া পরমাত্মার ধ্যান এইরূপ শত সহস্র প্রকার শ্রেয়ঃ আছে কিন্তু এ সমুদায় পরমার্থ নহে।

পরমার্থ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন্? ধন যদি পরমার্থ হয় তবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হেতু কেন দান করে? অথবা খাদ্যবস্তু লাভের জন্য কেন ব্যয় করা হয়? পুত্র, রাজ্য, যজ্ঞ এ সমুদায় পরমার্থ হইতে পারে না। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভাব পরমার্থ তাহাও অপসিদ্ধান্ত কারণ এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যত্ব পাইতে পারে না।

মহারাজ! এক্ষণে পরমার্থ যে কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন্। সর্ব্বব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নির্গুণ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জন্মবৃদ্ধি রহিত, সর্ব্বগত আত্মা, নিত্য

জ্ঞান স্বরূপ স্বপ্রকাশ বিশিষ্ট জ্ঞান তাহার নামই পরমার্থ। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন তাঁহারাই দ্বৈতবাদী। বায়ু যেমন ভূমণ্ডলব্যাপী সর্ব্বত্র সমান হইয়া বেণু রন্ধ্র আদি ভেদে ষড়জ, ঋষভ আদি নাম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আত্মা এক হইয়া উপাধি ভেদে নানা জীবরূপে দেখা যাইতেছে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অদ্বৈত বিষয়ক। ঋভু ও নিদাঘের কথা।

পরাশর কহিলেন, রাজা এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও পুনরায় অদ্বৈত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞানের জন্য ঋভু যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন্। ব্রহ্মা ঋভু নামে একটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঋভু স্বভাবত তত্ত্বজ্ঞানী নিদাঘ নামা পুলস্ত্য তনয় তাঁহার শিষ্য হইলে বিবিধ জ্ঞান দান করিলেন। যদিও নিদাঘ অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল তথাপি ঋভু তাহাকে অদ্বৈত জ্ঞান দেন্ নাই। ইতি পূর্ব্বে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবীকা নদী তটে বীরনগর নামে একটি পরম মনোহর নগর সংস্থাপন করিয়া ছিলেন সেই খানে নিদাঘ বাস করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু

নিদাঘকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আগমনানন্তর অগ্নি গৃ-হের দ্বার দেশে দাঁড়াইবামাত্র, নিদাঘ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ঘরে অনিলে, ঋভু হাত পা ধুইয়া আসনে বসিলে নি-দাঘ ভোজন করিতে বলিলেন। ঋভু বলিলেন কুৎসিতঅন্ন ভোজন করিলে আমার তৃপ্তি হয় না। নিদাঘ কহিলেন, ফল, মূল, পিষ্টকাদি সমুদায় আমার ঘরে আছে ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় ভোজন করুন্। ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজ ! এসমু-দায় কদর্য্য অন্ন আমি পায়স ও মিষ্টান্ন অদি খাইব । নিদাঘ ব্রাহ্মণীকে দিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া ঋভুকে ভোজন করিতে দিলেন। হে ভূপাল! ব্রাহ্মণ ইচ্ছা মত ভোজন করিতেছেন এমন সময়ে মহামুনি নিদাঘ বিনীত বচনে কহিলেন, হে দ্বিজ! এই আহারে আপনার তৃপ্ত হই-তেছেন। হে বিপ্র ! আপনার নিবাস কোথায় ? কোথা হ-ইতে আইলেন এবং কোথায় যাইবেন ?

ঋভু কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! ক্ষুধায় ভোজন করিলে তৃপ্তি হয় আমার ক্ষুধাও নাই তৃপ্তিও নাই বৃথা কেন জি-জ্ঞাসা করিতেছ? অগ্নিতে পার্থিব পদার্থ ক্ষীণ হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় শরীরের জলের হ্রাস হইলে পিপাসা হইয়া থাকে। হে দ্বিজ ! ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এই দুইটি দেহের ধর্ম্ম তাহা আমার নাই। হে দ্বিজ ! পরিতোষ ও তৃপ্তি এই দুইটী মনের ধর্ম্ম, ইহা যাহার আছে এবিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরিতোষ ও তৃপ্তি পুরুষের কোন সংস্রব নাই।

কোথায় নিবাস, কোথায় যাইবেন ও কোথা হইতে আসিয়াছেন এই তিন প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর, পুরুষ

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও সকল স্থানে যাইতে পারে তখন কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আসিলেন ও কোথায় যাইবেন কেমন করিয়া হইতে পারে; আমি ইহার কিছুতেই নাই তুমি এবং অন্য পুরুষও এইরূপ কিছুতেই কেহ প্রকৃত নহে। হে দ্বিজসত্তম! আহারে স্বাদু ও বিস্বাদু কেবল সুধা ও অসুধা বশতঃ। দেখ ক্ষুধা না থাকিলে স্বাদু বস্তুও বিস্বাদু হয়। শরীরের পার্থিব পরমাণু যব, গম, মুগ; ঘৃত, তৈল, জল, দুগ্ধ, গুড় ফল মূলাদির দ্বারা দূর হয়। আমি যাহা যাহা বলিলাম তৎসমুদায় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, সমতা জ্ঞানই মুক্তির সাধন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নৃপ! ঋভুর মুখে এই রূপ পারমার্থিক বাক্য শুনিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক নিদাঘ কহিলেন। হে দ্বিজ। আপনার বাক্যে মোহজাল দূর হইল অতএব আপনি কে আমাকে বলুন্! ঋভু বলিলেন, হে দ্বিজ! আমি তোমার আচার্য্য ঋভু তোমাকে পরমার্থ জ্ঞান দান জন্য এখানে আসিয়াছি। জগৎ একই, পরস্পর অভিন্ন বাসুদেব পরমাত্মার স্বরূপ। তৎপর নিদাঘ ঋভুর পূজা করিলেন ঋভুও বিদায় লইয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নিদাঘের নিকট ঋভুর পুনরাগমন ও আত্মতত্ত্বোপদেশ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর! শতসহস্র বৎসরের

পর পুনরায় জ্ঞান দিবার জন্য ঋভু নিদাঘের কাছে উপস্থিত হইয়া নিদাঘকে স্বশিষ্য নগরের বাহিরে দেখিতে পাইলেন এই সময়ে তথাকার রাজা সেনা সঙ্গে পরিবার বর্গে পরিবৃত হইয়া পুরে প্রবেশ করিতেছিলেন। নিদাঘ অরণ্য হইতে সমিৎ কুশ আহরণ করত এই জনরব ত্যাগের জন্য দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। ঋভু নিদাঘকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজ! এক পাশে দাঁড়াইয়া আছ কেন? নিদাঘ বলিলেন, এই রাজার নগর প্রবেশের ভিড় এড়াইবার জন্য এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি।

ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে রাজা ও অনুচর কে? তুমি অবগত আছ আমাকে বল।

নিদাঘ কহিলেন, ঐ বড় হাতীতে চড়িয়া রাজা যাইতেছেন আর সকলেই অনুচর। ঋভু বলিলেন, হস্তি ও রাজা তুমি এককালে বলিলে কোনটি হস্তি ও কোনটি রাজা পৃথক্ করিয়া বল শুনিতে ইচ্ছা করি। নিদাঘ কহিলেন নীচে হস্তি উপরে চড়িয়াছেন রাজা। হস্তির সঙ্গে মানবের বাহ্য বাহক সম্বন্ধ তা কে না জানে? ঋভু কহিলেন, আমি যেরূপে বুঝিতে পারি সেই রূপ করিয়া বুঝাইয়া দাও অধঃ, ও ঊর্দ্ধ শব্দে কি বুঝাইতেছে? এই কথা শুনিয়া নিদাঘ সহসা ঋভুর কাঁধে উঠিয়া কহিল এই উপর নীচে দেখ। ঋভু কহিলেন, ভাল তুমি রাজার ন্যায় আমি গজের মত এখন আমি কে ও তুমি কে বুঝাইয়া দাও।

নিদাঘ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ হইতে নামিয়া

পায়ে ধরিয়া বলিলেন, ভগবান্! আপনি আমার আচার্য্য ঋভু। কারণ গুরু ব্যতীত এরূপ অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে না।

ঋভু বলিলেন, নিদাঘ! আমি তোমার গুরু নাম ঋভু, পূর্ব্বে যে আমার সেবা করিয়াছিলে তাহাতে সন্তুষ্ট আছি বলিয়া পুনরায় উপদেশ দিবারজন্য আসিয়াছি এবং অদ্বৈত বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলাম এই বলিয়া ঋভু প্রস্থান করিলেন। পরে নিদাঘ সর্ব্বভূতে অভিন্ন দেখিতে লাগিলেন এবং শেষে মুক্তিলাভ করিলেন।

হে মহীপতে! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, আত্মাকে সর্ব্বগত ভাবিয়া শত্রু মিত্র সমভাবে দেখিবেন। যেমন ভ্রান্তি ক্রমে আকাশে নানাবর্ণ দেখায়। তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তি দৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু আছে সমুদায়ই সেই অচ্যুত সেই, জন্য ভেদ জ্ঞান রূপ মোহ ত্যাগ কর।

পরাশর কহিলেন, ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজার পরমার্থ জ্ঞান হইলে ভেদ জ্ঞান ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণও জাতিস্মরতা হেতু আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। এই ভরত রাজার চরিত পাঠ বা শ্রবণ করিলে নির্ম্মল জ্ঞান ও সকলের ভক্তিভাজন হয়, কাহাকে কখনও মোহ আচ্ছন্ন করিতে পারেনা।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদে
দ্বিতীয় অংশে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত।